বাইসাইকেল থিভ্‌স

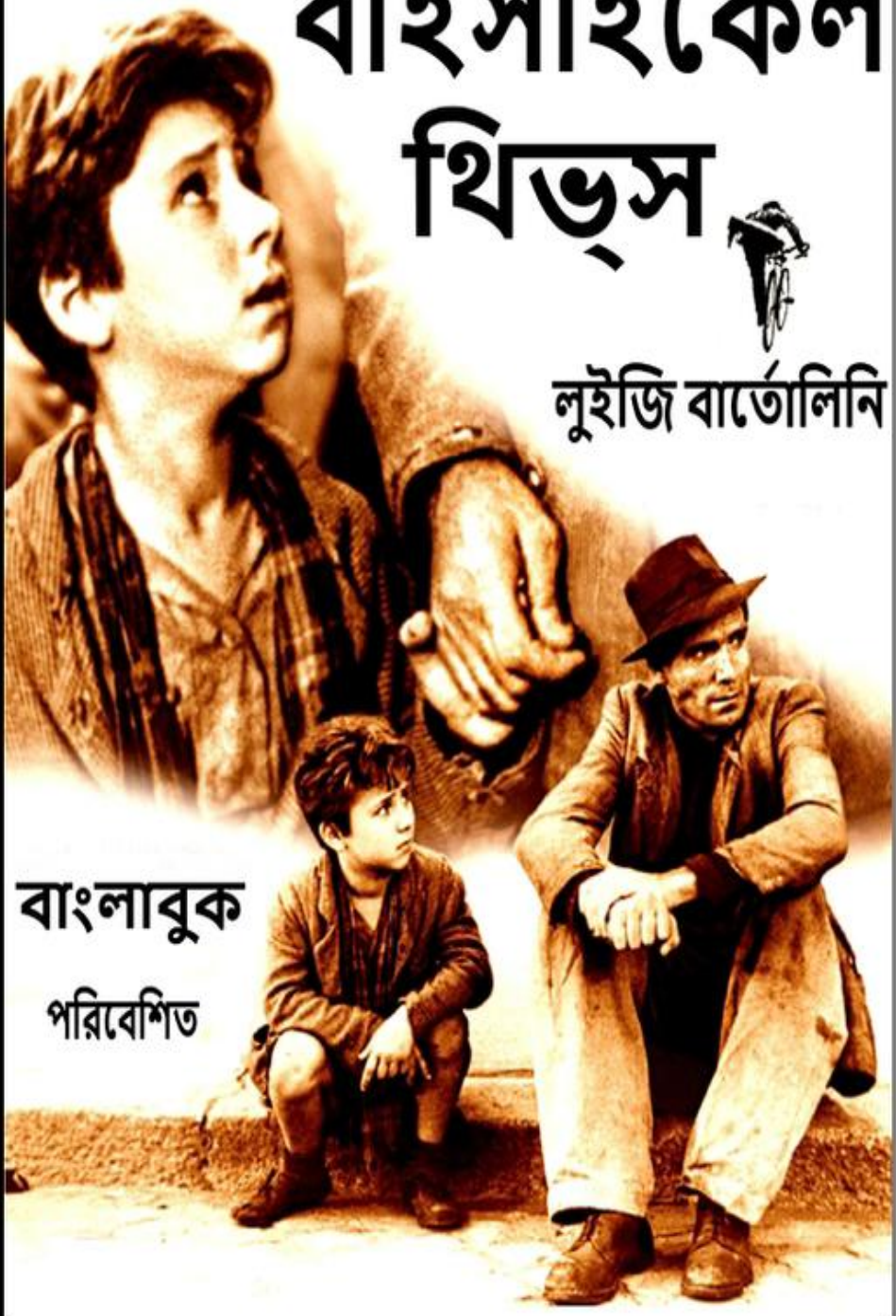

লুইজি বার্তোলিনি

বাংলাবুক

পরিবেশিত

বাইসাইকেল থিভস্

লুইজি বার্তোলিনী

ভাষান্তর

ভৈরব প্রসাদ হালদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দীপায়ন □ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট □ কলকাতা ৭০০ ০০৯

BICYCLE THEIVES

By

Luigi Bartolini

Translated by Bhairab Prasad Halder

প্রথম সংস্করণ □ পৌষ ১৩৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ □ মাঘ ১৪০২

তৃতীয় সংস্করণ □ মাঘ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক □ সলিল সাহা □ ২০ কেশব সেন স্ট্রিট □ ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস □ গৌতম মুখোপাধ্যায় □ রঙ ও রেখা □ বিরাটি □ ৭০০০৫১

প্রচ্ছদপট □ কৃষ্ণেন্দু সাহা

ষাট টাকা

বাইসাইকেল থিভস্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ।
মুসোলিনী ও হিটলারের যুক্ত নাৎসীবাহিনী পরাজিত।
ইতালি মিত্রপক্ষের আমেরিকান ও ইংরেজ সেনাদের অধিকারে।
এই প্রেক্ষাপটে লেখক আণুবীক্ষণিক দক্ষতায়
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও প্রাচীনা নগরী
রোমের ইতিকথা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিধৃত করেছেন।
শহরের গলিঘুঁজি চোরাই মালের আড়ত,
সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের জীবনসংগ্রাম, বুদ্ধিজীবিদের ডেরা, বেশ্যাপল্লী,
চৌরাস্তা, অন্ধকার জগৎ তার রূপ রস গন্ধ নিয়ে
উঠে এসেছে ছাপার অক্ষরে।
যুদ্ধ পরবর্তী ভয়াবহ বেকারী, নিঃসীম দারিদ্র্য, মানুষের
চিরন্তন নীতি ও মূল্যবোধগুলির
আশ্চর্য পরিবর্তন এবং এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ,
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি, সরকারী ব্যুরোক্রাট
ফুটপাত-বাসিন্দা চোর-জোচ্চোর, ঠগবাজ, বেশ্যা,
লুম্পেনদের চরিত্রগুলিকে লেখক এক
আশ্চর্য মমতায় রূপায়িত করেছেন।
উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ ও শোষণ এবং এই অবস্থা সৃষ্টির পেছনে
রয়েছে
কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ ও দুর্নীতি, এবং বর্তমান
বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুর নির্দয় রূপ।
এই উপন্যাসকে ভিত্তি করেই রূপায়িত হয়েছিল
বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারধন্য
ভিত্তোরিও ডি সিকার চিরকালীন বিখ্যাত চলচ্চিত্র
বাইকেল থিফ্।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমার নতুন সাইকেলখানা চুরি গেছে কাল....এ রাস্তার পাশেই মুচির দোকানটায় সবে ঢুকতে যাব ঠিক তক্ষুনি আমার নাকের ডগা থেকে হাওয়া হয়ে গেল ওটা। খবর নিয়ে জানা গেল রোমের চোরদের আস্তানা হচ্ছে দেলমন্তি পার্ক....জায়গাটা ক্যাম্প-দ্যা-ফিওরির লাগোয়া, সাইকেলটার খোঁজ ওখানেই পাওয়া যাবে। ঐ অঞ্চলটা জুড়ে আর দ্য ভিয়া দেই বাইলারি, দেই করোনারি ভিফলো, দেল সিন্‌ক রাস্তাগুলোর আশেপাশে ওদের জন্য গড়ে উঠেছে গলি-গুবজিগুলোতে অজস্র লুকোবার জায়গা, হোটেল, জুয়ার আড্ডা, মদের ভাঁটি আর অগুনতি দোকান-পসরা....

ভিয়া দেল্লা সকরফা চত্বরের দোকানগুলোতে গতকাল আমি এক কৌটো জুতোর কালো কালি খুঁজতে গিয়েছিলাম....না পেয়ে গেলাম নাভোনা পার্কে, খেয়ালের বশে ফুটে বসা এক তরকারিওয়ালাকে শুধিয়েছিলাম এখানে কোথায় জুতোর কালি কিনতে পাওয়া যাবে। বাউলারি স্ট্রিটের দোকানপত্রে খোঁজ করার কথা বলেছিল সে। ওখানে যাওয়া ঠিক উচিত হবে না বলে মনে হল, আমার কিন্তু জিনিসটা বেজায় দরকার, তাই যেতেই হল। জুতোর কালি আছে কি-না জিজ্ঞাসা করতেই হতভাগা দোকানদারটা তার কাউন্টারের ওপাশ থেকে জানাল, হ্যাঁ আছে কয়েকটা ....কিন্তু সাইকেল থেকে না নেমে দোরগোড়া থেকে কথা বলছি বলে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল---

ঃ দু'চাকা থেকে নেমে দু'কদম এগিয়ে একটু ভেতরে এস বাপু। অ্যাঁ, তুমি কি চাও বাইরে গিয়ে ওটা আমি তোমার হাতে দেব?

কথা না বাড়িয়ে সাইকেলখানা দোকানের জানালায় ঠেস দিয়ে আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দোকানের মধ্যে বড় জোর দু'পা সেঁধিয়েছি, এমন সময় রাস্তার দিকের জানালায় একখানা ছিটে ভাগওলা সাবধানী মুখ উঁকি মারল। মুখের মালিক চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হল যে, সাইকেলটাতে তালা-চাবি লাগানো নেই। দোকানদারকে সবে বলা শেষ করেছি---একটু অপেক্ষা করো, ওই মুখখানাকে আমার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না! ঠিক তখনি চোরটা....রোগা মতোন এক ছোকরা, পরনে কদাকার নোংরা পোশাক, টাই-বিহীন বুক খোলা জামা, কয়েদির ছাঁদে মাথায় কদমছাঁট চুল....চোখের নিমেষে আমার সাইকেলখানা টেনে নিয়ে একলাফে সাইকেলে চড়ে বসল, তারপর বেজায় জোরে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে চোখের নিমেষে হাওয়া কাটল।

আমার সাইকেলটা চুরি করে পালাচ্ছে! ধর....ধর....চেঁচাতে-চেঁচাতে আমি প্রাণপণে ওর পেছন-পেছন ছুটতে শুরু করলাম।

মনে হয় ওরই জনা দুই-তিন স্যাঙাৎ আমার সামনে এসে পথ আটকাল। আমাকে রাস্তায় আটকিয়ে তারা নানা ঢঙে কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে নিশ্চয়তা দিল, ও ব্যাটা এক্ষুণি ধরা পড়ে যাবে, কোনও চিন্তার কারণ নেই। এমন কি ওদের একজন হঠাৎ আঙুল তুলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল----

ঃ যাক, ওই যে ওরা ওকে পাকড়াও করেছে। অ্যাই ধরে ফেলেছে!

কিন্তু কথাটা মোটেই সত্যি নয়। চোরটা আমার সাইকেলে চেপে পালাচ্ছে....আর ওর পিছনে মনে হয় ওরই দুই স্যাঙাৎ সাইকেলে ওকে তাড়া করার ভান করছে। সজোরে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে ওরা ফরসো ভিত্তোরিও ইমানুয়েলের দিকে হাওয়া হয়ে গেল।

আর আমি দুহাত তুলে প্রবল জোরে চ্যাঁচাতে লাগলাম ধরো, ধরো। সাইকেল চোর পালাচ্ছে!

কিন্তু কেউ তাকে ধরল না, থামালও না। উল্টে দু'তিনজন তারই সাথী-চোর পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালিয়ে এমন ভান্ করল যেন তাকে তারা খুঁজছে। ঘটনাটা না বুঝে পথচারীরা পথ ছেড়ে দিল। যতক্ষণ পারলাম কেবল আমিই গলা ফাটিয়ে বেজায় চ্যাঁচাতে লাগলাম। হয়ত তাদের চোরাই মালের আড়ৎদার নয়তো চোরটারই কোন্ এক সাগরেদ ওই সাইকেল-আরোহীর পেছনে ধাওয়া করে সাইকেল শুদ্ধু তাকে পাকড়ে আমার কাছে টেনে আনল।

ঃ এটাই কি আপনার সাইকেল? শুধাল সেই সাগরেদ।

ঃ না না, এটা আমার নয়। কিন্তু সাইকেল আরোহীকে খুঁটিয়ে জেরা করতে পারলাম না, কারণ সে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হওয়ার ভান্ করল আর দারুণ জোরে হাত-পা নেড়ে প্রতিবাদ জানাতে লাগল....কাজেই তাকে তার কাজে যেতে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল আমাকে। তবে করসোর কাছাকাছি কোনও আরক্ষ কর্মী মানে জনসাধারণের সেবার জন্য পুলিশ যদি নজরে পড়ত তাহলে কিছুতেই ওকে ছেড়ে দিতাম না আমি। কিন্তু অরাজকতার অশান্তির এইসব ভয়ংকর দিনে কোথায় লোকে শান্তিরক্ষক পুলিশের খোঁজ পাবে? হাঁকডাকের তোরে যারা আমার আশেপাশে জড়ো হয়েছিল তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ থানায় রিপোর্ট করার পরামর্শ দিচ্ছিল। হয় তারা নেহাতই গোবেচারা ভালমানুষ আর না-হয় চোরদের ভাইবেরাদর, কেননা ঠেকে শিখেছি, বছরখানেক ঘুরে যাওয়ার আগে থানা থেকে কিছু আশা করা বৃথা। চুরি নিয়ে থানায় লিখিত এজাহার দেওয়া সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। থানায় গেলে পুলিশ যদি তোমাকেই বোকা না-ঠাওরায়, তো বুঝতে হবে তোমার কপাল ভাল। অথচ এসব অপরাধীদের খুঁজে বার করাই তো তাদের কর্তব্য। তারা নিশ্চিত জবাব দেবে----

ঃ সারাদিনে কত চোর আমাদের খুঁজে বার করতে হয় জানেন। আরে মশাই,

BanglaBook.org

রেজিনার জেলখানা তো উপছে পড়ছে! জানেনই তো আমাদের লোকজন গাড়ীঘোড়া কত অল্প----আমাদের আর কী করতে বলেন? এই চোরকে খুঁজে বার করার কাজ তো আপনার, আপনি খোঁজ দিন----আমরা বেটাকে পাকড়াও করে হাজতে ঢুকিয়ে দেব।

আর না-হয় বলবে----ঠিক আছে----ঠিক আছে----আমাদের যা করবার তা ঠিকই করব। আপনার নাম ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা রেখে যান মশাই। মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেবেন।

স্রেফ সময় নষ্ট মশাই....স্রেফ সময় নষ্ট। জেনে রাখুন, কোনও পুলিশই আপনার সাইকেল অথবা তার চোরের খোঁজ কোনওকালে করবে না।

আমার ঝকঝকে খাসা সাইকেলখানার কাঠামো অ্যালুমিনিয়ামের, ওজন মাত্র পাঁচ কিলো। হেডলাইট, টেললাইট আর নতুন ডায়নামো লাগানো, একজোড়া প্রায় নতুন টায়ার দুটো চাকায় ফিট্ করা....সামনের টিউবে নামমাত্র একটা তাপ্পি, আর পিছনের টিউবে দু'টো....হ্যান্ডেলটা রেসিং সাইকেলের মতো, সামনের দিকে আটকানো একটা চমৎকার ঝুড়ি আর অ্যালুমিনিয়ামের একটা হাওয়া-ভরার যন্তর। এমন একখানা খাসা সাইকেল যে চুরি করেছে সে নির্ঘাৎ রেজিনা জেলখানা থেকে সদ্য খালাস-পাওয়া ছোকরা আর না-হয় সেদিন জেলখানার একটা দিকে আগুন লাগার হট্টগোলের মধ্যে জেল-পালানো কোনও দাগী কয়েদী....জানি না সে এর মধ্যে কোন্ দলের। জেল থেকে বেরিয়েই বোধহয় সে ঠিক করে নিয়েছে যে আবার চুরি শুরু করাই হবে এখন তার একমাত্র কাজ। বেশ ধ্রুপদী কায়দায় চোখের নিমেষে সে আমার সাইকেলখানা হাতিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে জনতার ধোলাই-এর ভয় সে করে না, আর তার হাত সাফাই একেবারে নিখুঁত। আমাকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য অনেকেই জড়ো হয়েছিল। এক তেল চকচকে চুলে টেরিকাটা ওস্তাদ বলে উঠল পুলিশে রিপোর্ট করতে যদি নাই-চান তো এক্ষুণি দেলমস্তি পার্কে চলে যান মশাই, আরে ওটাই তো চোরদের গা-ঢাকা দেওয়ার পয়লা নম্বরের-ডেরা, আর চোরাই মালের আসলি বাজার।

BanglaBook.org

ভোর থেকে রাততক্ ঐ পার্কে এমন জমাট ভিড় লেগে থাকে যে, দারুণ হুজ্জুতি ছাড়া ওখানে হাঁটা-চলা একেবারে অসম্ভব....হরেক কিসিমের চোর-ছ্যাঁচোড়-জোচ্চোর-বাটপাড়, মাতাল-দাঁতাল-জুয়ারী থিক্‌থিক্ করছে ওখানে....ধরা-ছোঁয়া যায় এমন তামাম মাল ওরা হাতসাফাই করে....সুতির নানান ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ আর হরেক রকমের মালপত্র....জুতো, ল্যাম্প, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, তার, এমন কি দাঁত-মাজার বুরুশ আর সুগন্ধি-আতর, দাড়িকামানোর ক্ষুর, সাইকেলের টিউব তাপ্পিমারা

হলেও, ঘড়ি—ব্যাগ আর সবার উপর দু'চাকার সাইকেল....কিছুই ওদের নেকনজর এড়াতে পারে না। একটা সময় ছিল যখন দেল্লি কলোনৎ সরণী, কোয়াদ্রাতা পার্ক, ফিউম পার্ক (যার নাম লাজারোত্তি), আর ভিত্তোরিও ইমান্যুয়েল পার্ক অঞ্চলের দোকানগুলোতে সাইকেল ঠাসা থাকত, আক্ষরিকভাবে বলা যায় যে, এখন ওখানকার দোকানগুলো সাইকেলবিহীন....সব এসে জমছে দেলমন্তি পার্কে....আনকোরা ঝক্‌ঝকে নতুন থেকে পুরনো লঝঝড়ে....সবরকম সাইকেলের পাহাড় একেবারে। এখানে আলো বসানোর তাক-সহ মেলে ঝক্‌ঝকে বিয়াঞ্চি-সাইকেল, একেবারে হাল ফ্যাশানের চিজ্। কেবল আলোটার জন্যই দাম হাঁকবে হাজার-তিনেক লিরা। পৌনে ঊনত্রিশ ইঞ্চি টায়ারের দাম ঊনত্রিশ শ' লিরা, আর সারে আটাশ ইঞ্চি টায়ারের জন্য হাঁকবে অন্ত বত্রিশ শ' লিরা। ভিতরের টিউব, পরে হয়ত নজরে পড়বে তালি-মারা, তেমন একটা টিউবও কিনতে খসাতে হবে ষোল শ' লিরা। এখানেই কেবলই দেখা যায়, চোরেরা কাঁধে করে বান্ডিল করা টায়ার আর টিউব আনছে। তাদের সাগরেদরা ধূলোয় বিছোয় কম্বল, জায়গাটা পার্কের এক ধারে....তার উপর ডাঁই-করা চোরাই সাইকেলের খোলা অংশগুলো....হাতসাফাই করার পর চোরেদের পয়লা কাজ হচ্ছে সাইকেলখানার যন্ত্রপাতি খুলে ফেলা অথবা রঙ লাগিয়ে তার আসল চেহারা গোপন করা।

চেনা যাবে বুঝতে পারলেই ওরা সাইকেলের অংশগুলো একদম খুলে ফেলে আবার নতনু করে জোড়ে....যেমন, পুরনো লঝঝরে ফ্রেমে লাগান হয় আনকোরা নতুন চাকা, একটা ঝকঝকে হ্যান্ডেল, বিশেষ রঙ লাগানো এবং যার কোনও ক্রমিক নম্বর নেই, কারণ নম্বরগুলো উকো দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। আর না-হলে যন্ত্রপাতির অংশগুলো খুলে একটা-একটা করে বেচে দেয়। আজ বেচে দেওয়া হল হয়ত হ্যান্ডেলটা, কাল চাকা-জোড়া, পরশু পাদানি, তার পরের দিন বাতিটা। মাঝে-মাঝে ডায়নামো আর বাতি আলাদা-আলাদা করেও বেচে দেয় ওরা। কিন্তু সাইকেলখানা যদি আনকোরা হয় এবং কোনওরকম আঁচড় না-পড়ে থাকে, তবে নতুন করে রঙের আস্তরণ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা উকো ঘষে তুলে ফেলে। কিংবা সাইকেলখানা যাতে চিনতে না-পারা যায় তাই বদলে ফেলে মাড-গার্ড, কিংবা ব্রেক অথবা হ্যান্ডেলটা।

চোরগুলো চেহারা আর বাবুয়ানিতে একেবারে ফুলবাবু, রীতিমতন সুসজ্জিত, আবার কেউ কেউ অতটা নয়। কদাকার নোংরা পোশাক-পরা চোরের দিকে আগে নজর পড়ে, তাই এই ধরনের পাকা জেলঘুঘুদের প্রায়ই দেখা যায় সাইকেলের হ্যান্ডেলে কনুইয়ের ভর দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, হরেক কিসমের বাকতাল্লা ঝাড়ছে, দেখলেই মনে হয় ওই কুৎসিৎ চেহারার লোকটার চেয়ে ভর দিয়ে থাকা ওই সাইকেলখানা দশগুণ কিংবা বিশগুণ বেশি দামী।

সুসজ্জিত পোশাক-পরা যে-লোকগুলোকে দেখলে একেবারেই চোর বলে মনে হয় না, তাদের পর্যবেক্ষণ করাটাই আমার বেশি পছন্দ। তাদের দেখলে মনে হয়

BanglaBook.org

যেন সরকারী চাকুরে অথবা চটপটে যুবক সেল্‌সম্যান, সংবাদপত্রে নবীন ঢোকা ছোকরা সংবাদ-সংগ্রাহক। আধুনিক কায়দায় সদ্য-ছাঁটা চুল, পাট করে আঁচড়ানো, পরনে ঝকঝকে ইস্ত্রি-করা জামা, কব্জিতে বাঁধা কায়দার ঘড়ি....আর পায়ে মার্কিনী ছাঁদের জুতো। ওদের বেশিরভাগেরই দু'চোখের মণির রং ধূসর আর চওড়া নাক। মানুষের চেহারা দেখে তাদের পেশা অথবা ভাবনা আঁচ করে নেওয়ার একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মেছে আমার। এবং শুধু আমি নই, চোরেরাও বোধহয় এই একই ক্ষমতার অধিকারী...কেননা সব চোরই তো আর সব চোরকে চেনে না, কিংবা দেলমন্তি পার্কের একটা চোরের দলকে দেখে সব চোরের অভ্যাসও জানা যায় না। ঘটনা হচ্ছে, চোরেদেরও বহু দল রয়েছে....যেমন পাশের অঞ্চল দেল পানিকো সরণীতে রয়েছে বরদেল্লোর দল।

এই তো অল্প কিছুদিন আগে, ধর্মভীরু ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তারা রোম শহরের তামাম বেশ্যাবাড়িগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর, দেল তিয়াত্রো দেল্লা পেসে দেখা যেত এইরকম দুটো চোরের দলকে হর রোজ খুব ভোরে। এইসব জীবদের দেখা যেত রাতভর বেশ্যাদের নোংরা ঘরের দোরগোড়ায় শুয়ে থাকতে....দিন আর রাতের খদ্দেররা কতবার যে জুতো দিয়ে তাদের মাড়িয়ে যেত। ওরা যখন সকাল ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে উঠে পড়ে, তখনও বেশ্যারা বিছানায় শুয়ে নাক ডাকায়, তাদের তিতিবিরক্ত মুখের কষ বেয়ে তামাক, মদ আর যৌনচর্চার দুর্গন্ধ-ভরা লালা গড়িয়ে পড়ে। জেগে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই মরদগুলো আবার চুরির মতলব আঁটতে থাকে। নতুন কাজের ধান্দায় অথবা রাতে হাতসাফাই-করা মাল নিয়ে দেলমন্তি পার্কে বেচতে বেড়োয় তারা। দু আঁজলা জলে চোখ-মুখ ধুয়ে পাট-ভাঙা পোশাক পরে চুলে টেরি কেটে তিয়াত্রোদেল্লো ছেড়ে যাওয়ার তোড়জোড় করে।

এইসব সমাজের উকুন—নিষ্কর্মা লোকগুলোর বিয়ে করার, ছেলে-মেয়ের জন্ম দেওয়ার, ঘর বাঁধার বা দোকানপত্র খুলে বসার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, কিন্তু সে-ভাবনা তাদের মগজে ঢোকে না। কবরখানায় যেমন কৃষ্ণকলি আর বোতামফুল ফোটে অথবা গাঁয়ের পায়ে-চলা পথে যেমন ঘাস আর জংলা ঝোপ গজায়, এরাও তেমনি রোমের গলিঘুঁজিতে জন্মেছে, বড় হয়েছে! সৎভাবে দৈনন্দিন কাজ করার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। ওদের এইসব গোপন লেনদেন যে একটা খারাপ কাজ তা-ও ভাবে না তারা। জুৎ মতো জায়গায় ওৎ পেতে থাকে ওরা....আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঘোরায়....ওদের কাছে এ-কাজ একেবারেই ক্লান্তিকর নয় কিংবা এটাকে কঠিন কাজ বলেও ভাবে না ওরা। ছোট-খাট ঝুঁকির কাজ, তবুও এক ধরনের কাজ তো।

BanglaBook.org

আমার কাছে কিন্তু এ ধরনের কাজ একেবারেই একঘেয়ে আর অসহ্য। আমি বরং টেবিলের ধারে একনাগাড়ে ছ'ঘণ্টা সোজা হয়ে বসে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে পারব, তবু এভাবে পনের মিনিটও হা-পিত্যেশ্ করে ছোঁ-মারার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। কিন্তু ওরা এই ধরনের জীবনই পছন্দ করে। কখনও উদাস ভাব দেখায় ওরা। আবার কখনও পথচারীদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ব্যস্ততার ভান করে। কিন্তু ওদের কাছে এ সবই হচ্ছে জীবনের সেরা দিক আর আমাদের কাছে কালো ছবির গভীরতম কালো অংশ।

আসল ঘটনা হচ্ছে পয়সাওয়ালা লোক যারা এ অঞ্চল দিয়ে থাকে অথবা আসা-যাওয়া করে বা চোরদের সাথে ব্যবসা করে, অথবা চোরদের রাস্তায় সওদা করে, তারা এদেরকে সহ্য করে, বলতে গেলে খানিকটা লাই দেয় এবং অন্যান্য এলাকারা বাসিন্দাদের জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে দেয়, প্রয়োজনে মাঝে মাঝে তাদের আড়ালও করে। বিষয়টা কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাক....একজন খাবারদোকানের মালিককেই কথাটা জিজ্ঞাসা করি, কেননা ওই খাবারদোকানের মালিক ওদের সবাইকে বিলক্ষণ চেনে। তারা দু'পক্ষই পরস্পরকে যে ভয় করে তা বোধগম্য, কিন্তু পরস্পরকে যেভাবে সহ্য করে তা ক্ষমার অযোগ্য। তাই তো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি যে, সেলুন, হোটেল, রেস্টোরেন্টের মালিকরা, দোকানিরা....কেউ কেউ, সবাই না....তার এলাকার চোরেদের প্রতি এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করে, বোধ করে কিছুটা আত্মীয়তা, এমমনকি খানিকটা স্নেহও।

যা'হোক এটা মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীনকালে প্রথম রোমানরাও চোর ছিল, সাবিন মেয়েদের ধর্ষণকারী ছাড়া আর কিছু ছিল না তারা, কিন্তু বর্তমানের এই চোরেরাও কম যায় না। সে ভিন্ন কাহিনী, কোনও একদিন আমি নিজে একখানা সত্যিকারের হাস্যকর রোমের ইতিহাস লিখব। কিন্তু ফিরে আসি আবার রোমের চোরেদের মধ্যেকার একতার কথায়, যা তারা আগেও অনুভব করেছে এবং বর্তমানে এখনও করছে....তার মধ্যে একটা জিনিস সুনিশ্চিত: তোমার সাইকেল চুরি যাওয়ার পর অথবা বলা উচিত তোমার লোহা আর রবারের তৈরি রেসের ঘোড়াটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর তুমি যদি বুক চাপড়াও এবং চুল ছেঁড়ো বা সজোরে আর্তনাদ করো, তবে সব গাড়োয়ান, ড্রাইভার, সরাইওয়ালা-দোকানি-নাপিত তোমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসবে। আর তুমি যদি তাড়াতাড়ি সরে না পড়ো তাহলে ওরা তোমার নিয়ে দেদার মজা করবে। এক সময় গোটা ব্যাপারটা তোমার কাছে অসহ্য অপমানজনক হয়ে উঠবে। কয়েকটা অনভিপ্রেত চুটকি শুনে যদি তখনই ওদের দঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পার তো বুঝবে তোমার ভাগ্য ভাল।

শিকারের আর্তনাদে ঘায়েল-না-হওয়া হতভাগ্য চোরটাকে এইসব ঠাট্টা-বিদ্রুপ-চুটকি তার অতীত কাজের স্মৃতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মহাত্মা ভেরলেন যেমন বলেছেন——ওগো প্রিয় চোর।

BanglaBook.org

ভেরলেন চোরদের পছন্দ করতেন। ওদের সাথে তিনি জেলখানায় ছিলেন বলেই ওদের ভালবাসতেন, তাই বলেছেন 'প্রিয় চোরগণ!' খুনীদের বলেছেন----'মধুর খুনীরা,'....কিন্তু এসব হচ্ছে কাব্য....বড় জোর কিছু ভালো কথা, কবির আনন্দময় কথার মালা, যার সাথে নগ্ন বাস্তবের কোনও সঙ্গতি নেই। আর আমার কথা হল যদি আমার কবি হতে হয় তবে হতাম মুসাফির আর-না-হয় মাতাল....এবং চোরদের বিষয়ে বলতে হলে বলা ভালো যে সেক্ষেত্রে বরং আমি হতাম একজন সৎ পুলিশ....ধৈর্যশীল এবং জেদী এক পুলিশ যে কবিতা নিয়েও আলোচনা করতে চায়। তবে ভেরলেনের মত মোটেই নয়....আমার কবিতার ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠত চোরেদেরে পেছনে তাড়া করার কাহিনী এবং চোরেদের প্রতি নিরীহ মানুষের ঘৃণার অভিব্যক্তি। মনসের জেলখানায় ভেরলেন যখন তাঁর প্রিয় চোরদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছিলেন, তখন তিনি সাইকেল কেমন করে চড়তে হয় তা নিশ্চয়ই জানতেন না। কিন্তু সাইকেল-আরোহী ভেরলেনের ব্যঙ্গচিত্র দেখে আমি বিশ্বাশ করতে চাই যে, আজকের দিনে রোমে কেবল দেলমন্তি পার্কে যত চোর রয়েছে, শ'খানেক বছর আগে, আর্ল শহরে তত চোরের অস্তিত্বই ছিল না কিংবা অত দিন আগে কবিদের প্রতি চোরেদের মনে ছিল শ্রদ্ধা অথবা সমবেদনা!

আমার যেমন একখানা সাইকেল প্রয়োজন, তেমনি একজন কবির প্রয়োজন হয় রুটির। যদি রুটি তার পুষ্টিসাধন করে তাহলে সাইকেল-ও আমার কাছে এক ধরনের রুটি, আত্মিক সততার রুটি। এই আত্মিক সততা, যার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তা-লাভ করা যায় শহর ছেড়ে অন্তত দশ-বারো কিলোমিটার দূরে যাওয়ার পর----শহরতলীর সীমানা ছেড়ে কিছু দূরে গেলে তবেই। কাজেই এই সভ্য-সমাজ ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজনে, পালাবার জন্যে এবং বলা ভালো একটু হাঁফ ছাড়ার আশায় আমার এখন দারুণ প্রয়োজন রয়েছে একখানা সাইকেলের।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আজ সকালে দেলমন্তি পার্কে যে দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছি তা কী করে ভুলি? যে-সব চোর টায়ার আর টিউব বেচছিল তাদের মধ্যে সহসা একজন জবরদস্ত লোকের আবির্ভাব ঘটল। পুলিশের মতই চমৎকার তেল চুকচুকে চেহারা তার। মানুষের দেহসৌন্দর্যের বিচার করার জন্য কখনও কারও দিকে তাকাবার অভ্যেস আমার নেই, কিন্তু একটা গ্রীক মূর্তির মতই নয়নাভিরাম তার শরীর। পার্থেনন গিরিসংকটে ফিডিয়াবাসী কোনও ঘোড়সওয়ারের মত মনে হচ্ছিল তাকে। ত্রাস্তোভিয়ার অথবা প্যারিও নের অধিবাসীদের মতো তার কোঁকড়ানো চুলের রঙ ধূসর নয় বরং সিনেমার নায়কদের মতো বাদামী, চোখের তারা দুটোর রঙ ঘোলা জলের মতন হালকা, তার মধ্যে গভীর স্ফটিকের দ্যুতি। দেহসৌন্দর্যের

BanglaBook.org

প্রতীক অ্যাডোনিসের মতন চেহারা তার, ওর দিকে তাকিয়ে আমার যৌবনকালের কথা আমি বিষণ্ণভাবে ভাবছিলাম....ওর মতই তখন আমিও ছিলাম সুপুরুষ....কিন্তু এখন সে-সব অতীতের ব্যাপার। এখন তাই সমবেদনার দৃষ্টিতে এবং রীতিমত কৌতূহল নিয়ে আমি ওকে নিরীক্ষণ করছিলাম। পরনে সিনেমার নায়কসুলভ জিপ ফাস্‌নার লাগানো বাদামী রঙের সিল্ক অথবা উলের কোর্তা আর নিখুঁতভাবে ইস্ত্রি করা লম্বা ঝুলের পাতলুন....এই পোশাক যে-কোনও যুবতী স্টেনোগ্রাফারের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেবে। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলাম হয়ত কোনও পরিচিত ছবির অভিনেতা লোকটা। সিনেমার ছবি নিয়ে আমার কৌতূহল সীমিত, তাই অভিনেতাদের সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। সিনেমার ছবিকে আমি খুব একটা উন্নত শিল্পকর্ম বলে ভাবি না, আমার বিশ্বাস এই শিল্প কোনওদিন সাধারণ স্তর পেরিয়ে উঠতে পারবে না। এখনকার প্রধান-প্রধান নায়ক-নায়িকাদের নাম আমার মেয়েদের জানা থাকলেও আমার কাছে বিষয়টা একদম অজানা।

মনের সাথে যখন কথা বলছি তার মধ্যেই লোকটা দু'খানা চমৎকার টায়ার কিনে ফেলল। চোর, যে নাকি আবার দোকানদারও বটে, এক-এক খানার জন্যে দাম চাইল তিন তিন হাজার লিরা। টায়ার দু'খানার ভিতর-বার ভাল করে পরখ করে নিয়ে লোকটা সুসজ্জিত অভিজাতদের মতো ধীরেসুস্থে পকেট থেকে বেশ জুৎসই অঙ্গভঙ্গি করে টাকার থলে বার করল...একটা হরিণের চামড়ার মুখ-খোলা পার্স। এই বুভুক্ষা আর বিশৃঙ্খলার ভয়াবহ দিনে এমন একটা জিনিস অনেকদিন নজর পড়েনি আমার, এমন কি যুদ্ধের আগের দিনগুলোতেও এর চেয়ে সুন্দর জিনিস দেখি নি। পাঁচ শ' লিরার নোটে ঠাসা পার্সটা ফুলে উঠেছে, দূর থেকে ওই গোলাপীরঙা নোটগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, আহা যেন গোলাপী আচারের টুকরো....কিন্তু এর জন্য চোখ তার দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সরে আসছে না, সরে আসছে না তার চমৎকার আঙুলগুলোর দিক থেকে, ওগুলো কদাকার মোটাও নয়, আবার একেবারে মেয়েলি সরুও নয়। নোটগুলো গুনতে গিয়ে সে গোলমাল করে ফেলল, দশ লিরার নোটগুলো গুনতেই তার মনে এলো বিরক্তি....এমন গোলমাল হয়ে গেল যে, সোচ্চারে নোট গুনতে লাগল এবং জানাল যে, দশ লিরার নোটগুলো তাকে আবার গুনতে হবে। এগারখানা পাঁচশ' লিরার নোট পকেটে রাখার জন্যে চোরটাকে ইঙ্গিত করল সে....এবং চোরটাও চকিতে কম্পিত হাতে নোটগুলো নিয়ে পকেটে পুরল। শেষমেষ যুবক দশ লিরার নোটগুলো গুনে পাঁচশ লিরা আলাদা করতে পারল। তারপর টায়ার দু'টো কাঁধে ঝুলিয়ে খাসা একখানা অ্যালুমিনিয়ামের সাইকেলে চড়ে সরে পড়ল।

টায়ার-বিক্রেতার উপর নজর রাখছিলাম। দেখলাম, দশ মিনিট হওয়ার আগেই সে আরও একজোড়া টায়ার খুশি-খুশি চেহারার আর একটা লোককে বেচল....লোকটা হয় অ্যারিসিয়ার আর না-হয় ফ্রাসকাতির। ফুলবাবুর মত চেহারা, কিন্তু বয়স্ক, মাথার চুলে সবে পাক ধরেছে....আমার স্থির ধারণা লোকটার মনটা

BanglaBook.org

প্যাঁচালো, নির্ঘাৎ সে একটা সরাইখানার মালিক। ক্লান্ত মনে হাজার লিরার নোট গুনল সে...কফি অথবা চকলেট রঙা নোটগুলো এবং ফিরে পেল গোলাপী আচারের টুকরোর মতন একখানা পাঁচশ' লিরার নোট। তারপর লোকটা চলে গেল, আর আমিও চুপচাপ তার টায়ার বেচা দেখতে লাগলাম। দেখার জায়গাটা ভারি খাসা। ছোট্ট স্কোয়ারের মধ্যে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি আমি সেখান থেকে সমস্ত চত্বরটাই নজরে পড়ছে। বোধহয় এই ভাবনাটাই বড় মজার....আমার সাইকেল-চোর আমার সাইকেলখানা নিয়ে অথবা না-নিয়ে এখানে এসে ঠিক হাজির হবে একসময়।

ভাবতে-ভাবতে তলিয়ে গিয়েছিলাম প্রায়, এমন সময় সেই সরাইখানার মালিক হাত দোলাতে-দোলাতে ফিরে এল, তার ডান হাতের মুঠোয় পাঁচশ' লিরার নোটখানা দলা-পাকানো, ঠিক সেই নোটখানা, কয়েক মুহূর্ত আগে যেখানা সে টায়ার-বিক্রেতার কাছ ফেরৎ পেয়েছে।

ঃ এটা জাল। এক্কেবারে নকলি মাল! সে চেঁচিয়ে বলল----তুমি আমাকে জাল নোট দিয়েছ!

ঃ জাল!

ঃ হ্যাঁ, জাল! একটু আগেই তুমি এটা আমাকে দিয়েছ। সাদা চোখেই দেখতে পাচ্ছি এটা একদম জালি!

ঃ কে তোমাকে এটা দিয়েছে, সেটা ঠিক-ঠাক জানো তো? দোকানদারকে একটু বিব্রত মনে হল।----কে না কে মালটা তোমায় দিয়েছে, তা আমি কী করে জানব? তোমায় তো স্যাঙাৎ আমি কোন ভাঙানি দিইনি। কোনওকালে কিছু তোমায় বেচেছি বলেও তো মনে করতে পারছি না আমি।

অ্যাঁ, কি বলতে চাইছ, আমায় কিছু বেচনি? দারুণ রেগে গিয়ে গলা ফাটাতে লাগল সরাইখানার মালিক। তারপর একেবারে রোমীয় রীতিতে তারা পরস্পরকে যাচ্ছেতাই অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড় করতে শুরু করল।

সরাইখানার মালিক অবশেষে খাঁচায় আটকা পাখির মতন ছট্‌ফট্ করতে-করতে বলল যে, চোরটার নিজেরেই অন্তত খুঁজে দেখা উচিত তার জেবে এমন আর-কোনও পাঁচশ' লিরার নোট আছে কি-না, যা এরকম জালি।

আমি একবার নোটখানা পরখ করে দেখতে চাইলাম। আমারও তো কিছু ছিনতাই হয়েছে। কিন্তু এই চোরগুলো সবাই মোটামুটি আমাকে চেনে। পিয়াজা নাভোনাতে ঘুরে-ঘুরে মডেলগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরখ করতে ওরা আমাকে বহুবার দেখেছে। কত রকমের মডেল....এক-একটা চরিত্র। কেউ ভবঘুরে, কেউ জিপসী, আবার কেউ-বা বদমাস মস্তান, কেউ বা হল্লাকারী মাতাল, আবার কেউ-কেউ যুবতী

BanglaBook.org

বেশ্যা। এখনও জানি না কেমন করে ওরা আমাকে জাদু করেছে, কারণ রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে আমার লেখায় এদের বর্ণনা করি। আমার সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে ভালো লোক হিসাবে দেখাই, বর্ণনা পড়ে ওদের আসল বলে মনে হয়....এমন আসল, এমন বাস্তব, যার কোনও অস্তিত্ব নেই....কদর্য পরিবেশ থেকে তাদের এই পরিবর্তন একেবারে সত্য বলে মনে হয়।

চোর এবং সরাইখানার মালিক দু'জনেই স্বেচ্ছায় আমার হাতে পাঁচশ' লিরার নোটখানা পরখ করার জন্য তুলে দিল। আসল নোট থেকে এখানা যাচ্ছেতাই রকমের বাজেভাবে নকল করা....একদিকে ছাপা, অন্যদিকে বিজ্ঞাপন। পরখ করে দেখলাম, মান্ধাতার আমলে বাজে যন্ত্রে এমন জঘন্য ছাপা হয়েছে যে, সরকারি চিহ্নের সঙ্গে জল-ছাপের যথেষ্ট গরমিল হয়ে গেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ছাপাতে গিয়েই এই অবস্থা হয়েছে। আলোর সামনে নোটখানা তুলে ধরতেই মনে হল জলছাপটা যেন একটা অর্ধদানবের মূর্তি। আলো-ছায়ার কোনও কারিকুরি নেই, শুধু কালো রেখায় ধরা একটা ছবি, একটা আকৃতি মাত্র।

নোটখানা যে জালি তা স্বীকার করতেই হল আমাকে। জনাকয়েক পকেটমার এরই মধ্যে ঘিরে ধরেছিল আমাদের....তারাও স্টেশনের ওপর থেকে দেখেই বুঝতে পারল নোটটা জাল, অমনি তারা শিস্ দিয়ে উঠল। চোর আর সাধু সকলেই বেদম হাসতে লাগল। আমিই কেবল হাসতে পারলাম না, অবস্থাটা যে কোথায় গড়াবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘটনার শেষ পরিণতি হল যে, টায়ার বিক্রেতা চোরটা তার তেল চিট্‌চিটে থলেটা আবার বের করল, তার হাত দু'খানা দারুণ কাঁপছে....একটু আগেই সে দশখানা পাঁচশ' লিরার নোট থলেতে পুরেছে---এগুলোই সে সেই আগ-মার্কা ফিডিয়াস ঘোড়সওয়ারের মত দেখতে চোরের উপর বাটপাড় সেই রমণীমোহন লোকটার কাছ থেকে পেয়েছে।

এতে কিছু এসে যাবে না! তারই সমগোত্রীয় চোরদের টিপ্পনী কেটে সে বলল---কেউ শালা হারামি খচ্চর এগুলো আমাকে দিয়েছে এবং আবার কেউ একজন বুরবাক আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে। আমার কাছে শালা সবই সমান!

এর অর্থ সে বলতে চাইছে যে, তার কাছে যে সব নোট আছে তা ভাল হোক মন্দ হোক, জালি হোক বা আসলি হোক, সবই সে অসৎ পথে রোজগার করেছে।

এমন কি ভালগুলোও জাল, ওর আর কোনও দাম নেই! দার্শনিকের মতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্য তার দীর্ঘশ্বাস স্থায়ী হল....তারপর জাল নোটখানা নিয়ে থলে থেকে একখানা আসল পাঁচশ' লিরার নোট ফেরৎ দিয়ে সে টায়ার বেচায় মন দিল। এখন সে খুব সতর্ক, খুচরো হিসাবে ওই জাল নোটখানা সে গছাতে চায়....ওই সরাইখানার মালিকের চেয়েও ব্যস্ত কোনও দূরের গাঁইয়া বুদ্ধুকে নোটখানা সে গছাবে, যে ফিরে এসে

BanglaBook.org

এমন হামলা বাধাতে সাহস করবে না।

ঠিক করলাম দ্বিতীয় দিনে যাব পোর্ত পোরতিজে, কেননা ওখানেই চোরেদের আর একটা নামকরা বড় আস্তানা। খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকের একটা পরিষ্কার সুন্দর দিন....আর এই সেপ্টেম্বর মাসই রোম শহরের সেরা মাস....পরিচ্ছন্ন, সুনীল আকাশ এবং সতেজ বাতাস। সেদিন আমার ছদ্মবেশ দেলমন্তি পার্কের আস্তানাবাসীদের দৃষ্টি খুব সহজেই আকর্ষণ করছে....পোশাক আর সাধারণ হাল-চালে ওরা আমাকে ধরে ফেলেছে। তাই জামার কলার আর টাই রেখে দিলাম, কেবল স্কটদেশীও একখানা পশমের বড় রুমাল গলায় বেঁধে নিলাম। আর ঠিক চোরেদের মত কায়দায় রুমালে গিঁট দিলাম, একজোড়া জুতো বেছে নিলাম যা একসময় খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন বহু ব্যবহারে ছিন্ন আর তালি-মারা। যা'হোক, নিজেকে এমনভাবে সাজাতে চাইলাম যেন আমিই সত্যিকারের একজন চোর। সত্যি কথা বলতে কি আমার এই আজব বেশ দেখে ওসলাভিয়া সরণীতে আমার বাড়ির দারোয়ানের মনে দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি হল। আমার সৌভাগ্য, চুরি যাওয়ার আগে আমার কাছে দু দু'খানা সাইকেল ছিল। অবশ্য হারানো সাইকেলটা খুঁজে বার করার জন্য আর একখানা সাইকেলের খুবই প্রয়োজন। কাজেই অন্য সাইকেলে চড়ে টাইবার নদীর ধার দিয়ে প্রাটি কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ছাড়িয়ে গেলাম লুঙ্গারা....তারপর ভিয়েল দ্য রি-র পথে পান্তি গ্যারিবল্ডি অঞ্চল পার হয়ে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের কাছে পথের মোড় বেঁকে পোর্তুনীস সরণী ছাড়িয়ে সংস্কার ভবনের ধার দিয়ে হাজির হলাম পোর্ত পোরতিজে। সেণ্ট পিটারস্ স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম বড়-বড় সুন্দর গোলাপী আর নীলচে সাগরের মধ্যে এক-একটা গম্বুজ। নীরবতা-ভরা রোমের প্রায় আধখানা পেরিয়ে এলাম, কেননা শহরের মানুষজন রাতে তাড়াতাড়ি বিছানায় ঢোকে আর সকাল সাড়ে আটটার আগে বিছানা ছেড়ে মোটেই ওঠে না। এই হচ্ছে রোম শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ অন্যদিকে রোমের তামাম চোরেরা সকাল সাড়ে ছ'টার আগেই উঠে পড়েছে, পোর্ত পোরতিজের গুহায় ঢোকার মুখে একটা সরু গলিতে তারা ভিড় জমিয়েছে, এ গলিটার সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছর আগেই জান-পহেচান হয়েছিল, সেবারও এমনি শঙ্কিত হৃদয়ে চুরি-যাওয়া আমার কুকুর লিবকে খুঁজতে খুঁজতে এই গলিতে ঢুকেছিলাম।

আসলে রোমের চোরেরা সেই আটত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সে সময় ওরা আমার সুন্দর লিবকে চুরি করেছিল। লিবকে একটা উনুনের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করেছিলাম....কুকুরটাকে লুকিয়ে

BanglaBook.org

রেখেছিল রুটি-কারখানার এক কারিগর। আর তার এক বন্ধু আমার শিকারি কুকুরটাকেও চুরি করে। সকালে এর মধ্যেই পোর্ত পোরতিজ জেগে উঠেছে, আস্তানার তামাম চোর-ভদ্দরলোকেরা সেতুর দুধারে রেলিঙের পাশে গিস্‌গিস্‌ করছে। একখানা বা দু'খানা অথবা তিনখানা সাইকেলের মালিক সব চোরেরা মিশে গেছে ডুমুর, আঙুর আর বাদামওয়ালার ভিড়ে। এমন ঠাসা ভিড় দেখে ভয় হচ্ছিল যে আমার সাইকেলটা খুঁজে বার করার আগেই চোরেরা বিলক্ষণ আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। মনে করেছিলাম এ সময় পোর্ত পোরতিজে বড় জোর শ'খানেক লোক থাকবে, কিন্তু দেখছি অন্তত হাজার দু'য়েক লোক জড় হয়েছে। যেন পদমর্যাদা অনুযায়ী চোরেরা ভাগে-ভাগে দাঁড়িয়ে আছে আর আমি তাদের ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি। একখানা বা দু'খানা সাইকেল বেচতে এসেছে এমন সব চোর রয়েছে প্রথমেই। এগুলো হচ্ছে সব পুরনো লঝঝড়ে মাল, এমন ধরনের, যা' নীলেম ডেকে বেচতে হয়। টায়ার ছাড়া সাইকেল অথবা টায়ারের ভিতরে টিউব নেই, রঙ-চটা, সারাইকরা, তাপ্পি-লাগানো সাইকেল।

প্রথম বিক্রেতাদের পিছনে বসেছে টায়ারওয়ালারা, তাদের সওদা হচ্ছে টিউব আর সাইকেলের নানা ধরনের যন্ত্রাংশ। প্রথম দলের মধ্যে জনাকয়েক চোর রয়েছে যাদের আমি আগেই দেলমন্তি পার্কে দেখেছি। ওদের মধ্যে একজনের কাছে রয়েছে খানতিনেক ওলসিৎ সাইকেল....ফ্যাসিস্ত গণবাহিনীর লোকরা ব্যবহার করত এই কালো রঙের সাইকেলগুলো, বেশ শক্ত আর নতুন....সামান্য দামের হেরফেরে এক চোরের হাত থেকে আর-এক চোরের হাতে বিক্রি হচ্ছে....হাজার পনের লিরায়। এইসব দোকানদার পেশায় চোর অথবা সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পাওয়া সৈনিক....অথবা দু'রকমই হতে পারে।

চোরদের দলে দু'টো ছোকরাকে দেখলাম, তাদের জামার বোতামে ছাত্র-ব্যাজ আটকানো। তাদের হাতে স্যুট্‌কেস....সাবধানে তারা ক্রেতাদের কাছে হাজির হচ্ছে। ক্রেতারা আগ্রহ দেখালে ওদের একজন স্যুটকেস খুলে একটা কালো রঙের জার্সি বার করে দেখাচ্ছে, এ ধরনের জার্সি বিশ্ববিদ্যালয় গণবাহিনীর ছাত্ররা পরত। ছোট ছোট মোড়কে রঙ-ও বেচছে ওরা।

প্রথম দলের ভিতর দিয়ে যখন সাইকেল ঠেলে যাচ্ছিলাম, তখন সবুজ জামা পরা এক ছোকরা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। পেশীবহুল উদ্ধত চেহারা তার, চোয়াড়ের মত আচরণ, ঠিক যে প্রাচীন যুগের কোনও রোমান অথবা আগেকার আমলের একজন ফ্যাসিস্ত মস্তান। কঠোর আর আমাটে মুখ তার। আমাকে শুধোল কিছু বেচতে অথবা কিনতে এসেছি কিনা।

বেচতে----জবাব দিলাম।

ইতিমধ্যে দেলমন্তি পার্কে আমার উপর নিশ্চয়ই তার নজর পড়েছিল এবং এই অল্প আলোয় আমাকে পরখ করে সে যেন আমাকে সাবধান করে দিল যে, আমি যে কে বিলক্ষণ জানা আছে তার এবং এখানে যে কেন এসেছি তা-ও

BanglaBook.org

সে দস্তুরমত জানে। কোনও কিছু বেচবার উদ্দেশ্য যত-না তার চেয়ে বড় হচ্ছে কে আমার সাইকেলটা চুরি করেছে তার সন্ধান করা এবং সম্ভব হলে সেটা উদ্ধার করা। শেষটায় সে জানতে চাইল, যে সাইকেলখানা আমার কাছে রয়েছে আমি তার জন্য কত দাম চাইছি....এবং সে যে আমাকে বোকা বানাতে চাইছে তা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জবাব দিলাম তিরিশ হাজার লিরা!

আমি যদি এটা তোমার কাছে ফের ছ'হাজার লিরায় না বেচি তো তুমি ভাগ্যবান! জনতার ভিড়ে মিশে যেতে-যেতে সে আওড়াল। তার মানে দেল্লা স্কালা সরণীতে ওর দল নিয়ে এই সাইকেলখানাও অবহেলায় চুরি করবে সে, তারপর সেই চোরের দলই এখানা আমার কাছে ফের বেচবে ছ'হাজার লিরায়। এখনও যে আমি আতঙ্কিত হয়ে আছি এটা ওকে বুঝতে দিয়ে নিজেই নিজেকে দুষতে লাগলাম। ওকে একটা সম্ভাব্য দাম বলার সুযোগ করে দিয়ে আমি ভাল কাজ করিনি। বিনয়ীর ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল আমার এবং সঙ্গে যে সাইকেলখানা রয়েছে তার একটা সাধারণ দাম উল্লেখ করলেই পারতাম। কোনওরকমেই ওদের মনে আঘাত করা বা ওদের বিরক্ত করার যুক্তি নেই। কিন্তু এটাই আমার ভুল, আর সেই ভুলের মাশুল আমায় পুরোদস্তুর দিতে হল। এটাও সত্যি যে রোম শহরে আর একবার আমার কাছ থেকে একখানা নীলরঙের সাইকেল চুরি হয়েছিল এবং আমি সে-খানা নিজেই খুঁজে বার করেছিলাম....কিন্তু তাই বলে দেমাক দেখিয়ে চোরাই মাল খুঁজে বেড়ানো অথবা সাইকেলের মডেল টুঁড়ে দেখার কোনও যুক্তি নেই। পরে বুঝলাম যে-ছোকরা আমার সামনে এগিয়ে এসেছিল তার সাথে ঠাট্টা-তামাশার সুরে কথা বলাই উচিত ছিল আমার, কেননা নির্ঘাৎ ও একটা দলের নেতা, এলাকার দাদা....বোধহয় সে নিজেই গতকাল থেকে আমার উপর নজর রাখছে এবং আজ আমাকে এখানে তারা আশাও করছিল, আমি যে পোর্ত পোরতিজে আমার সাইকেল খুঁজতে আসব এ-বিষয়ে তারা একদম নিশ্চিত ছিল।

BanglaBook.org

সাইকেল চুরি আটকানো এবং পুলিশের নজরদারি বাড়াবার জন্য ব্যাপারটা শুনুন। আজ পোর্ত পোরতিজে আসার পথে দেল্লমন্তির ভিতর দিয়ে আসছিলাম নিজের চোখে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার জন্য, যদিও আমার কানে গিয়েছিল যে, রবিবারগুলোতে এসব এলাকায় চোর-টোর একদম থাকে না। সত্যি সত্যিই জায়গাটা একদম ফাঁকা, কেবল উর্দি-পরা, বিষণ্ণ এক পুলিশপুঙ্গব একটা বাড়ির চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে সাতসকালেই ঠেসে মদ গিলেছে। একটা জানালা দিয়ে কালা-বোবার মতন অথবা কয়েদির ঈঙ্গিতের ভাষায় একটা ডবকা ছুঁড়ী ওর দিকে তাকিয়ে ঈশারা করছে। ওর সাথে একটু মজা করব

বলে ঠিক করলাম।

সু-প্রভাত---ওর কাছাকাছি গিয়ে বললাম----আজ সকালে চোরগুলো কোথায় সব যে সট্‌কালো?

পুলিশটা হয় আমার আচমকা প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল আর না-হয় মনে করছিল যে, আমি নেহাৎ ঠাট্টা করছি, তাই জবাব দিল----

আজ তো রবিবার স্যার, তাই তারা সব পোর্ত পোরতিজের দিকে সরে পড়েছে। ওদিকে যান, লোকে দেখিয়ে দেবে ওদের আস্তানা!

ওর জবাব শুনে আমি মোটেই অবাক হইনি, কেননা গতকাল দেলমন্তিতে চোরগুলোর মধ্যে একজনকে হালকা বন্দুক হাতে দেখেছি, সে বর্ষাতি বেচছিল, আর কজন বেচছিল পায়ের উপর জড়াবার কালো পট্টি। আমি পোর্ত পোরতিজের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তকলির মতন শীর্ণ-পা এক যুবতিকে দেখলাম, তার পায়ে চমৎকার মোজা....এখনকার এই ক্ষুধা ও অভাবের দিনে এমন পোশাক একেবারে অবাস্তব ব্যাপার। একজন যুবতি, সে যদি কোনও সৈনিকের রক্ষিতা না-হয়, তবে তার পক্ষে মোজার পিছনে চারশ' লিরা ঢালা সম্ভবই নয়। এ একেবার অভাবিত খরচ। চিন্তিত মনে আর কাব্যিক দৃষ্টিতে আমি ওর পরনের ঘাঘরাটা দেখছিলাম, খাটো-ঝুল ঘাঘরা, মনে হচ্ছে যেন অন্তর্বাস। সারা সময়টা আমি নারীর দেহরূপের কথা ভাবছিলাম, যা আর এখন আমার মনে কোনওরকম কামনা জাগায় না। এখনকার শোক ও দুর্ভাগ্য-জড়ানো বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করছিলাম মনে-মনে....আমার যৌবনকালের কথা, যখন ক্ষুধার জন্য খাদ্য অথবা চোর অনুসন্ধান করে ঘোরার কথা কখনও ভাবিনি, তখন এমন একটা সময় ছিল প্রতিটি যুবতিই ছিল প্রেরণার উৎস। পোর্ত পোরতিজ এখনও বহুদূর, তাই সাইকেলে প্যাডেল করছিলাম, আর ভাবছিলাম সে সময় মেয়েদের মুখের ভাব দেখে তাদের সারল্য ও সৌন্দর্যের ধারণা করতাম, আর এখন আমার দুঃখ-কষ্ট দূর করার ইচ্ছায় আমার চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করার জন্য চোর খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তাতেই আমার সবটুকু সময় খরচ করছি। এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে আমার পার্স, ফাউন্টেন পেন, ছাতা আর সাইকেল।

কিন্তু আমার কাহিনীর সূত্র ধরি---পোর্ত পোরতিজে সেই চোরসর্দার সফর করে যাওয়ার মিনিট-দশেক পরে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা রীতিমত সর্বনাশা হতে পারত, কিন্তু তা না হয়ে সেটা একটা তামাশায় পরিণত হল। তামাশা হল, কেননা বুঝতেই পেরেছিলাম যে আজ দিনের অর্ধেক সময় আমাকে চোরদের সাথেই কাটাতে হবে, তাই বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বুক পকেটে পার্সটা রেখে সেটাকে লাইনিঙের সাথে সেলাই করে নিলাম আর অন্য পকেটগুলো রেখে দিলাম একদম ফাঁকা। একজন পকেটমার এর মধ্যেই আমার ডানদিকের পকেটটা হাতড়ে ভিতরটা বাইরে উল্টে দিয়েছে....সে করেছে রসিকতা করে, অথবা সাবধান করে দেওয়ার জন্য কিংবা চুরি করার মতন কিছু পকেটে না-পেয়ে রেগে গিয়ে

BanglaBook.org

করেছে! আরও সব চোর এখন এসে হাজির হচ্ছে পোর্ত পোরতিজে। আসছে তারা দেল্লা লুঞ্জারা সরণী থেকে, এবং বেশির ভাগ চোর আসছে দেল্লা স্কালা, দেল মাত্তোনাতো, ভিকোলা দেল সিস্ক অথবা ভিকোলা দেল পিয়েদ সরণী থেকে। অন্যরা আসছে অ্যাভেনতিনের বিপরীত দিকের অঞ্চল থেকে এবং আরও দূর দূর অঞ্চল থেকে....এমন কি এসেছে ভিত্তোরিও অথবা গারবাতেল্লা পার্ক থেকে। এখন সবেমাত্র সকাল সাতটা, কিন্তু তবু এখুনি এ জায়গার মধ্যে চলা-ফেলা করা একেবারে কঠিন হয়ে পড়েছে। ভিড় এত প্রচণ্ড যে, কাউকে পথ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলাই যায় না। লোকজনকে রীতিমত ঠেলে সরিয়ে পথ করে নিয়ে হাঁটতে হচ্ছে....বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে নেওয়ার জন্য তাই আমাকেও খুব ঠেলাঠেলি করতে হচ্ছিল। দেখলাম দলে-দলে চোর-বাটপাড় পোর্ত পোরতিজের খিলানের ভিতর দিয়ে চলেছে সরু গলির দিকে....দুধারে নিচু-ছাদ সব বাড়ি, ভেঙে-পড়া পাঁচিল আর হরেক কিসিমের চোরাই মালের বেচনদার....মালই বা কত কিসিমের মুচির আর রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, পুরনো জুতো, ফিতে, ছুঁচ, সুতো এবং নানারকম সেলাইয়ের জিনিস, এমনকি খালি টিন, জঘন্য ছোট-ছোট ছবির ফ্রেম আর শৌখিন শিল্পীদের আঁকা কদর্য ছোট-ছোট তৈলচিত্র, ভাঙা চিনেমাটির তৈজসপত্র, হাতল, দাগ-ধরা তেলচিটে হলদে-মলাট সস্তার উপন্যাস....একটা সময় এসব কেতাব ছিল অপাঠ্য, কোনও দাম ছিল না, কিন্তু এখন রোম শহরের কোনও দোকানে এগুলো দুর্লভ। একটা নমুনা দিচ্ছি, একটা চোর ছোট-ছোট মোম আর কাঠের দেশলাই বাক্স বেচছে। জিজাসা করলাম, এসব দেশলাই কোথাকার? ফরাসি সরলতায় সে স্বীকার করল সে, নিজের সরবরাহ অটুট রাখার জন্যে সে গিয়েছিল মিনি স্টেশনে এবং পেরুজিয়া থেকে ট্রেন আসার অপেক্ষায় ছিল....সেই ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকেই সে তামাক আর একশ' দেশলাই পনের লিরায় সংগ্রহ করেছে, এখন সেগুলোই পঁচিশ অথবা তিরিশ লিরায় বেচছে।

একটা চোর বেচছে করকচ্ নুন। আর একজন বেচছে জলপাইয়ের তেল। সরকার সামান্য পরিমান তেলও দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত রেশন-কার্ডধারী জনগণকে সরবরাহ করতে পারছে না রাস্তার উপর সাজানো চেয়ার আর সেই চেয়ারের উপর রাখা খাঁটি জলপাই তেল-ভর্তি ভাঁড়....এবং তার পাশেই কাঁচের গ্লাস, টিনের ফানেল চুঁইয়ে শেষ তেলবিন্দু ঝরে পড়ছে গ্লাসে।

ঝাঁকে-ঝাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত, পোকামাকড়ের আক্রমণের মতন চিন্তায় আচ্ছন্ন হল আমার মন গোলাপি চশমার কাঁচের আড়াল থেকে এই হতভাগ্য মানবসমাজকে আমরা নিরীক্ষণ করছি, কিন্তু এখনকার বাস্তব সংসার হচ্ছে অভাবী এবং ঠকবাজদের নিয়ে গঠিত....এইসব মানুষজন কেউ-কেউ ধূর্ততার সঙ্গে এবং মাঝে-মাঝে প্রতিভার আলোকে ঝলসে উঠে ক্ষুধার জ্বালা তৃপ্ত করতে সফল হচ্ছে। আমার মতন কবিরা, দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন যে গরীবরা বোধহয় অক্ষম অথবা তারাই হচ্ছে ধনী যারা গরীবদের তুলনায় অধিক প্রতিভাবান। আসলে বাস্তব ঘটনা

BanglaBook.org

ঠিক তার বিপরীত। পোর্ত পোরতিজের বাজারে দেখিয়ে দিচ্ছে যে দারুণ চাতুর্য এবং বুদ্ধির তৎপরতা যা আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর না-হলেও সমগোত্রীয় তো বটেই, তা থাকা সত্ত্বেও গরীবরা গরীবই থাকছে। ওদের একজনের কাছে ডায়নামো-সহ একটা সাইকেলের বাতির দাম কত হবে জানতে চাইলাম।

ন'শ লিরা....বাতির মূল্য তিন শ' আর ডায়নামোর ছ' শ' লিরা। বলল সে----এটা নিন, যদি ভাল না-হয় তবে কোনও তক্ক না-করে ন' শ' লিরা ফেরৎ দিয়ে আমি ফেরৎ নিয়ে নেব।

তুমি কখ্খনো ন' শ' লিরা ফিরিয়ে দেবে না। রেখে দাও তোমার ওই যন্তর।

নিজের মনে-মনে যুক্তি খাড়া করেছিলাম----গতবছর যে এক লিটার তেলের দাম ছিল ছ' লিরা আজ তার দাম হয়েছে ছ' শ' লিরা, কাজেই ডায়নামো-সহ একটা ব্যবহারযোগ্য বাতির দাম একশ' গুণ বেশি হলেও এখন ন্যায্যমূল্য। একজোড়া জুতোর ক্ষেত্রেও তো এই একই ব্যাপার।

আর-একটা চোর বসেছে দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে। সিগারেটের দোকানে এক বাক্স দেশলাইয়ের দাম কুপন দিলে দু' লিরা, আর পোর্ত পোরতিজে তারই দাম পঁচিশ লিরা। একশ' কাঠির দাম পঁচিশ লিরা! এক লিরায় চারটে কাঠি! এটা এমন ধরনের জিনিস যা দেখলে কেবল হাসি পাবে না, অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা বলে ভয় হবে, যিনি নিশ্চিত করে বলেছেন যে জাতীয় ঋণের বোঝা মাত্র ছ' শ' কোটি টাকা....শুনলে মনে হবে একটা দারুণ তামাশা। চারশ' কোটিকে ভাগ করে দেওয়া হল চার কোটি অধিবাসীর মধ্যে....তাহলে মাথাপিছু জাতীয় ঋণ হচ্ছে পনের হাজার লিরা। এর অর্থ আমরা প্রত্যেকে ঋণী, পুঁথিগতভাবে এটাই বাস্তব....আর এর মানে কয়েক মাসের আয় অথবা মজুরি। এই পনের হাজারের উপর হিসাব কষলে প্রত্যেকটি দেশবাসী রাষ্ট্রকে বছরে পনের শ' লিরা সুদ দেওয়ার জন্য ঋণী। কিন্তু সত্যটা একেবারে অন্যরকম। মাঝারি আয়ের দ্বারা অথবা মাসে চার হাজার লিরা দিয়ে শুধু একজোড়া জুতো অথবা গোটা পোশাক হিসাবে একটা প্যান্ট আর কোট কেনা যায়।

এমনিসব ভাবতে-ভাবতে আমি চিন্তিত মনে চারপাশে তাকালাম----এটা যেন একটা সমাধিস্থল, অজস্র চোরাই মাল দিয়ে এই সমাধিস্থলটি তৈরি।

সরু নিচু গলিটার শেষ মাথায় গিয়ে হাজির হলাম। ঠাসা ভিড়। কেনার লোকের চেয়ে চোর আর বেচনেওয়ালাদের ভিড় অনেক বেশি। গলির শেষ মাথায় জায়গাটার নাম ক্যাপানোন....এখানে এসেই চোরাই মালের বাজারটা আচমকা শেষ হয়েছে। সীমানার ধারেই একটা শান্ত জলাভূমি আর বাঁ-দিকে একটা গ্রাম্য গলিপথ। ....একটু রোদের ছোঁয়া, মুহূর্তের বিশ্রাম, আর এক চিল্তে টাটকা বাতাসে শ্বাস টানার জন্য ওই গলিপথটা দিয়ে ফিরে এলাম। একটা ঝর্নার ধারে দেখি একজন স্ত্রীলোক কাপড় শুকোচ্ছে। কিন্তু তার সাথে কথা বলতে যেতেই

BanglaBook.org

সে গম্ভীর হয়ে জবাব দিল....তার মনে সন্দেহ, হয় আমি চোর আর না-হয় সাদা পোশাকের পুলিশ। অবশেষে অনেক কষ্টে হাজার-হাজার চোরের ভিতর দিয়ে পথ করে ফিরে এলাম।

যেখানে চোরাই সাইকেলগুলো দেখানো হচ্ছে আবার সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। মনে এক দুরাশার ভাব এল, ঐ সাইকেলগুলোর মধ্যে হয়ত আমার সাইকেলখানাও খুঁজে পেতে পারি। আবার ওগুলোকে পরখ করতে করতে, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তবু হদিশ করতে পারলাম না নিজের খোয়া-যাওয়া সাইকেল অথবা সাইকেল-চোরকে। অবশেষে ঠিক করলাম, নাহ্----একখানা সাইকেলই কিনে নেব। তাই বিভিন্ন সাইকেলের দাম শুধোতে লাগলাম। বছর দশেকের পুরনো একখানা সাইকেল, দুটো টায়ারই নেই কিন্তু হালে রঙ করা....ছয় অথবা সাত হাজার লিরায় বিকোল। একখানা বিয়াঞ্চি সাইকেলের দাম কম করেও বিশ হাজার লিরা। এর মধ্যে একটা ছোকরাকে দেখলাম, তার কাছে রয়েছে একখানা আনকোরা নতুন সাইকেল, ক্রোমের পাতের মাডগার্ড, বাতি আর ব্রেক দু'টো ঝকঝকে। সাইকেলের কাঠামো আর টায়ার-দু'টোও আনকোরা। ছোকরা চেঁচাচ্ছে----বিক্রির জন্য....বিক্রির জন্যে! আর চিৎকার করার সময় তোতলাচ্ছে। ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে সাইকেলখানা হাতে ধরে উঁচুতে ওঠালাম, একটা পেডাল চেপে চেনটা ঘোরালাম। হাল্কা, নিয়মিত আওয়াজ যেন সুরের ঝংকার। একেবারে নিখুঁত, খুব পছন্দ হল সাইকেলখানা। ছোকরা দাম হাঁকল আঠারো হাজার লিরা। অন্য সাইকেলগুলোর তুলনায় অবশ্য এটা নায্য দাম। কিন্তু দু'দিন ধরে এদের সাথে কথাবার্তা বলে দাম সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মেছে। কথা বলেছি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গেই। আমি বারো হাজার দিতে চাইলাম ওকে।

কী-কী? কী-ই-বলছেন? তোৎলা বলে উঠল----আ....আ....আমি এ-এ-এটা চু-চুরি করিনি! এর জন্য দা-দাম দিয়েছি ছ'ছহাজার লিরা। একজন বা-বা-বারো হাজার দি-দি-দিতে চেয়েছে, আর আ....আমি....তা....নি....নিইনি!

চলে গেল সে। সময় নষ্ট ও চেষ্টা করতে আমারও আর ইচ্ছে হল না। কাগজ কলম হাতে নিলাম। চিন্তা করে দেখলাম যে এই তোৎলা ছোকরাটা অন্যদের চেয়ে ভাল বিক্রেতা, হয়ত কদাচিৎ সে চুরি-চামারি করে,....কিন্তু বাস্তবিকই যদি চুরির স্বভাব তার থেকেই থাকে। নিজের বিবেকের সঙ্গে সংক্ষেপে তর্ক জুড়ে দিলাম। চোরের কাছ থেকে কোনও জিনিস কেনা উচিত কি না? এতে কি তাকে সমর্থন করা হয় না? ক্রেতাকে কি আইন শাস্তি দিতে পারে না? কিন্তু আইন! আজকাল আইনেরই বা অস্তিত্ব কোথায়! অন্য দিকে একজন সৎ সাইকেল

BanglaBook.org

বিক্রেতার কাছ থেকে সাইকেল কেনার চেষ্টা করে দেখ। সে বলবে বিক্রি করার মতন নতুন-পুরনো কোনও সাইকেলই তার দোকানে নেই। শুধু কিছু পুরনো বাজে টিউব আর গোটা কয়েক পাম্পার পড়ে রয়েছে তার ঘরে। দেলমন্তি আর পোর্ত পোরতিজের চোরাবাজারে যেতে পরামর্শ দেবে সে। কারণ তারা ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় হোক ওদের হাতেই সাইকেলগুলো তুলে দেয়, নিজেরা বেচার চেষ্টা করে না। যে ক'খানা সাইকেল এখনও তাদের কাছে আছে তারা তা গোপন গুদামে সরিয়ে ফেলেছে। সেই জার্মানরা যখন রোম শহর দখল করেছিল তখন থেকেই তারা এমনিভাবে সাইকেল সরিয়ে ফেলছে....নাজিরা এসেই সব সাইকেল হুকুমদখল করে নিয়েছিল এবং প্রতিখানা সাইকেলের দাম ঠিক করে দিয়েছিল হাজার লিরা....অবশ্য যদি কোথাও তাদের দাম গুণতে হয়ে থাকে তবেই। দোকানদাররা তখন থেকেই চোর আর বাটপারদের সঙ্গে একটা চমৎকার রফা করে নিয়েছে। বোধহয় এখনও দোকানদাররা নতুন সাইকেল বাটপারদের হাতে তুলে দেয়, তারপর তারা সেটা বেচে দেয় বিশ হাজার লিরায়। এখন এই অবস্থায় কেউ একটা মুখের রা কাড়তে সাহস করে না, এবং কারও মনে কোনও বিবেকের তাড়নাও নেই। কিন্তু আমার ব্যাপারে....এটা একটা প্রয়োজনের তাগিদ, এক্ষুনি আমার একখানা সাইকেল কেনা প্রয়োজন। আর যেহেতু কেনার মতন সাইকেল একমাত্র ওদের কাছেই বর্তমানে পাওয়া যায়, তাই কেবল চোরগুলোর কাছ থেকেই আমি এখন তা কিনতে পারি। এছাড়াও মনে রাখা দরকার যে, অনেক সাইকেলের ক্রেতা আবার নিজেরাই সাইকেল বিক্রি করে। কেননা উত্তর ইতালি, যা' সাইকেল তৈরির প্রধান অঞ্চল, আর মুক্ত ইতালির মধ্যে রয়েছে একটা আগুনের বেড়া, কারণ দুটো ভিনদেশী সেনাবাহিনী এই সীমানা বরাবর পরস্পরের সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে। তাই ব্যবসাদাররাও এই পোর্ত পোরতিজ থেকেই সাইকেল কিনে নিয়ে বেচতে বাধ্য হচ্ছে, এবং হয়ত এমন ঘটনাও ঘটছে, তারা সেই সাইকেলগুলোই ফের এই বাজার থেকে কিনছে যেগুলো জার্মানরা আসার আগে বেশি মুনাফার জন্যে তারাই ওদেরকে বেচে দিয়েছিল। তাদের আশা ছিল অচিরেই লড়াই খতম হয়ে যাবে এবং পভিয়া বেস্তো আরসিজিও, ক্রিমোনা, ব্রেসসিয়া, মিলান, তুরিন এবং অন্যান্য শহর থেকে স্রোতের মতন সাইকেল চালান আসবে দক্ষিণ ইতালিতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন টায়ার সরবরাহে ঘাটতি শুরু হল, তারপর টান ধরল ভিতরের টিউবে। অবশেষে সাইকেলের ঘাটতি মেটানোর জন্য আর-একখানা সাইকেল কিনব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম....এটা উনিশ শ'চুয়াল্লিশ সালের আঠাশে সেপ্টেম্বরের কথা। খান-দশেক সাইকেল যোগাড় করে ফেলব, কয়েক মাস গুদামে রাখব, তারপর এই সময়ের মধ্যে আশানুযায়ী আকাশছোঁয়া দর বাড়লে, সেগুলো দেব বেচে। অবশ্য ব্যবসার ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ গোলা লোক, কিন্তু সৎ। মানুষের জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী, সেই সময়টুকু এইসব বাজে কাজে ব্যয় করতে আমার মন ঠিক সায় দেয় না,

BanglaBook.org

তাই ব্যবসার দিকে কোনদিন আমার ঝোঁক গড়ে ওঠেনি। একজন কবির পক্ষে উত্তম কাজ হচ্ছে অনুধাবন করা, নিরীক্ষণ করা এবং মানব-অস্তিত্বের অবচেতন দিকগুলিকে কবিতার বিষয় হিসেবে ফুটিয়ে তোলা, তাই নয় কি?

অন্যভাবে বলি, একটা চোর বা চোরাই মালের ব্যবসাদার হওয়ার চেয়ে কবি হওয়া ও গরীব হওয়া, গরীব হয়ে থাকা এবং গরীবের মতন বাস করা, আমার কাছে উত্তম বলে মনে হয়। এসবই খুব উত্তম ভাবনা, তবে ইতিমধ্যে আমার আর-একখানা সাইকেলের বড্ড প্রয়োজন। এক মাস দু'মাস কিংবা মাস-তিনেকের মধ্যে আমার হেফাজত থেকে যদি এই নীল সাইকেলখানাও চুরি যায়, তখন আমি কী করব? রাস্তায় যখন মোটর ছোটাছুটি করছে না, তখন কী করে আমি পায়ে হাঁটব? একজন ঘোড়সওয়ার এবং একজন পদাতিক তো আর সমস্তরের মানুষ নয়। বিশেষ করে যখন কেউ ঘোড়ায় চড়ে থাকতেই চায়, নষ্ট করতে চায় না নিজের সুবিধে....স্রেফ নিজের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্যই বরং তার ঘোড়সওয়ার হওয়া ভাল। দিনের কয়েক ঘণ্টা শহরের আওতা ছাড়িয়ে দূরে মাঠে-ঘাটে পালিয়ে যাওয়া আমার আইনসিদ্ধ অধিকার। আর আগেই বলেছি দূরে গাছে ছাওয়া প্রান্তরে, নদী তীরে বা খোলা মাঠে কেবলমাত্র সাইকেলের সওয়ারী হয়েই যাওয়া যেতে পারে।

গত পরশু দিন আমার কাছ থেকে যে-সাইকেলখানা চুরি হয়ে গেছে, তার চেয়েও ঢের সুন্দর একখানা সাইকেল কিনব বলে মনস্থির করে—খুব আন্তরিকতার সাথে যোগাযোগ করতে ও খুঁজতে শুরু করলাম। যদি ইচ্ছে করি তবে আমি একজন খাসা দালালও হতে পারি....কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে আমাকে দিয়ে কাজটা করানো। বিক্রেতার মধ্যে এক ধরনের শান্ত সমঝোতার ভাব রয়েছে বুঝতে পেরে আঠার হাজার লিরা যে বড় বেশি দাম হাঁকা হয়েছে এ কথা বলে আর অভিযোগ জানালাম না। বরং তার বদলে বললাম,—না, খুব বেশি দাম নয়, কিন্তু আমার কাছে তো মাত্র পনেরো হাজার লিরা আছে। আর এই কথা বলেই, সাবধানতার জন্য পকেটে সেলাই করে যেখানে টাকাগুলো রেখেছিলাম, সেখানকার সেলাই ছিঁড়ে নোটগুলো বার করলাম....পনেরখানা বড় নোট। আমি যেমন এ্যানা স্টিকলারকে ভালবাসি চোরেরা তেমনি ভালবাসে হাজার লিরার নোটকে। টাকা তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তাদের মগজ বিগড়ে দেয়। মেয়েদের প্রতি আসে অনীহা, উত্তম খাদ্য আর পানীয়ের প্রতি অবহেলা জাগে। স্রেফ চুরি করার আনন্দেই তারা চুরি করে, কারণ এটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তাদের পরিচয়ের চিহ্ন হওয়া উচিত (অবশ্য যদি কিছু থেকে থাকে) মাছি-শিকারি গাছ অথবা ধুলোটে মাকড়সার জাল। হতভাগা মাকড়সারা কত সুতো বুনে জাল বানায়,

BanglaBook.org

কিন্তু কিসের জন্য? একটা বিপন্ন মাছির জন্য! এত কমের জন্য তুমি এতটা খাটবে কি? পেশা হিসাবে চোরগুলো কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে। আমার কাছে মুসের গান অথবা আমার বন্ধু র‍্যাবেলার, সুহৃদ কারডিন্যাল দ্যু বেলের কবিতা যেমন প্রিয়, তেমনি ওদের কাছে প্রিয় হাজার লিরার নোট।

কিন্তু ফিরে আসি এবার সাইকেল কেনার ঘটনায়। বলেছি যে, ছোকরা চোরটা আমার পানে চোরা চোখে তাকাচ্ছিল, তার ট্যারা চোখের তীব্র দৃষ্টি আমার টাকার থলের দিকে দারুন একাগ্র। এমন তীব্র তার চাহনি যে শেষপর্যন্ত তাকে খোলাখুলি শুধলাম এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে তার চোখে ব্যথা লাগছে কি না? তাই শুনে সে আমাকে এই কাহিনীটা বলল----মার্কিন বোমারু বিমানগুলো যখন শহরের উপর বোমা বর্ষণ করছিল তখন বিস্ফোরণের ফলে তার আস্তানার একটা দেওয়াল ভেঙে পড়ে, আর সেই ভাঙা দেওয়ালের নিচে সে চাপা পড়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে মরার মতন অবস্থা হয়েছিল তার। অবশেষে পালাতে পেরেছিল সে, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় সে এমন ভয় পেয়ে যায় যে আট-দশ দিন তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয়নি এবং দু-চোখের দৃষ্টিও ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন সুস্থ হল তখন থেকে সে তোৎলাচ্ছে আর চোখ দিয়ে সমানে জল পড়ছে তার। তাই মাঝে মাঝে সে পরিষ্কার দেখতে পায় এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠার জন্য মাঝে মাঝে আবার সে কিছু দেখতেও পায়ও না।

হতভাগা ছেলে! বললাম----সহজেই তুমি বড় বাঁচান বেঁচে গেছ, বাস্তবিক, তোমার জীবন আরও সঙ্গীন হতে পারত।

এমনিভাবে আলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সে আমাকে বিস্তর সাইকেলের কাহিনী শোনাল, অবশেষে বলল তার নিজের একখানা সাইকেলের দোকান ছিল (হয়ত সে মিথ্যে কথাই বলছিল)। এবং অতি কষ্টে চুন-বালি-রাবিশ খুঁড়ে সে খান তিন-চার সাইকেল বার করতে পেরেছে! ওর কাহিনীর টুক্‌রোগুলো, যদি শতকরা নিরানব্বই ভাগ সত্য হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, তবে সেগুলো জোড়াতালি দিয়ে এ ধরনের একটা কাহিনী দাঁড় করানো যেতে পারে বোমাবর্ষণের ফলে সে আর তার পরিবারের লোকজন বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে, তার বাসা বাড়ির নিচে একখানা সাইকেলের দোকান ছিল, আর বোমার ঘায়ে দোকানদার বোধহয় মারা গেছে, তার সাইকেলগুলো চাপা পড়েছে ভাঙাচোরা রাবিশে। কিছুদিন পার হওয়ার পর থেকেই এই তোৎলা-চোর সাইকেলগুলো লুঠ করে পাচার করতে শুরু করেছে। ও যদি নিজে সাইকেলমিস্ত্রি হত কিংবা কোনও সাইকেল দোকানের মালিক হত তাহলে কখনও আজ এত সকালে অথবা অন্য কোনও দিন বাতি আর ডায়নামো ছাড়া এমন একখানা ঝকঝকে আনকোরা সাইকেল নিয়ে বাজারে বেচতে আসত না। সাইকেল মিস্ত্রিরা খুব কুশলী, তাইসব যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সুদ্ধ সাইকেল নিয়ে আসে বাজারে,

BanglaBook.org

'এটা নেই, ওটা নেই' বলে খদ্দের যাতে প্যান্ প্যান্ করতে না-পারে। সে বলার সুযোগ পাবে না বাতি নেই, ডায়নামো নেই, কিংবা নেই কোনও যন্ত্রপাতির বাক্স। ওকে আভাসে বুঝিয়ে দিলাম যে, যেহেতু এসব যন্ত্রপাতি কিছুই নেই তখন আমার বলা দাম যথেষ্ট সঙ্গত। ছোকরা দাম কমাল না। তারপর অনন্ত সময় ধরে দাম কষাকষি চলল....এমনভাবে দর কষাকষি ভাল না লাগলে আমার মনে হত এটা এক ধরনের উৎপীড়ন। শেষে সে পনের হাজার পাঁচশ' লিরা দাম বলল এবং আর নামতে চাইল না, আমি তাই অন্য একটা ফন্দি বার করলাম। এটা-এটা নিয়ে কথা বলতে-বলতে শেষটায় রাজনীতির আলোচনা শুরু করে দিলাম। কিন্তু অচিরে এমন একটা বস্তু আমার নজরে পড়ল যা আগে কখনও পড়েনি। আমার একটা ধারণা ছিল যে, মেয়েমানুষ, মদ-জুয়া ইত্যাদি ধরনের বস্তুর সাথে চোরগুলোর একটা সহজ সম্পর্ক রয়েছে....কিন্তু এটাও আবার মনে করতাম যে, ওরা সবাই ধনতন্ত্রের শত্রু এবং 'সম্পদ হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি' এই মতবাদের ওরা উৎসাহী সমর্থক। সংক্ষেপে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চৌর্যবৃত্তি, কাব্যিক দৃষ্টিতে ভেরলেনের কবিতার ছত্র। আসলে এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার। চুরি করাতেই কেবল চোরদের আগ্রহ, রাজনীতির প্রতি তারা সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আর এই অনাসক্তি এমনই প্রবলই যে এই ছোকরা জার্মানদের না মিত্র-শক্তির কার ভক্ত তা একেবারেই বুঝে উঠতে পারলাম না। একবার মনে হল, ও একজন অ্যানার্কিস্ট, কিন্তু নির্ঘাৎ এটাও আমার একটা ভুল ধারণা। সে স্রেফ এমন এক ধরনের মানুষ যার কাছে জার্মান, মিত্রশক্তি, কমিউনিস্ট বা এমনি ধরনের যে কেউ আসা-যাওয়া করুক না কেন তার একমাত্র লক্ষ্য হল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা, তা হচ্ছে----চুরি করো, এবং কোনও কাজ করো না।

যখন চুরি করে না তখন চোরেরা কীভাবে সময় কাটায় এটা জানার জন্য আমার মনে একটা আগ্রহ দেখা দেওয়া উচিত ছিল। হয়তো তারা চৌর্যবৃত্তির বিভিন্ন কলাকৌশল শিখে সময় কাটায়, একে অপরকে শেখায়, জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে অপরের কাজকর্ম পরখ করে, অন্য চোরদের লুঠতরাজের কায়দা বিশ্লেষণ করে, পরস্পরকে হিংসে করে....আমরা কবি-শিল্পী এবং লেখকরা যেমন করে থাকি তাই আর কি। জনসাধারণের উন্নতির কথা বলে আমরা মহা আনন্দে একে অপরের সমালোচনা করা ছাড়া আর কোনও কাজ করি না। অবশেষে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, চোরটা তার মন স্থির করল। আর একটা চোর, সে হচ্ছে চোরের উপর বাটপার, আমরা যখন দর-কষাকষি করছিলাম, সে একবার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল এবং আমি সে সাইকেলখানা দর করছিলাম সে-ও সেখানা চায় বলল। যখনই সে দেখে কোনও নতুন খরিদ্দার এগিয়ে আসছে তখন-ই কান পেতে সে তাদের কথা শোনে, এবং যখনই মনে করে লেনদেনের ব্যাপারটা এবার স্থির হয়ে গেছে, তখনই সে নিজে সাইকেলখানা কেনার প্রস্তাব দেয়----

ঃ কত দাম চাইছ? আঠারো? তুমি একটা আস্ত পাগল! কাল একখানা বিয়াঞ্চি,

BanglaBook.org

একেবারে সেরা একখানা সুপার বিয়াঞ্চি সাইকেল পনের হাজারে বিকোল! আর একখানা ক্রোমের তৈরি সাইকেলের জন্য তুমি চাইছ পনের হাজার? আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য তিন হাজার? তোমার সাইকেলের সব সেরা জিনিস হচ্ছে যন্ত্রপাতির জন্য তিন হাজার? তোমার সাইকেলের সব সেরা জিনিস হচ্ছে এর ক্রোমের কাজটুকু, যা শুকনো জায়গায় অতি যত্নে না-রাখলে এবং রোজ পালিশ না-করলে বজায় থাকবে না এবং তুমি বলছ এ পনের হাজারের যোগ্য?

বেশ, তবে এর জন্য তের হাজার দেওয়ার মতন একটা কুকুরও তুমি খুঁজে বার করতে পারবে না!

এসব দেখে বুঝলাম যে, এমন কি একটা কুকুর (এবং সে নিজেও) এই সাইকেলখানার জন্য তের হাজার লিরা দেবে। তাকে বেশ আগ্রহান্বিত মনে হল, তার অর্থ, সাইকেলখানা অন্তত ষোল হাজার লিরা দাম হওয়ার যোগ্য। ছোকরা আমাকে ডাকল, আমরা একপাশে সরে গেলাম। সে আমার কাছ থেকে পনের হাজার লিরা নিতে রাজি হল। এরপর আমার সাইকেলখানা চালিয়ে প্রাতিতে আমার বাসা পর্যন্ত ওকে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আর আমার কোন উপায় রইল না, কেননা এত দূর পথ আমার একার পক্ষে দু'খানা সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ভারা ওসলাভিয়ার সাতাশ নম্বর গেটে হাজির হয়ে আমি থামলাম। আসলে আমি থাকি সাঁইত্রিশ নম্বরে, কিন্তু ভেবে দেখলাম ওকে আমার ঠিকানা না জানানো-ই নিরাপদ। ওকে পনের হাজার লিরা দিয়ে দিলাম। ও চলে গেল। সাইকেলখানাকে আট তলার স্টুডিয়ো-তে রেখে চাবি লাগিয়ে দিলাম। তারপরও আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে আমার উচিত সাইকেল-চোরটাকে খুঁজে বার করা, আন মনে একটা ক্ষীণ আশাও জাগতে লাগল যে, সেটা আমি পারব। কাজে-কাজেই দূরত্বের দিকে নজর না-দিয়ে আমি আবার পোর্ত পোরতিজে ফিরে গেলাম। এখন সবে বেলা সাড়ে-দশটা, কিন্তু এর মধ্যেই এমন ভিড় জমেছে যে রাস্তায় হাঁটা চলা একেবারে অসম্ভব।

বহু কষ্টে ভিড় ঠেলে হাঁটছিলাম। খরিদ্দারের মধ্যে জনা-কয়েক ভদ্রগোছের লোক দেখতে পেলাম, যদিও তাদের সংখ্যা মুরগীর দাঁতের মতই বিরল। চেনা খুব সহজ, কিন্তু অকপট প্রশ্ন করার ভঙ্গিই তাদের চিনিয়ে দেয়। ওদের মধ্যে একজন তামাক খুঁজছিল। ভদ্রলোক এক ফেরিওয়ালার দেখা পেল, লোকটা তাকে শুকনো বিট পাতার মতন একটা জিনিসের মোড়ক দিল। রান্নার বই পড়লে জানা যায় যে, বিট পাতাকে তামাকের মতন দেখতে বানানো যায়।

ভদ্রলোক শুধাল এটা তামাক তো?

চোরটা বুঝতে পেরেছিল যে, হয় সে কোনও সৎ-লোকের সঙ্গে অথবা কোনও নির্বোধের সঙ্গে লেনদেন করেছে তাই মুখের ভাব যারপর নাই সরল করে তুলল। ভদ্রলোক এমনি নির্বোধ যে এক ভবঘুরের কাছে জিজ্ঞাসা করল এটা

BanglaBook.org

সত্যি তামাক কি-না। এবং তার এই অজ্ঞতার সুযোগ নিল চোরটা, তাকে বলল এর এক কিলোর দাম পড়বে সাড়ে সাত শ' লিরা, যদিও আগে সে পাঁচ শ' লিরা দাম চেয়েছিল। অবশেষে দাম দাঁড়াল এক শ' গ্রাম সত্তর লিরা। এমনকি কালো বাজারেও দেখেছি, একশ' গ্রামের চেয়েও বেশি এক মোড়ক আমেরিকান তামাকের দাম পঞ্চাশ লিরা! তাই আমার মনে হল চোরাবাজারে যা-তা দামে চোরাই মাল কিনে নির্বোধ লোকগুলোই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নজরে পড়ল, পাঁচ শ' বর্গমিটার জায়গায় কম করে জনা-পঞ্চাশের জুয়াড়ি তেপায়ার উপর টেবিল বিছিয়ে তাস আর জুয়ার ছক নিয়ে বসেছে। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু কোথাও আমার সাইকেল অথবা সাইকেল-চোরকে দেখতে পেলাম না। মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই ওরা আমার সাইকেলখানা টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে....তাই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চাকা আর পেডালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু সবই বৃথা।

আমি যখন এ-কাজে ব্যস্ত তখন নজরে পড়ল একটা চোর ছাই-রঙের একখানা সাইকেলের যন্ত্রপাতি সব খুলে ফেলেছে। চেঁছে তুলে ফেলছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, প্রস্তুতকারকের নাম আর ফ্রেমের উপর পার্থক্য বোঝাবার বিভিন্ন-রঙের ডোরাকাটা দাগগুলো। কোনও খরিদ্দার তাকে বিরক্ত করছে না।

ঠিক তখুনি মাথায় লাল জিরেনিয়াম ফুল গোঁজা টুপি-পরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জনাকয়েক সামরিক পুলিশ আমাদের দেশীও দু'জন পুলিশকে সঙ্গে করে সামরিক বাহিনীর একখানা ছোট ট্রাকে চড়ে এখানে এসে হাজির হল। মসৃণভাবে কামানো হাসিভরা তাদের মুখমণ্ডল, শক্তিধর সুগঠিত দেহ। দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তারা নিজেদের কাজেই এখানে এসেছে। ঘটনা হচ্ছে যে ওরা একজন হতভাগ্য লোককে পাকড়াও করেছে, সে এক-জোড়া আমেরিকান আর্মি বুট বেচবার চেষ্টা করছিল....মিত্রশক্তির কোনও সৈনিকের কাছ থেকে জুতো-জোড়া হয়ত হাতসাফাই করা অথবা কোনও নিগ্রো কিংবা সেনেগালের সৈনিক ওই চোরাই মাল-বেচা লোকটার বউ বা মেয়েকে দিয়েছিল ওটা সৈনিকরা লোকটাকে ট্রাকে তুলল সুখে-দুঃখে একেবারে উদাসীন এবং সত্যিকারের দার্শনিক এই সব চোর এ-ঘটনার সামান্যই মন্তব্য করল। তারা শুধু সংক্ষেপে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল—

ঃ কী হয়েছে?

ঃ ও এক-জোড়া আমেরিকান জুতো বেচছিল।

ধীর-গতি মোটরের পথে জনতার সরে যাওয়ার ফাঁকটুকু বুজে গেল সঙ্গে সঙ্গে....প্রত্যেককেই আবার শান্ত মনে নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল। যদিও জেলে তাদের জীবন শেষ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, কিন্তু এই ঝুঁকি তো এখুনি আসছে না। আসলে, কাল একজন পুলিশ আমাকে বলছিল যে, একদিন মিত্রশক্তির সৈনিকরা পোর্তা পোরতিজে এসে জনাকয়েক চোরকে গ্রেপ্তার করেছিল।

BanglaBook.org

তার জন্য কোনওরকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়নি, লোকজন নীরবে দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এমন হাসবার সুযোগ হারিয়ে দারুণ দুঃখিত হলাম আমি। নিজের মনে দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম----। প্রত্যেকটা ফেরিওয়ালা নিমেষের মধ্যে তাদের মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে সড়াৎ করে সাইকেলে উঠে মাঠের দিকে কিংবা পিছনকার গলিতে চোঁ-চাঁ পালাচ্ছে! মনে-মনে হিসেব কষে দেখলাম যে, হাজার-পাঁচেক চোরকে ধরতে অন্তত পঁচিশ হাজার লড়াকু-জওয়ানের প্রয়োজন হবে। এবং তারপর কী? সেই পাঁচ হাজার চোরকে রাখা হবে কোথায়? এখনই তো গারদ-ঘর ভর্তি। আমার অভিমতে, সাপ্তাহিক পুলিশী হানায় এক-একেবারে জনাকয়েক চোরকে পাকড়াও করা উচিত। তাদের গ্রেপ্তার করে কোনও দ্বীপে কঠোর শ্রমের কাজে নিয়োগ করা প্রয়োজন, তাদের কাজকর্মে শিক্ষা দেওয়া দরকার যদি তাতে কোনও কাজ কাজ হয়। অথবা অন্য কয়েদীদের সঙ্গে কোনও নির্জন দ্বীপে তাদের নির্বাসন দেওয়াই বরং ভাল....তখন একটা চোর আর-একটা চোরের মাল চুরি করবে, তারা বুঝতে পারবে যে যার জিনিস চুরি যায় তার কাছে ব্যাপারটা কত অসুবিধাজনক আর বিরক্তিকর। খাদ্য অথবা পোশাক ছাড়াই তাদের দ্বীপভূমিতে নির্বাসিত করতে হবে। বোধহয় তখনই তারা কাজ করতে শুরু করবে, অবশ্য ওদের বেলায় কাজ করা মানেই তো চুরি করা....সাগর থেকে তারা মাছ চুরি করবে এবং মাটি থেকে গাছপালা আর শিকড়-বাকড়। আচ্ছা আদম আর ঈভ কী করেছিল? আদমের যুগে নিশ্চয় ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কারও অস্তিত্ব ছিল না....যেমন ছিল না অর্থ কিংবা এক শ' লিরার নোট। যেখানে দেখতে পেয়েছ সেখান থেকেই ফল এনে আদম ঈভের হাতে তুলে দিয়েছে। আদম চুরি করত, কিন্তু তার সে কাজ তো আসলে চুরি ছিল না। যেহেতু সব জিনিসই ছিল তার, তাই এই অপরাধের জন্য সে দোষী নয়। প্রতিটি বস্তুই তো প্রথম আগন্তুকেরই দখলে থাকে সুমিষ্ট পীচ, পাকা ন্যাশপাতি, বাদাম, মধুর ডুমুর, সুবাসিত আঙুর। কিন্তু একেবারে হালে লেখা একটা রচনা পত্রিকার পরের সংখ্যায় ছাপানোর জন্য আদমকে তখন সাইকেলে চড়ে কোনও সংবাদপত্রের দপ্তরে যেতে হত না। এসব ছাড়াই দিব্যি আদমের জীবন চলছিল; কিন্তু পরে যা কিছু নজরে পড়ত তারই দিকে সে হাত বাড়াতে লাগল। ঈভের জন্য চুরি করতে সে শুরু করেছিল, এবং তাকে নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক এবং অত্যন্ত সুন্দর জীব দেখে ঈশ্বর তাকে যে সুখ দিয়েছিলেন, শেষে সেই সুখ চুরি যাওয়ায় তার জীবনের অন্তিম-দশা ঘনিয়ে এল।

কোথায় আমার সাইকেলখানা খুঁজে পাব তার কোনও চিহ্ন, কোনও সূত্র, কোনও হদিশ না-পেয়েও আমি খুব একটা হতাশ হয়ে পড়িনি। কিন্তু আমি তার ধারে-কাছে পৌঁছেছি। কাজেই অন্য উপায়ে নিজেকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টায় আমি পোর্তা পোরতিজে ঘুরতে লাগলাম এবং পাশাপাশি অবস্থিত দুটো বদখৎ চেহারার দোকানের সামনে হাজির হলাম। দোকান দুটো যেন দুটো গুহা। একটার

BanglaBook.org

মাথায় জ্বল্‌জ্বলে অক্ষরে লেখা সাইকেলের যন্ত্রপাতি সারাই ও ধোলাই হয়, তার মানে চোরদের সাহায্য করা হয়। ভিতরে চার-পাঁচ জন সন্দেহজনক চেহারার ছোকরা সাইকেলের যন্ত্রপাতি খুলে আবার জুড়তে ব্যস্ত। এটা খরিদ্দারকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাকে দোকানে ঢুকতে দেখেও ছোকরারা একটুও বিরক্ত হল না....তারা যেন আমাকে দেখেই নি এমন একটা ভান করল, আর আমার সম্ভাষণের কোনও জবাব-ই দিল না! এক নজরে আমাকে দেখেই ওরা বুঝতে পারল যে আমি খোঁজ করে দেখতে এসেছি....যাদের সাইকেল ছিনতাই হয় তারা এখানে খুঁজতে আসে নিয়মমাফিক।

এদের এই প্রশান্তি ও অবহেলা সহ্য করেই আমি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। একটা লোক নতুন একখানা সাইকেলের ফ্রেমে লাল রঙ করছিল, ওটার আসল রঙ ছিল নিকেল। আর একজন আরও কৌশলের কাজে নিযুক্ত ছিল.... সে সাইকেলখানার ফ্রেমের একটা তোবড়ানো জায়গা মেরামত করছিল। তেবড়ানোটা ঠিক করার জন্য হাতুড়ি চালাচ্ছে....তারপর উকো ঘষবে। নিপুণ হাতে হাতুড়ির ঘা মেরে সে পাম্পার আট্‌কাবার আঙ্‌টাটা তুলে ফেলল এবং উকো ঘষে সব দাগ উঠিয়ে দিল। আট্‌কাবার কোনও চিহ্নই আর রইল না। তৃতীয় লোকটা একখানা সাইকেলের মাডগার্ড দু'টো খুলে ফেলে একেবারে ভিন্ন ধরনের এক জোড়া মাডগার্ড লাগাচ্ছিল। দোকানের পিছনে চতুর্থ কারিগরটি আগুনের শিখার উপর ধরে তাতিয়ে একটা হ্যান্ডেল বাঁকাচ্ছিল। এটা পুরনো হ্যান্ডেল, এমন বাঁকা যেন দাগা ষাঁড়ের শিঙ। কিন্তু এগুলোই সব নয়। এই লোকগুলো যে কত চতুর সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। এরা ভিতরের টিউবটার পর্যন্ত রূপ বদল করে দেয়....পুরনো তাপ্পি তুলে ভিন্ন আকারের ভিন্ন রঙের তাপ্পি লাগায়। ডায়নামো আর বাতি আলাদা করে এক মেকারের ডায়নামোর সঙ্গে আর-এক মেকারের বাতি জোড়ে....এমন সব কাজ। উকো ঘষে ক্রমিক সংখ্যাটা তুলে ফেলে বা নিজেদের তৈরি কোম্পানীর নাম আটকে দেয়। টায়ারগুলোর রূপ বদলানোই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ....কিন্তু সে কাজটাও কীভাবে করতে হবে তা ওরা জানে, কেননা পুরনো টায়ার ওদের দোকানে জমানো আছে, কতকগুলো বছর-দশেকের পুরনো, হালফিল খোলা টায়ারগুলো গুদামে রেখে পুরনোগুলো ব্যবহার করে, সাইকেলে জোড়ে। আর প্যাডেলগুলো কিছুটা ধাতু আর কিছুটা রবার দিয়ে তৈরি....ওগুলোর রূপ বদলানো খুবই সহজ কাজ। যেগুলোর ধার লোহার সেগুলো উকো ঘষে আর বোশ দাঁত বাড়িয়ে একেবারে বদলে দেয়। সব শেষে যে-সাইকেলে নতুন রঙ চড়িয়ে, প্যাডেল এবং হ্যান্ডেল বদলে দিয়েছে চেষ্টা করে দেখ সেখানা তোমার বলে চিনতে পার কি-না। ভায়া দেল্লা বাতিয়েল্লাতে আমি নিজের চোখে আরও এ ধরনের চোখে ধূলো দেওয়ার কাজ করতে দেখেছি। ওখানে এক দোকানদার একেবার আমার উপর ক্ষেপে গিয়ে আমাকে প্রায় মারতে উঠেছিল। তাকে

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে দোকানে ঢুকে দুটো কথা আমি বলতে পারি কি না। বলেছিলাম, আমার সাইকেলখানা ছিনতাই হয়েছে তাই আমি তার কাছে এসেছি, ছিনতাইকারী যাতে ধরা পড়ে সেজন্যে আরও অনেক দোকানদারের কাছে গিয়ে রেজিস্ট্রী নম্বরও দিয়েছি। সাইকেলখানা যদি তার হাতে পড়ে তবে দু'টো পথ আছে...হয় সে সৎ দোকানী হিসাবে সাইকেলখানা আলাদা সরিয়ে রাখবে আর যদি অসৎ হয় তবে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তার চেহারা বদলে দেবে।

—আমরা কি সব বোকা? জবাব দিয়েছিল সে—ঠিক আছে। ভিতরে আসতে পারেন, সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আপনার সাইকেলখানা বাইরে রেখে আসুন। আমার ঘরখানা সরু, সাইকেল নিয়ে ঢুকলে আমার অসুবিধে হবে।

ইতিমধ্যে দোকানের বাইরে জনাকয়েক সন্দেহজনক বেকার উপস্থিতি বেশ ধন্ধে ফেলল আমাকে। কী করব আমি? দোকানদার সাইকেল নিয়ে দোকানে ঢুকতে দেবে না, কাছের একটা হোটেল-মালিকের কাছে গিয়ে আমার সাইকেলখানা মিনিট-দশেকের জন্য তার কাছে রাখতে চাইলাম, সে অস্বীকার করল। শেষে এক ধোপানীর কাছে সাইকেলখানা রাখলাম। মেয়েরা মনে হয় বেশি সৎ অথবা আমার বলা উচিত যে, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কম অসৎ। দোকানীর কাছে যখন ফিরে এলাম তখন সে আমার উপর ফেটে পড়ল----

ঃ আমাকে কী বলতে চাইছেন আপনি, সে ভয়ংকর কণ্ঠে বলল—চোরেদের সঙ্গে আমার যোগসাজস আছে? মনে হচ্ছে আপনি-ই তো একটা চোর! আপনাকে তো আমি চিনি না। আপনার পরিচয়পত্র দেখান। দেখি আপনার কার্ড।

ভদ্রতা করে তাকে সব দেখালাম। যা-হোক, এসব দেখেও কিন্তু তার মন শান্ত হল না। ঠিক তখুনি একজন পুলিসের উপর আমার নজর পড়ল এবং তার কাছে সাহায্য চাইবার মত বোকামি করে বসলাম। সে ওজর দেখাল যে, সে এখন ডিউটিতেই নেই; হঠাৎই এদিকে এসে পড়েছে মাত্র। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে সে আমাকে সাহায্য করতে চায় না এবং সেজন্যই আমি আমি আমার সাইকেল খুঁজে পাব না। বিশাল কালো বুটজুতো পায়ে, কালো সাটিনের উর্দি পরনে, উজ্জ্বল লাল অথবা গোলাপী বাহুবন্ধন, এবং শান্ত-শিষ্ট নাগরিকদের সমর্থনে এই পুলিশপুঙ্গবরা হচ্ছে সরকারি অর্থ-দপ্তরের কাছে নেহাৎ একটা বোঝা আর এরা নিজেদের কর্তব্যটুকু ছাড়া আর সব কিছুই করতে ভীষণ আগ্রহী। এই দুঃসময়ে একজন পুলিশের অহরহ চিন্তা কী করে সে যথেষ্ট ভুরিভোজন করবে, কেননা দুঃখের কথা এই যে; জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ-দমনের কাজে যে পুলিশ দায়বদ্ধ, আমাদের সরকার কোনওদিনই তাদের যথেষ্ট মাইনে দেয় না। ইতিমধ্যে সাইকেলের দোকানদার ইচ্ছাকৃত এবং নির্বোধ নিজেরও অপমানের পর দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে দোকান ছেড়ে চলে যেতে বলল।

প্রথমে তাকে শান্ত হতে, যুক্তি মানতে অনুরোধ করলাম। তারপর, আমার মেজাজ

BanglaBook.org

গরম হয়ে উঠল, তবে তার মতন কুৎসিৎ গালাগাল দেওয়ার পর্যায়ে নামতে পারলাম না। তাকে বললাম---

ঃ কিন্তু তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে কেন? তোমার তো আমি কোনও ক্ষতি করিনি। আমারই তো ছিনতাই হয়েছে, তোমার তো হয়নি! তোমার মত সৎ লোক আমাকে চোর ধরতে সাহায্য করতে পারে, আমাকে তোমার সাহায্য করা উচিত কিনা।

আরও ক্ষেপে গেল সে কী বলতে চাও তুমি? উচ্ছন্নে যাও! তুমি কি বলতে চাইছ আমি সৎ নই? তোমাকে দেখিয়ে দেব....

বাছা-বাছা গালাগাল তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

থাম, শান্ত হও এবার।

অবশেষে ওকে শান্ত করার জন্য আমি জনাকয়েক পথচারীর সাহায্য চাইলাম। বোধহয় ও আমাকে মারত, নিশ্চিত আমি ওর ঘুষি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলাম অথবা যা আমার পক্ষে আরও মারাত্মক তা হচ্ছে আমি নিজেই হয়ত ও-কে ঘা-কতক কষিয়ে দিতাম।

লোকটা সেই ধরনের মানুষ, যে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না। রোমানরা সব সময় নিজেদের নির্ভুল দেখাতে চায়, বিশেষ করে যখন তারা বুঝতে পারে যে, তারা নিজেরাই ভুল করেছে বা করেছে। এরা গুন্ডার দল, তবে এরা নেপল্‌সের গুন্ডাদের থেকে আলাদা, এরা জুয়াচোর, একই সঙ্গে বিষণ্ণ ও হাস্যমুখর। ওরা কিন্তু কোনওরকম অভিনয় করে না....টাইবার নদীর বুকে গ্রাম্য ঝড়ের মতন ওরা কেবল অদৃশ্য হয়ে

ধোপানি বুড়ির কাছ থেকে আমার সাইকেল নিয়ে আমি পোর্ত পোরতিজে ফিরে এলাম বেলা দুপুর। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগলাম। শ' পাঁচেক চেয়ারে সাইকেলের মধ্যে ঠিক আমার সাইকেলটার মত দেখতে অনেকগুলো সাইকেল ছিল। সেগুলোর ফ্রেম এ্যালুমিনিয়ামের। যতটা ভালভাবে পারা যায় আমি সেগুলো পরখ করতে লাগলাম....দেখছিলাম, একখানার পর একখানা....কিন্তু এগুলোর মধ্যে আমার সাইকেলটা নেই। নাকের ওপর দিয়ে যখন সাইকেলটা ছিনতাই হয়েছিল সে সময়কার কথা ভাবছিলাম। ভিয়া দেই বাউলাদি ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পিয়াজেত্তির লোকজনদের কথা ভাবতে লাগলাম। কারা ছিল ওরা? গাড়োয়ান, কুলি? ইতালিতে এক স্বেচ্ছাচারীর পর আর-এক স্বেচ্ছাচারী এসেছে, আর এই কুলিরা ধনী হয়ে উঠছে। ওরা প্রত্যেকে সব সময় দেখায় যেন ন্যায্য কাজ করছে....কিন্তু আসলে অন্যায় করছে। কেননা প্রতিটি ছোট স্যুটকেশ স্টেশনের ভিতর থেকে বাইরে বয়ে আনতে কুলিরা মজুরি নিচ্ছে পাঁচশ' লিরা এবং তাও

BanglaBook.org

একটা-একটা করে স্যুটকেস তারা হাতে বয়ে আনে না, আনে রবারের চাকা-লাগানো ঠেলাগাড়িতে, ওগুলোতে একসঙ্গে গাদা করে চাপিয়ে। ভয় হল আমার সাইকেলখানাও হয়তও খতম হয়ে গেছে, ফ্রেমখানা পড়ে আছে পোর্ত পোরতিজ অথবা দেলমন্তে পার্কের চোরাই বাজারে, এবং চাকা দু'টো....আহা, সেই সুন্দর চাকা দু'টো....মিনি-স্টেশনের কোনও বুড়ো সরবতওয়ালা হয়ত তার ঠেলা গাড়িতে অথবা কোনও কুলির দল তাদের ঠেলায় হয়ত ওই চাকা দু'টোকে লাগিয়ে নিয়েছে।

চার-পাঁচখানা ঠেলা টানছে হাড়-জিরজিরে ঘোড়াগুলো....এককালে বড় খাসা জীব ছিল ওগুলো, বাদোগলিওর পালাবার সময় তরদি কুইনতোর রঙ্গশালা থেকে ওগুলো চুরি করা অথবা খুব সম্ভব কোনও গোলন্দাজ বাহিনীর সেনানিবাস থেকে হাতানো। ভিয়া দেই বাল্লুরির কাছে পিয়াৎজুত্তা দেল তিরাত্রো দি পম্পিও-তে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ওগুলো বাঁধা থাকে। প্রত্যেক ঠেলায় রয়েছে তিন থেকে চার জন কুলি, ওরা কেউ-কেউ বুড়ো....সবাই বেশ খুশিমনে বিড়ি টানছে। ওদের একজনকে ঠিক আমার সাইকেল-চোরটার মতন দেখতে। তার মুখখানা আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি! মনে পড়ছে, জুতোর কালি-বিক্রেতাকে আমি বলেছিলাম—

ঃ সাইকেলে আমি তালা দিয়ে আসছি!

কিন্তু সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি যখন সাইকেলটার দিকে এগিয়ে গেলাম, তখনি চোরটা মাপা লাফে সাইকেলে চড়ল এবং পালিয়ে গেল, ওরই তিন-চার-জন সাইকেল-আরোহী স্যাঙাৎ তার পালাবার পথ পরিষ্কার করে দিল। আর ওরই জনা-দুই পথচারী স্যাঙাৎ আমাকে বাধা দিয়ে জানাল যে, গোলমাল করার দরকার নেই, যারা সাইকেলে চড়ে চোরটাকে ধাওয়া করেছে তারা ওকে সাহায্য করতে যায়নি, ধরতে গেছে। ওখানে যে-সব ঠেলাগাড়ির গাড়োয়ান ছিল তারাও কেউ নড়ে বসল না। চোরটা নির্ঘাৎ ওদের কোনও ছোকরা সঙ্গী অথবা ওই কুলিদের কারও ছেলে।

একেবারে কাছেই বেঁটে, বাঁশির মত নাক এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিল তাকে ঠিক ওই চোর ছোকরাটার মতন দেখতে....বাপকে যেমন ছেলের মতন দেখতে হয় তেমনি আর কি! মনে-মনে আওড়ালাম—ওই নিশ্চয় সেই লোক। এই আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল....অন্যেরা উদাসীনতার ভান করেছিল....চোর এবং তার স্যাঙাৎদের ধরবার জন্য চেষ্টা করার পর ওই লোকটাই আমাকে শুধিয়েছিল, চোর ধরা পড়ল কি ধরা পড়ল না এবং কোন্ দিকে সে অদৃশ্য হল।

যদি কোনও লোকের চোখ-দুটোর কোনও অর্থ থাকে এবং সে অর্থ পড়া যায়, আমি লোকজন সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে অকপটে বলব যে, বাপের চোখ দেখে বুঝতে পারছি ওর ছেলেই আমার সাইকেলখানা ছিনতাই

BanglaBook.org

করেছে। এ ব্যাপারে সে নিজেকে উদাসীন দেখাতে চাইছে, কিন্তু তা সে পারছে না। অপরাধীর মতন তার দৃষ্টি অবনত। নিজের ঠেলাগাড়ির সে ঠেস দিয়ে রয়েছে, হাত দু'খানা দু'পাশে, এক হাতের উপর চিবুকের ভর, তার স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা সফল হচ্ছে না। যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখনই এসব কথা আমার মনে হচ্ছিল....লোকটা যেন সেতুটার মুখে দাঁড়িয়ে পোর্ত পোরতিজ যারা আসছে-যাচ্ছে তাদের উপর নজর রাখছে। এখন বেলা দেড়টা। আমি ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি। কিন্তু আরও আধঘণ্টার জন্যে খাওয়ার কথা আমাকে ভুলে থাকবার ভীষণ চেষ্টা করতে হবে এবং পোর্ত পোরতিজ থেকে বেরিয়ে আসার পথে দাঁড়িয়ে আমাকে জনে-জনে প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটা সাইকেলের উপর নজর রাখতে হবে। আমার সাইকেলের কোনও হদিশ পেলাম না এখনও।

কাজেই মনে-মনে ভাবলাম এবার আমায় ভিন্ন পথে চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু পুলিশের সাহায্য ছাড়াও কীভাবে চেষ্টা করব? পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়ে ভায়া দেই বাল্লুরির কুলিদের একে-একে জেরা করা খুবই সহজ কাজ। ওদের একজনকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, চোরকে নিতে পারা গেছে, অন্যজনকে ধমক দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্য, সত্য প্রকাশ করার জন্য মাঝে-মাঝে কড়া ধমকের প্রয়োজন হয় ধমক দেওয়াটা আইনানুগ, কিন্তু মারধোর করাটা বোধহয় নয়। আসল কথা হচ্ছে কীভাবে কাজ করতে হবে সেটা জানা আর যারা ভুল জবানবন্দী দিয়েছে, অথবা যারা ওদের সঙ্গে রয়েছে কিন্তু কোনও কথা বলছে না তাদের বিভ্রান্ত করা। এই যে কুলিরা, ওদের দলের সকলেই হচ্ছে দারুণ ঝগড়াটে। ওদের একতার বাঁধন বেশ শক্ত, কিন্তু একটু উপহাস, বাঁকা জবাব তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আমার পুলিশ হওয়ার কী দারুণ ইচ্ছা হচ্ছে! একটি মাত্র ঘটনা উপলক্ষে চার জন সাক্ষীর পরস্পর বিরোধী সামান্য জবানবন্দীর সত্যের উপর খানিকটা আলোকপাত করেছে। এক্ষেত্রে, কী করে আমি জানাতে পারলাম যে ওই কুলিটা সাইকেল চোরটার বাবা? যদি তাই হয়, তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, তার ক'টি ছেলে-মেয়ে? তাহলে পরখ করা সহজ হবে তার বছর-কুড়ি বয়সের যে-ছেলেটি আমার সাইকেলটা চুরি করেছে তাকে সে তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধরেছে কি ধরেনি। তার ছেলেকে তখন ডেকে পাঠানো হবে—আহ্, একবারে নিখুঁত একটা চাল। তাছাড়া, চোরটার মাথায় কদম-ছাঁদ চুল....আর তার চেহারা দেখেই বোঝা যাবে যে সে সদ্য জেলখানা থেকে বেরিয়েছে। কেননা ওখানে কয়েদীদের মাথায় চুল ওভাবেই ছাঁটা হয়, নতুবা কোনও অপেশাদার নাপিতের কাছে সে চুল ছেঁটেছে। আজকাল চুল-ছাঁটার খরচে তো রীতিমতো চারটে মুরগি কেনা যায়, কেনা যায় তিন-চার কিলো গোমাংস। ওই চোরটার মুখের ব্যাপারে, আমি যদিও কখনো ব্যক্তি-নিরিখে বিশ্বাসী নই....তবু, সে আমার সাইকেলখানা ছিনতাই করার আগে এবং যখন সে আমার সাইকেলের হ্যান্ডেলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন কেন বলে উঠেছিলাম, ওই মুখখানা আমার

BanglaBook.org

ভাল লাগছে না? ওটা বিশেষভাবেই একটা চোরের মুখ....থলথলে, চ্যাপ্টা.... চোরের মতে তৈলাক্ত নাক আর সরীসৃপের মতো ছুঁচলো দুটো চোখ।

দ্বিতীয় দিনে আমার অনুসন্ধান এবং এ-বিষয়ে আমি যা লিখেছি তা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে দেখলাম যে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি যা বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার এবং আগ্রহের সৃষ্টি করবে পোর্তা পোরতিজের এইসব বাটপার, ছিনতাইবাজ এবং চোরদের মধ্যে আমি একজন স্কুল শিক্ষককে দেখেছি। সমাজে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছে এমন লোকজনের মধ্যেই তাকে ধরতে হবে। লোকটার মুখে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তার শেষ নিয়োগকর্তার দপ্তর থেকে হাতানো কলমের নিব, কলম, রাবার, নোটবই, আরও কিছু মনোহারি জিনিস ইত্যাদি সব চোরাই মাল বিক্রি করছে সে। এই রাস্তার মোড়ে এখন তাকে দেখে সহজেই বলে দেওয়া যায় যে এক সময় সে কী ছিল....ফ্যাসিস্ত-তন্ত্রের নীচু স্তরের কর্মী। সে বিভ্রান্ত কোনও দর্শক ছিল না কিংবা কোনও শহীদ। কেননা তা যদি সে হতো তাহলে তার মধ্যে অন্তত চুরির প্রবণতা দেখা দিত না। সে ছিল নিছক গুজব-প্রিয় আর বাচাল। সে ছিল এমন একজন, যার কাছে কর্তারা টেলিফোনে হুকুম দিত ফ্যাসিস্ত পার্টির তৈরি-করা বক্তৃতা পড়ার জন্য। ঈশ্বর জানেন সে যে ফ্যাসিস্তদের একটা ছোট কাগজে প্রবন্ধ লিখত এবং প্রবন্ধের বোনা জালে কোনও দিন যাতে ধরা না-পড়ে সে ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল। এসব যারা লেখে, তাদের জীবন দুঃখে ভরে যায়। কেননা বক্তৃতার কথা হারিয়ে যায়, কিন্তু লেখা-কথা কখনও হারায় না, অবিকল থাকে। যাবতীয় বীরপুঙ্গব এবং প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক মতবাদের রাজনৈতিক অভিযাত্রীদের কাছে আমার উপদেশ যত ইচ্ছে কথা বলুন, অসম্মান করার জন্য, ভয় দেখানোর জন্য, ধমকানোর জন্য, অথবা যে কোনও কথা বলায় আপত্তি নেই, কিন্তু খবরদার কোনও কিছু কখ্খনো লিখে যাবেন না। দশ-বিশজন বিরুদ্ধবাদী লোক এই ফ্যাসিস্ট চরের সম্বন্ধে হয়ত এলোমেলো খবর দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এখন দেখুন পোর্তা পোরতিজের বন্ধ্যা মাটিতে কম্বল বিছিয়ে, আরও পাঁচটা চোরের মতে সে বসে পড়েছে। হতভাগা শয়তান এখন দু'তিনটে নিরীহ জীবকে প্রতিপালন করার জন্য চোরাই মাল বেচছে।

BanglaBook.org

অনুসন্ধানের তৃতীয় দিনে ভোর হওয়ার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। আগের দিনেই ঠিক করে রেখেছি নতুন পথে সন্ধান চালাব....এবং

যেহেতু লোকের মুখে শুনেছি যে, পিয়াংজা দেল তিয়েত্রো দি পম্পিও-র কাছে ভায়া দেই বাউলারিতে ঠেলাগাড়িগুলো ঠিক ছ'টার সময় হাজির হয় তাই ছ'টার আগেই সেখানে পৌঁছনোর জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা, সেদিন যখন আমার সাইকেলটা চুরি যায় তখন যে-সব গাড়োয়ান সেখানে হাজির ছিল এবং আমার 'চোর-চোর' এই চিৎকার যারা শুনেছিল, তারা নির্ঘাৎ চোরটা যখন পালাচ্ছিল তখন তাকে দেখেছে এবং দেখেছে তার স্যাঙাৎদেরও, যারা তার পিছনে ছোটার ভান করছিল। চোরটা যদি পরিচিত কেউ হয়, তাহলে নিশ্চয় তারা তাকে চিনতেও পেরেছে এবং তারা সেক্ষেত্রে আমাকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিতে পারবে।

অন্যদিকে আমার সন্দেহ যে বছর-কুড়ি বয়সের চোরটা যদি ঠেলাগাড়ির গাড়োয়ান না-ও হয় তবু হয়ত সময়ে-অসময়ের ওদের সাহায্য করে থাকে। আগের দিন এক ভাঁটিখানার মালিক ঐ গাড়োয়ানদের সততা সম্বন্ধে ভাল-ভাল সব কথা বলছিল। ওদের বেশির ভাগই হচ্ছে জুয়াচোর, ভায়া দেল্লা স্কালা, ভায়া দেল মাত্তোনাতো এবং ভিকালো দেল পিডির মধ্যেই ওরা অধিকাংশ বসবাস করে।

সকাল ছ'টার মধ্যে আমি ভিয়া দেই বাউলারিতে পৌঁছে গেলাম....কিন্তু গাড়োয়ানরা তখনও রয়েছে তাদের ঝুপড়িতে। ভাবলাম, সাইকেলে চেপে একবার ভিয়া দেল্লা স্কালার দিকে যাব, জায়গাটা টাইবার নদীর অপর পাড়ে পন্তি সিসটোর কাছে, ওর পাশের রাস্তাতেই র‍্যাপোলের ফরনারিনা থাকে। এটা স্পষ্ট যে, বেশ্যালয় এবং দস্যুদের আস্তানা থেকে মেয়েমানুষ জোগাড় করা আর তুলে আনার ব্যাপারে বড় বেশি তরুণ সে। এইসব গলিপথে এখনও কালোবাজার সক্রিয়....সব সময় প্রকাশ্যে কুইন্টাল-কুইন্টাল আলু বিক্রি হচ্ছে....হঠাৎ এক দঙ্গল আলুথালু পোশাকের মেয়েমানুষকে দেখলাম। এবং অন্য জায়গা থেকে আসা গেরস্ত ঘরের বউরা নোংরা দোকানঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি সাধারণত বলে থাকি যে, ভিয়া দেল্লা স্কালা এবং ভিয় বেনিদেও রাস্তা দু'টো স্বর্গ....কিন্তু আসলে আমার বলা উচিত এগুলো নরকের রাস্তা। কাজেই আমি ভিয়া দেল মাত্তো-নাতো চলে এলাম....বদমাইশদের জবর আড্ডা এখানে...এর সাথেই লাগোয়া জনিকুলাম....চওড়া গলি, দুধারে ঠেলাগাড়ির গাড়োয়ানদের ঝুপড়ি। আস্তাবলগুলো ঠেলাগাড়িতে ভর্তি। রাস্তাটা ম' ম' করছে খড়, ঘোড়ার নাদ আর মুতের গন্ধে। একটা গলিতে ঢোকার মুখে খিলানের নিচে এক দঙ্গল ছোকড়া উঠতি মাস্তানরা সাধারণত যেমন করে, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে আর মেয়েদের ফুক্কুড়ি কাটছে। যা'হোক, ঘুঘু কয়েদির মতন তাদের উল্লাসের ধরন শরীরের বিচিত্র বিভঙ্গে স্পষ্ট। মুরগির ছানার মতো তারা পরস্পর পরস্পরকে কথার ঠোক্কর মারছে। অশ্লীল ইঙ্গিত আর ঠাট্টায় মত্ত সব। তাদের ঘরের বউ আর বাচ্চাদের চোখের সামনেই খিলানের নিচে এসব ঘটছে। চোরগুলো আমাকে দেখামাত্র সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারল এবং সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল। অন্যদের

BanglaBook.org

চেয়ে একটু বেশি সাহসী, ওদের ভিতর থেকে এমন একজন আমার দিকে এগিয়ে এল।

ঃ কী বড়দা, এত ভোরে কোথায় চললেন?

যে-কেউ ওদের বিরক্ত করে, অথবা যার সম্বন্ধে ওদের সন্দেহ হয় যে লোকটা গোলমাল পাকাতে এসেছে, কিংবা যাদের ওরা নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করে, তাদেরই ওরা বড়দা বলে ডাকে। জবাব দিলাম দিন-দুয়েক আগে ভিয়া দেই বাউলারি থেকে আমার যে-সাইকেলখানা চুরি হয়েছে সেটার খোঁজ করতে বেড়িয়েছি।

ওদের একজন একগাল হেসে বলল যাঃ শালা....দু'দিন পরেও এখনও সেটা আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন? এখনও সেটা জায়গামতো দেখতে পাননি?

অন্যরা আমার উপর ঝাঁকিয়ে উঠল প্রত্যেককেই এখানে আসে তাদের চুরি-যাওয়া মাল খুঁজতে। আপনারা কী মনে করেন আমাদের? আমরা কি সব চোর?

ঃ এমন কথা বলার স্বপ্ন-ও আমার দেখা উচিত নয়, শান্ত-কণ্ঠে বললাম—যদি তোমরা গরীব শ্রমিক হতে, যারা খুবই সামান্য মজুরি পায়, যা দিয়ে সারা মাস খেটে হপ্তা-দুয়েকের বেশি কেবল রুটি আর তরকারি ছাড়া আর কিছু যাদের জোটে না এবং তাই খেয়ে যাদের বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে তোমরা কী করতে তাই জানাতে এসেছি। যদি তোমরা সাইকেল হারাতে অথবা হাজার-পনের লিরার মতো কোনও দামী বস্তু তোমাদের চুরি হয়ে খেয়ে যেত তাহলে তোমরা কী করতে?

ওদের একজন জবাব দিল অনেক হয়েছে, এখন সরে পড়ুন, চটপট এখান থেকে সরে পড়ুন!

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় দলের আর-একজন মাস্তান এসে হাজির হল। ব্রেজিলের লোকদের মতন চওড়া কানা আর শঙ্কুর মতে মাথাওয়ালা একটা টুপি চড়িয়ে সে বেশ বাবু সেজেছে। সবচেয়ে কমবয়সী হলেও মনে হল সে-ই দলের সর্দার, মনে হয় এক সময় দেশে যে অসংখ্য ফ্যাসিস্ত দল গড়ে উঠেছিল,....ও ছিল তেমনি কোনও দলের সর্দার। আমাকে দেখিয়ে সেই ছোকরা বলল ট্রাসটিভিয়ার হচ্ছে ট্রাস্টিভিয়ার এবং প্রকৃত রোমানরা হচ্ছে ট্রাস্টিভিয়া....সংক্ষেপে যারা মহান ট্রাসটিভিয়ারকে এই চোখে দেখে না তারা সব গাধা।

ওর গায়ে প্রাচীন রোম এবং আধুনিক ফ্যাসিবাদের দুর্গন্ধ। যদি ফ্যাসিবাদ ধ্বংস না হত, তাহলে নির্ঘাৎ ও দলের শ্রেষ্ঠ গুন্ডা হয়ে উঠত।

টাইবার নদীর অপর পাড়ের পাঁচ ছোকরা আমার উপর খাপ্পা হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে এতক্ষণ রীতিমত হাসাহাসির কথা ছেড়ে দিলেও তারা এবার আমাকে শাসাতে শুরু করল। আমার কথার জন্য তারা শাসাচ্ছে না, 'ট্রাস্টিভিয়ারের অভিজাত লোক' ওদের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ওরা বোঝাতে চাইছে যে এ ধরনের হাজার-হাজার রাজনৈতিক ভাষণ অনেক সহ্য করেছে ওরা।

BanglaBook.org

আমি কল্পনা করে নিচ্ছি, আমার মতবাদের ভয়ানক বিরোধীও কিছু থাকবে। তাতে কিছু আসে-যায় না। ট্রাসটিভিয়ারের সব সৎ লোক বাস করে---একথা বলে ওরা যেন নিজেদের মনের ঝাল মেটাতে চাইছে, আর তারই জন্য যত শাসানি! সেরিয়াস এবং সুল্লোর সময় থেকে এই নিচুতলার লোকেরা নিজেদের দুর্নাম সহ্য করতে পারে না। মনের কথা বলতে এই সর্দার গোছের ছোকরারা ভয় পায় না, সম্ভবত সৎ লোক ও চোরের পার্থক্য বুঝতেও এরা অক্ষম। ইতিমধ্যে ছোকড়া আরও মারমুখী হয়ে উঠছে।

সাধারণত প্রথমে তারা অন্য পক্ষের কলার চেপে ধরে তাকে সজোরে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, তারপর ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে। যদি সে অবিচলিত মনে তাদের সম্মুখীন হয় এবং মেজাজ গরম না-করে, তখন শুরু করে চোখ রাঙানি আর অঙ্গভঙ্গি। একবার যদি সে ভয় পায়, ব্যাস, তবে তার রফাদফা। ওরা, এইসব গুন্ডারা....দুর্ভাগা লোকটাকে মারধোর করা, পোশাক-টোশাক ছাড়িয়ে নিয়ে নাঙ্গা করা এবং অবশেষে খতম করার জন্য তাকে ক্রমেই একটা অন্ধ গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ওদের কাছে ট্রাস্‌টিভিয়ারের সৎ ও মহান লোকদের সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম এবং ওদের জানালাম যে আমি একজন চিত্রশিল্পী। এই খবরে ওরা আনন্দিত হল না, তবে কিছুটা শান্ত হল। ইতিমধ্যে ডাইনির মতো দেখতে এক বুড়ি রাস্তামুখী একটা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। বুড়ির বলিরেখাবহুল মুখখানার রঙ পাকা হলদে লঙ্কা কিংবা পাকা স্কোয়াশের মতন। পরলোকে পা বাড়াতে যাচ্ছে বুড়ি, কিন্তু তার দৃষ্টিতে প্রতারণার ইশারা, বয়সের তুলনায় বেশ সতর্ক, চোখ দু'টো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম যে আমার উপস্থিতিই নির্ঘাৎ তার মনের এই ভয়ানক বিস্ময়ের কারণ। বুড়ি কিন্তু কথাবার্তায় যোগ দিল না। একটা বদমাস ছোঁড়াকে বুড়ি একপাশে ডেকে নিয়ে গেল, বেশ কয়েকটা জোরালো অশ্লীল ও অসঙ্গত মন্তব্য করল, এবং মৃদুকণ্ঠে তার কাছে আমি পুলিশের চর কি-না জানতে চাইল সে।

ঃ ওরা এতদূরে আসে না! মনে হল ছোঁড়াটাকে এরকম একটা কথা বলতে শুনলাম।

BanglaBook.org

ট্রাসটিভিয়ারের কথা বলতে-বলতে ছোকড়ারা তখনও নিজেদের মধ্যে বড়াই করছিল। এক ছোকরা তার ব্যাগ থেকে হাজার লিরার একটা নোট টেনে বার করল....অন্য একজন হালফিল চুরি চামারি না-করতে পারার জন্যে শিকারের লাইসেন্সখানা ছাড়া আর কিছুই বার করতে পারল না। একটা মাদুলি দেখানোর মত সে ওটা আমার নাকের সামনে তুলে ধরে নাড়াতে লাগল কিংবা বলা

যায়, বার দশেক জেল খেটেছে, এমন একজন জেল-ঘুঘু যেভাবে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার চিঠি সবাইকে দেখায় প্রায় তেমনি ওর ভাব-ভঙ্গি। অবাক হয়ে ভাবলাম কীভাবে ও শিকারের লাইসেন্সখানা জোগাড় করল। সে-কথা অবশ্য প্রকাশ পেতে বেশি দেরি হল না। মনে হয় নতুন সরকার আগের আমলের বেশ কিছু ভয়ংকর ফ্যাসিস্ত গুন্ডাদেরও তার বাহিনীতে নিয়োগ করছে, কাজেই তারা অতি সহজেই বিচারালয়ে গিয়ে বলতে পারছ যে তারা এই-এই বাহিনীর এই-এই দলের লোক এবং তারা লিখিত সুপারিশ-পত্রও দেখাচ্ছে....এবং জেল-খাটার রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সরকারী সুপারিশপত্র আদায় করে নিচ্ছে তারা।

এবার চোরটা বন্দুক নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে বলল যে, তার কাছে অন্তত দশটা বন্দুক আছে....তারপর দ্রুত কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল যে তার কাছে কেবল একটাই বন্দুক আছে এবং সেটারও বাঁট ভাঙা। তার মানে তার হাতে আছে একটা ভাঙা রাইফেল। বোধহয় সে বন্দুকটা কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছিল উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাই মাসের ঘটনার সময় অথবা বাদগলিওর পালানোর সময় কিংবা জার্মান সেনাদের ফিরে আসার পর বা তাদের পলায়ন পর্বে। প্রথমে সে বলল যে সে একজন ওস্তাদ শিকারি। তারপর তার বাঁট ভাঙা বন্দুকটা সারানো যায় কিনা সেটা জানতে চাইল আমার কাছে। তার মানে কোনও দিন তার কাছে কোনও বন্দুকই ছিল না, সে আদপেই কোনও বন্দুকের মালিক নয়। অবশেষে আমি এইসব দূর্ধর্ষ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেটে পড়ব ভাবছি এমন সময় ওরা মেয়েদের নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। এ নিয়ে নানাবিধ খোশগল্প করে ওরা চাইছিল আমার কাছ থেকে কিছু টাকা-পয়সা বাগাতে....কিন্তু আমি নিজেই তো লেখক, মেয়েদের নিয়ে অনেক লিখেছি, তাদের আমি ভালভাবে জানি....তাই ওদের কথাবার্তা আমার নেহাৎ খেলো ও জলো মনে হচ্ছিল, কাজেই ওসব কানেই তুললাম না।

চোরগুলো আমার আপাদমস্তক ইতিমধ্যে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করে নিয়েছে। জেনে ফেলেছে আমার অভিসন্ধি! জানি, দু'দিন ধরে চায়ের দোকানে বসে তারা আমার সম্বন্ধে নানান আলোচনা করেছে। কেননা ওদের আড্ডাধারীদের মধ্যেও দু'একজন দ্বিতীয় সারির লেখক বা চিত্রশিল্পী থাকে, তারা নির্ঘাৎ ওদের কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে....বিশেষ করে একজন চিত্রশিল্পী তো আছে যে রোম শহরের চোরেদের সাথেই বসবাস করে, তার কাজ হচ্ছে উত্তম ছবির অক্ষম নকলনবিশি করা।

লোকটাকে নীচ মনোবৃত্তির একটা বুড়ো ভাঁড়ের মতো দেখতে, নরম গলায় কেটে কেটে কথা বলে, কিন্তু বেশ বিনয়ী। উনিশ শতকের ইটালিয় চিত্রকর ইরোল্লি থেকে দগিলিয়ানি সকলেরই সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিগুলোর নকল তৈরি করেছে সে। নির্ঘাৎ সেই ব্যাটাই আমার সম্পর্কে ওদের কাছে কিছু বলেছে....বলেছে যে,-----আমি এক সময় ফ্যাসিস্ত ছিলাম। কিন্তু একথা সে বলেছে কেন? কারণ,

BanglaBook.org

একবার সে নিজের আঁকা একখানা ছবি প্রদর্শনীতে দিয়েছিল....ছবিখানা জাল বলে প্রমাণিত হয়। যদি আমি তাকে 'প্রমাণিত-জালিয়াত' বলি তাহলেও এই কথার ওই অর্থই হয়। সে বিখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পীর হফারের নকল করেছিল। কিন্তু ওই নকল ছবির উপর হফারের স্বাক্ষর না-বসিয়ে সে সেখানে বসিয়েছিল নিজের নামের সই। সাহস করে ছবিখানার উপর সে নিজেই স্বাক্ষর করেছিল। তখন আমি 'একুয়োদ্রিভিও' কাগজে লিখতাম, সমালোচনায় ছবির নকল কপি বানিয়ে সৎ লোকদের বোকা বানানোর কাজ বন্ধ করতে বলেছিলাম তাকে, রীতিমতো সাবধান করে দিয়েছিলাম।

সে তখন কোনও জবাব দেয়নি। সমালোচকদের দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক চিত্রশিল্পী যেমন করে, সে-ও তেমনি করেছিল। জবাব সে দেয়নি, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিল। পঁচিশে জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের দিন সে চারধারে সোচ্চারে হাত পা নেড়ে ঘোষণা করেছিল যে আমি একজন ফ্যাসিস্ত। ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি তখন জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদের পতনে আনন্দ করছিলাম। ওর কথা শুনে জনতা তখুনি আমাকে ছিঁড়ে ফেলত যদি না জনাকতক বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে না-থাকত তারা আমাকে বাঁচাবার জন্য চেঁচিয়ে বলল একথা সত্যি নয়! ওকে ফ্যাসিস্ত আমলে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল! মণ্টিফেস্‌কোর অধিবাসীদের যে লাল পুস্তিকা দেওয়া হত, সেই পুরনো লাল পুস্তিকাখানা ছিল আমার কাছে, আমার চামড়া বাঁচাতে সেখানাও সাহায্য করল তখন। একদিক থেকে ভালই হয়েছিল যে, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কোয়াদ্রিভিও-তে লেখার জন্য আমার শত্রুরা তার জঘন্য সুযোগ নিয়েছিল।

কিন্তু যে-বিষয় নিয়ে বলছিলাম সেই বিষয়ে আবার ফিরে আসি....বলছিলাম, এইসব আবর্জনার কথা, যাদের দুর্গন্ধে আজও রোমের আকাশ ভরে আছে— আর ঠিক মেরিসাস ও সুল্লার যুগে এবং মুসোলিনির অধীনে রোমের অবস্থাও ছিল এমনি দুর্গন্ধে ভরা। ভিয়া দেল্লা স্কালার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা চা-দোকানের সামনে বিপজ্জনক দেখতে একটা লোককে একখানা এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সাইকেলটা ঠিক আমার হারিয়ে যাওয়া সাইকেলটার মতো দেখতে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হল যে, এ লোকটাও নির্ঘাৎ চোর, এবং আমার ভুল হয়নি। দেল মন্তি পার্ক থেকে বিশেষ খবরের আশায় সে এখানে এসে অপেক্ষা করছে। তার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং সাইকেলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কারণ ওটা ঠিক আমারটারই মত দেখতে।

ঃ কী দেখছেন, মশায়? ——কথাটা সে বলল যেন শুধু কথা বলার জন্যই।

BanglaBook.org

ঃ সাইকেলটা কি বিক্রির জন্য?

বার হাজার লিরা!

কথাগুলো একটু বেশি জোরে ধ্বনিত হল, ক্যালিগুলা যেমন চেঁচিয়ে বলেছিল যে তার বারটা প্রজাপতির ভাজা জিভ চাই-ই, ঠিক তেমনি জোরে। প্রাচীন রোম সম্রাটের মতো তার মুখখানাও ভয়ানক বীভৎস দেখাচ্ছিল....নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার বাতিকগ্রস্ত, স্নায়বিক বিকার-ভরা এবং সন্ন্যাস-রোগাক্রান্ত----ঠিক যেন শক্তিশালী জুলিয়াস সীজারের মুখ। এখন তাকে বিরক্ত করা রীতিমতন বিপজ্জনক ব্যাপার।

হ্যাঁ, অনেকটা এই ধরনেরই দেখতে একখানা সাইকেল আমার কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে একজন, বললাম----আসলে, সেটাই আমি এখন দেখতে যাচ্ছি। যদি আমাদের মতের মিল না-হয় তবে কি আমি তোমার কাছে ফিরে আসব?

চালাকিটা সে বুঝতে পারল।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তাকে ভিয়া দেল মাত্তোনাতো থেকেই পাঠানো হয়েছে....আগেই বলেছি সেখানে সাইকেলের একটা গুদোম আছে। সে আদেশ পেয়েছে আমার সাথে দেখা করার এবং যে সরু গলিটা দিয়ে আসব সেই গলির মোড়ে সে তাই অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে ওই বদমাইশদের আড্ডাখানার সামনে।

তাকে বাজিয়ে দেখতে বলা হয়েছে, আমার যে-সাইকেলখানা চুরি গেছে ঠিক তারই মতো দেখতে একখানা সাইকেল আমি কিনতে চাই কি-না। এটা খুবই স্বাভাবিক, যার ভোঁতামুখের একজোড়া জুতো হারিয়ে গেছে অথবা ব্যবহারে ক্ষয়ে বা ছিঁড়ে গেছে সে আর-একজোড়া তেমনি ধরনের জুতোই কিনতে চাইবে....এবং ঠিক একই নিয়মে যে এ্যালুমিনিয়ম-বডির সাইকেল হারিয়েছে সে ঠিক সেই রকমই একখানা কিনতে চাইবে। যদি সাইকেলখানায় রেসিঙ্ হ্যান্ডেল থেকে থাকে, তবে যার কাছ থেকে সেটা ছিনতাই হয়েছে সে চাইবে ওই ধরনেরই হ্যান্ডেল লাগানো একখানা সাইকেল। এর অর্থ এই যে, ভিয়া দেল মাত্তোনাতোর কাছাকাছি অনেকগুলো সাইকেলের চোরা গুদোম আছে, এবং তার মানে ওদের আশা আমি আমার যে-সাইকেলখানা হারিয়েছি তারই কাছাকাছি কোনও সাইকেল পেলে বার হাজার লিরা দিয়ে কিনে নেব, আর সবিনয়ে চুপ করে থাকব। এর আর-একটা অর্থ হতে পারে যে, চোরেরা এখন কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে, বলতে পারা যায় তারা কিছুটা শঙ্কিতও....শঙ্কিত, কারণ ব্যাপারটা ছেড়ে দেবার মতো কোনও ঝোঁক আমার মধ্যে এখনও দেখা যাচ্ছে না, অথচ রোমের আরও অন্য সব ভদ্রলোক, যাদের সাইকেল কখনও চুরি গেছে, তারা সচরাচর সেই সাইকেল খোঁজার জন্য বৃথা সময় নষ্ট করে না। আজকাল রোমে সময়ের অন্য নাম হচ্ছে অর্থ এবং ঠিক লন্ডন শহরের মতই তার অবস্থা এখন। বোধহয়, শুধু আমিই, বিলাসিতা দেখাচ্ছি....আর তাই দিনের পর দিন চুরি-যাওয়া সাইকেলখানা

BanglaBook.org

খুঁজে বেড়াচ্ছি। ব্যাপারটা আমি সহজে ছাড়ছি না, কারণ আমার ধারণায় হারানো-বস্তু খুঁজে বেড়ানোও এক ধরনের শিল্প।

কী ধরনের শিল্প? এমন এক শিল্প, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খেলা-ধূলোর উপাদান। কিন্তু চোরেরা তাদের এই জঘন্য ব্যবসাকে মোটেই খেলার তুল্য মনে করে না। যারা তাদের পিছু ধাওয়া করে, তাদের তারা ভয় পায়। যখন কেউ তাদের থামাবার বা ধরবার চেষ্টা করে না, তখন-ই তাদের দল ক্রমশ ভারি হয়ে ওঠে এবং তারা উন্নতি করতে থাকে।

বহু রাজনৈতিক মতবাদ আছে যেখানে চুরিকে অনুমোদন করা হয়। সেই কবে সেন্ট ফ্র্যান্সিস্ তাঁর অনুশাসনে বলেছেন যে, গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় যে-কোনও লোক একটা ছোট পুঁটলিতে ধরার মতন ডুমুর অথবা আঙুর বিনা-হুকুমে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিতে পারে। তিনি আবার পুঁটলির মাপ কেমন হবে তাও বলেছেন সে-সব নাকি একখানা সিল্কের রুমালের চেয়ে বড় কাপড় দিয়ে বাঁধা যাবে না। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে! সিল্কের একটা ব্যাগভর্তি টাটকা ডুমুর, আগে যার এক কিলোর দাম ছিল ষাট লিরা, আজ তার দাম হয়েছে ছ' শ' লিরা। তাহলে সেন্ট ফ্রান্সিসের মতানুসারে একজন লোক ছ' শ' লিরা পর্যন্ত চুরি করতে পারে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে কোনও লোকের কাছ থেকে ছ'হাজার লিরা-ও ছিনিয়ে নিতে পার, কিন্তু কোনও গরীব কবির কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়! যেভাবেই হোক, এমনকি সেন্ট ফ্রান্সিস-ও পনেরো হাজার লিরা দামের সাইকেল-চুরির অপরাধ ক্ষমা করবেন না। ফ্যাসিস্তদের শাসনকালে রাশিয়ায় যে মিস্টার এক্স বাস করতেন, তিনিও এটা সহ্য করতেন অথবা অনুমোদন করতেন কি-না তা আমি জানি না। আমায় কথা বলতে গেলে, আমি যদি তাঁর জায়গায় থাকতাম, আমি কি কখনও যে-জায়গার কাজকর্ম তুমি অনুমোদন করতে পার না, এমন জায়গায় কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত একখানা বিশাল রক্তপতাকা ওড়াতে দিতাম? সেন্ট পিটার্সের মাথায়? ক্যুইরিনালের উপর? ক্যাসেল সন্ত এ্যাঞ্জেলোর ছাদে? আমি বলব, না! যদি সেখানে ওই পতাকা ওড়াতেই হয়, তবে আমিও পেলিক্যান পাখিদের সমকক্ষ হতে চাইতাম....পেলিক্যান পাখিরা ঠোঁট দিয়ে তাদের বুক ফুটো করে ফেলে, নিজের দেহের রক্ত পান করতে পারে....আর তখন পেলিক্যানরা আওড়াতে থাকে শান্ত হও, পরিপূর্ণ শান্ত হও। কিন্তু অন্যায়টাই ঘটছে....কাস্তে-হাতুড়ি-চিহ্নিত বিশাল রক্তপতাকা পিয়াৎজা দেল মন্তির বুকে ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে....পতাকা উড়ছে সেখানে....এবং ওখানেই চোরেদের কুখ্যাত আড্ডা, ওখান থেকে বিশ পা দূরে রয়েছে পার্টির আঞ্চলিক দপ্তর। পার্টির কর্মীরা কি এইসব চমৎকার খুনীদের দেখতে পায় না....এইসব

BanglaBook.org

চোরেদের, যারা অন্য চোরেদের কাছ থেকে চুরি-করে-আনা বিভিন্ন জিনিস রোজ পার্কের কাছে বেচার জন্য মিলিত হয়? আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা----বিদায়!

কাজে-কাজেই মনের কাছে জবাবদিহি করতে-করতে সাইকেলে উঠলাম এবং পন্তি গারিবল্ডি পার হয়ে সোজা চলে গেলাম টাইবার নদীর দিকটায়....বাঁদিকে ছায়া-ঢাকা সুদীর্ঘ রাজপথ একেবারে গিয়ে মিশেছে পিয়াৎজা দেল মন্তিতে। যদিও আমি অবশ্য বেরিয়েছিলাম ভিয়া দেল বাল্লুরিতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আর-একবার রাজপথ ধরে যাওয়ার সময় নজরে পড়ল এক জায়গায় কিছু লোক ভিড় জমিয়েছে। জনতার হাত মুষ্টিবদ্ধ। তারা গলা ফাটাচ্ছে, শাসাচ্ছে। অনেক কষ্টে টুকরো-টুকরো যেসব কথা সংগ্রহ করলাম, সেগুলো জুড়ে একটা ছোট্ট মেয়ের কাহিনী জানতে পারলাম মেয়েটার বয়স বছর-নয়েকের বেশি নয়, সে একটা রোগা, বয়স্কা মহিলার টাকার থলে চুরি করেছে, মহিলা থলেটার জন্য শোক করছেন। আমার বয়সী একজন পুরুষ মহিলার সঙ্গী। এই সরু গলির মাঝ-বরাবর যে গীর্জাটা রয়েছে, সেখানেই চুরির ঘটনাটা ঘটেছে। সন্দেহ নেই স্বামী আর স্ত্রী গীর্জায় গিয়েছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইতে অথবা যুদ্ধে নিহত কোনও আত্মীয়ের জন্য, অথবা হয়ত নিহত ছেলের জন্যই গিয়েছিল প্রার্থনা জানাতে। পেঙ্গুইনের কায়দায় মাথা লুকিয়ে দু'হাত জোড় করে তারা যখন প্রার্থনায় মগ্ন ছিল, তখনই একটা কচি জিপসী মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গামতো এসে চুরি করে। সঙ্গে-সঙ্গে তা মহিলার নজরে পড়েছিল এবং তাই তিনি গীর্জা থেকে সোজা মেয়েটাকে এতদূর তাড়া করে এসেছেন তাকে পাকড়াও করেছেন। তখন গীর্জায় উঠবার সিঁড়ির ধাপে আর-একজন মহিলা, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটির মা, ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল মেয়েটি তার হাতে লুঠের মাল দিলেই দু'জনে সরে পড়বে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই....কেননা চোরেরা প্রায়ই এক-ঢিলে দু'টো পাখি মারবার চেষ্টা করে, বাচ্চাদের পকেট মারতে আর চুরি করতে শেখায়, কারণ বয়স্করা বামাল-সমেত ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি চট্ করে নিতে চায় না। অজ্ঞতা-হচ্ছে বাচ্চাদের বাঁচার পথ। যে-বাচ্চাটা কচিৎ চুরি করে ধরা পড়ে, সে বলে----'কোন মতলব নিয়ে তো করিনি', অথবা 'আমি তো জানতাম না,' 'একাজ তো করতে চাইনি।' অথবা বাচ্চাটা বলতে পারে যে সে বড় ক্ষুধার্ত....'ভেবেছিলাম, থলেতে কিছু ফল রয়েছে!'

ছোট মেয়েটা আর্তনাদ করছিল, যদিও তেমন কোনও কারণ ছিল না অথচ সে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করছিল। বয়স্ক মহিলার 'পাতলা এবং ফ্যাকাশে চেহারা....বোধহয় কোনও স্কুল-শিক্ষিকা, কারণ তাকে প্রায় শিক্ষিকার মতই

BanglaBook.org

দেখাচ্ছিল....মহিলা কেবল তার টাকার থলেটা ফেরৎ চাইলেন, কারণ থলের মধ্যে ছিল এক মহামূল্যবান বস্তু। অথচ থলের মধ্যে সেই বস্তুটি আর এখন থলের মধ্যে ছিল না। আশেপাশের গলি, দোকান আর বিশেষ করে পিয়াৎজা দেল মন্তি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক ছুটে এসে এখানে একটা ছোটখাটো ভিড় জমিয়েছে, তারা কিন্তু সবাই ওই যে মহিলার থলে ছিনতাই হয়েছে তাকেই আর খিস্তি করছে, গাল দিচ্ছে মহিলার স্বামীকে, কারণ ভদ্রলোক নিজের বউয়ের পক্ষ নিয়েছে।

তোমরা যদি ওই সব রোমবাসীদের মতো হতে, যারা মনে করে যে তাদের সব কিছু করার অনুমোদন আছে, বিশেষ করে চুরি, তাহলে এই ঘটনাও বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য। নজরে পড়ল একটা মোটাসোটা যুবতি, অন্তত গিদো রেনির মতন ভারি তার দেহ, ও যদি নিজে বেশ্যা না-হয় তাহলেও সাজপোশাকে হাবে-ভাবে প্রায় বেশ্যাদের মতই। ওই মহিলার প্রতি সে ভয়ংকরী হয়ে উঠেছে। দাবি জানাচ্ছে বাচ্চা মেয়েটাকে মহিলা ছেড়ে দিক। মহিলা যেন মেয়েটার গায়ে হাত না-তোলে অথবা তাকে আঘাত না-করে। কিন্তু আগেই বলেছি যে কেউ মেয়েটাকে আঘাত করেনি।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে লোকজন ডাকা, একদল লোক জড়ো করা অথবা মহিলাকে ভয় দেখাবার জন্য 'সাহায্য করো' বলে চিৎকার করে উঠে পালাবার সুযোগ খোঁজা ছাড়া বাচ্চাটার তীব্র কণ্ঠে আর্তনাদ করার আর কোনও কারণ নেই! তার এই কৌশল আর উৎপীড়িত হওয়ার ভান মোটেই ছেলেমানুষের যোগ্য নয়! ঠিক কথা প্রত্যেকেই অবশ্য বলছিল না যে, যে-মহিলার জিনিস ছিনতাই হয়েছে তিনি ভুল করেছেন, কারণ চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে, তার মধ্যে তিন-চারজন লোক চোরেদের এবং যে-সব মায়েরা বাচ্চাদের ছিনতাই করতে শেখায়, তাদের বিরুদ্ধে সবে গুঞ্জন শুরু করেছিল। এই লোকগুলো এবার জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগল, যে-মহিলার ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে তার অধিকার আছে ব্যাগের ভিতরকার মূল্যবান বস্তু ফিরে পাওয়ার। মহিলা তখন বাচ্চাটাকে বলছিল

ঃ দয়া করে বলো তো বাছা, কোথায় রেখেছ আমার সোনার আংটিটা? কার হাতে দিয়েছ সেটা? ও আংটিটা আমার ছেলের ছিল, যুদ্ধে নিহত সে। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি কি ওটা তোমার মায়ের হাতে দিয়েছ?

মহিলা তখনও শান্ত, সে জনতার দিকে ফিরে বলল বাচ্চাটাকে আমি মারতে চাই না। ও যদি শুধু আমার আংটিটা ফেরত দেয় তবে ওকে ছেড়ে দেব।

ছেড়ে দে মেয়েটাকে! এই বুড়ি মাগি! জনতার মধ্যে কেউ চ্যাঁচাতে শুরু করল।

নোংরা-দেখতে মেয়েগুলো দারুণ চিৎকার করছিল....আজকাল এটাই তাদের প্রচলিত ধুয়া 'ফ্যাসিস্ত! ফ্যাসিস্ত! এ এক বিচিত্র ধুয়া, কেননা আমি শপথ নিয়ে বলতে

BanglaBook.org

পারি, এই যে এখন এখানে যেসব লোক চিৎকার করেছে....আমার স্মৃতিশক্তি মোটেই খারাপ নয়, এক সময় দূর থেকে ফ্যাসিস্তদের যে-সব সভা আর কুচকাওয়াজ আমি দেখতাম, তার কথা আমার বেশ ভালভাবেই মনে আছে....ঠিক এইসব লোকগুলোই তখন আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিত ফ্যাসিস্ত-চিৎকারে এইয়া! আমরা লড়াই চাই! ডুসে জিন্দাবাদ! ডু...সে! ডু....সে! ডু....সে! মিনিট কয়েক ধরে সুরেলা কণ্ঠে ওরা ধ্বনি তুলত, মাঝে-মাঝে ওদের সাথে গলা মেলাত। যে সব দিনে অত্যাচারীদের তরফ থেকে রুটি দেওয়ার শপথ করা হত, 'সেই রুটি আর ঘোড়ায় খেলার' পুরনো শপথ, এবং শুধু এই একটা বিষয়েই অগণিত জনসাধারণের আগ্রহ ছিল। কথাটা এই নয় যে, এসব ছিল অযৌক্তিক দাবি, কিন্তু এসব নিয়ে কৌতুকের মূল্য ছিল কঠিন শ্রম। অন্যভাবে স্বাস্থ্যসম্মত, সততার সঙ্গে করা কাজের পুরস্কার আনন্দ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। এর অর্থ এই যে, এক অসৎ ঔপনিবেশিকের দাবি উপনিবেশ-বাসীদের পূর্ণ করা উচিত। প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশ, তা সে-দেশ ধনীই হোক বা দরিদ্রই হোক, উপনিবেশগুলোকে শোষণ করতে এবং তাদের মূল্যে বেঁচে থাকতে চায়। আমরা ভাল খেতে পরতে চাই কিন্তু রোজ কাজ করতে চাই না, এবং এরই মধ্যে রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, ইংল্যান্ড অথবা ইতালি যে দেশেরই হোক উপনিবেশ-বাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নীতিহীনতা বিধৃত রয়েছে।

দেলমন্তি পার্কে ফুর্তিবাজ দুটো মেয়ের দোকানের সামনে এগিয়ে গেলাম....ওরা চোরাই লোহালক্কড় বেচছিল। মালিক-দোকানদারের এসব মাল নিজে এসে কালোবাজারে বেচবার সাহস নেই, তাই এই মেয়েদুটোকে এ-কাজে পাঠিয়েছে। ওদের মালপত্তরের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে খুরের আকারে সাইকেলের তালা, এ ধরনের একটা তালা আগের দিন আমি নিজেই কিনেছি। আমাকে নব্বই লিরা গুনে দিতে হয়েছে, কালোবাজারের তুলনায়-ও দর একটু বেশি পড়েছে....অথচ মাত্র বছরখানেক আগে এর দাম ছিল তিন লিরা। একটা মেয়ে দর হাঁকছিল একশ নব্বই লিরা, আর অন্য মেয়েটা চাইছিল দু'শ নব্বই লিরা।

ঃ তোমরা আগে নিজেদের মন ঠিক করে নাও। হেসে বললাম।

কিন্তু তারা আমার কথাকে ভুল বুঝল, ফলে অনুযোগ জানিয়ে বলল।

ঃ তাহলে আমাদের খাবার এবং কাজ দাও।

ঃ তা আমার কাছে কাজ চাইছ কেন? নিস্পৃহ-কণ্ঠে বলতে লাগলাম....আমাকে কী মনে করছ তোমরা? সরকার? আমি কত রোজগার করি ভাব? এমন কি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একই ভাবে কাজ করে যা মজুরি পাই, তা থেকে মাসে চার হাজার লিরা আয়কর দিই।

BanglaBook.org

ঃ ভাগ্যবান তুমি, কিছু না-পেলেও তোমার মতো কাজ করার ইচ্ছে আর কার আছে, ওরা জবাব দিল। রসিকতা বুঝতে পারলেও তা আর বাড়াতে চাইল না, তাই সোজাসুজি বলল----বিনা মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। তুমি পরোপকারী ভাগ্যবান, তাই করছ।

ইতিমধ্যে ওদের একজন বুকের কাছে জামার ভিতর থেকে একমুঠো হাজার লিরার নোট টেনে বার করল। তা প্রায় খান-চল্লিশ নোট তো নিশ্চয় হবে। নোটগুলো বার করবার সময় সে তার গায়ের নোংরা ব্লাউজের বোতামগুলো খুলল, অমনি নজরে পড়ল সে ভেতরে পরেছে গোলাপি ফুলছাপা দামী সিল্কের অন্তর্বাস, আহা, খাসা জিনিস....এমন একটা আমার প্রিয়া অনিতাকে উপহার দেওয়ার সাধ ছিল আমার, কিন্তু পুরনো পর্দার কাপড় কেটে নিজের অন্তর্বাস সেলাই করে নিতে বাধ্য হয় অনিতা। আমাদের আয় এত সীমিত যে নিজেদের সামান্য সুখের জন্য খুব বেশি খরচ করে উঠতে পারি নি। যে জুতোজোড়া আমি পারি, তা নিজেই তাপ্পি মেরে সেলাই করি। বিক্রেতা ঐ মেয়েটার ঝকঝকে নতুন অন্তর্বাস থেকে দু'টো ভিন্ন ধরনের গন্ধ নির্গত হচ্ছে....একটা তার অপরিচ্ছন্ন দেহের গন্ধ এবং অন্যটা অত্যন্ত দামী, ইন্দ্রিয়-সুখবর্ধক এসেন্সের সৌরভ।

'এই মেয়েগুলো মিত্রপক্ষের সৈনিকদের সেবাদাসী', মনে-মনে বললাম। কল্পনা করতে পারছি যে, সকালবেলায় ওরা প্রতিদিন এই পিয়াৎজা দেলমন্তিতে যে-তালাগুলো অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, সেগুলো খরিদ্দারকে ঠকিয়ে দশগুণ দামে বিক্রি করে। তারপর দুপুরবেলায় বাড়ি যায়, আমাদের চেয়ে অনেক ভাল খায়, ঘণ্টা তিন-চার আরামে ঘুমোয় অথবা মানবসমাজের যৌন-অনাচার নিয়ে যে অসংখ্য রগরগে সাপ্তাহিক কাগজ বেরোয় তেমনি কোনও একটা পত্রিকা নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে পড়ে,....তারপর সাঁজবেলায় উত্তম পোশাক পরে উকুন-ভর্তি মাথার চুলে জবজবে করে জলপাই তেল মেখে চুল বাঁধে, শেষে গায়ে সুগন্ধ মেখে সেপ্টেম্বরের চাঁদ উঠলে আমেরিকান সৈনিকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে পথে....তাদের সঙ্গে বসে আকণ্ঠ মদ্য পান করবে এবং রাত্রির গভীর ভগ্নতে নিয়ে আসবে অন্য ধারার রোমানদের....রমুলাস আর রেমাসের মত পবিত্র সেইসব সন্তান, সেই সময়ের মিত্রপক্ষের সৈনিকদের ঔরসে এবং রিয়া সিলভিয়ার গর্ভে তারা জন্মগ্রহণ করবে। এই মেয়েগুলোকে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যে, তারা তাদের পোয়াতি পেটে অ্যাঙলো-জারমান বীজ বহন করছে কি-না, অথবা আমার বলা উচিত জার্মান-ইংরেজ। কেননা জার্মানরাই এদেশে প্রথম এসেছে এবং একটা বাহিনীর কবল থেকে আর-একটা বাহিনীর দখলে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় জার্মান বীর্যে যে-পাত্রটা ইতিমধ্যেই নিষিক্ত হয়েছিল, তাতে আবার ইংরেজ অথবা আমেরিকান লিঙ্গ অনুপ্রবিষ্ট হল। ভাগ্যের কথা, প্রজননের ব্যাপারে প্রকৃতির বিভ্রান্তি ঘটে না। কিন্তু এটা ঠিক যে বরজিয়া অথবা বরনিজ অথবা নাম উল্লেখ করার মতন আরও অনেকে রয়েছে এমন রক্তধারার

BanglaBook.org

মিশ্রণে রোমান বেজন্মাদের চেয়ে জার্মান অথবা আমেরিকান বেজন্মারাই বেশি জন্মাক, সেটাই ঠিক।

আগের দিন পিয়াৎজা দেল মন্তিতে যে-সব চোরেরা ছিল আজও তারাই রয়েছে। তাড়াতাড়ি আমি ভিয়া দেই বাল্লুরিতে চলে এলাম। সকাল ছ'টা অথবা সাতটার সময় গাড়োয়ানরা এখানে আদৌ আসে না। রোমে সব কিছুই অন্তত আধ ঘণ্টা দেরিতে ঘটে, তাই গাড়োয়ানরা পৌঁছয় বেলা আটটার কাছাকাছি, আর ঠিক এই সময়ে সাদা-কলারের মজুররাও তাদের দিনের কাজ শুরু করে....তখনই তাদের কেউ-কেউ কাজে বেরোয়। অন্যরা বাড়ির নিচে ঠেকান দিয়ে বসে আড্ডা মারে, তামাক ফোঁকে, দাঁত বার করে হাসে, আর পথচারীদের নিয়ে মজা করে।
আমাদের মতো বুদ্ধিজীবীদের জন্য সরকার (জার্মানরা অথবা আমেরিকানরা এ-বিষয়ে কোনও পার্থক্য করেনি) সর্বনিম্ন রুটির বরাদ্দ বেঁধে দিয়েছে....কিন্তু গাড়োয়ানদের যারা না-কি স্পষ্টতই কম কাজ করে এবং স্বভাবেও উদ্বেগহীন, তাদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ সর্বোচ্চ। এবং এও নাকি স্বেচ্ছাচারীদের শপথের প্রকাশ! তিন উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছাসেবী আমাদের দেশে একই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে প্রথমে ইতালীয় ফ্যাসিবাদীরা, তারপর জার্মানরা এবং সব শেষে এই মিত্রশক্তি। এইসব নানা কিসিমের স্বেচ্ছাচারীদের জীবনযাপনের মান অনুযায়ী, আমি, যাকে ডেস্কের পাশে বসে সারাদিন মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়, তার জন্য বরাদ্দ ক্যালরির পরিমাণ অতি সামান্য, অথচ গাড়োয়ানরা সারাদিন রোদে বসে আড্ডা দেয়, তারা পায় বেশি ক্যালরি! আমি, যে না-কি কিছুই উপার্জন করি না, কেননা আমি একজন বুদ্ধিজীবি (দেখেছ কি বুদ্ধিজীবিদের প্রতিটি পরিকল্পনা প্রতিটি রাজনৈতিক ভাষণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?) তাই আমাকে দেওয়া হয় কম খাদ্যের বরাদ্দ, আর কুলিরা, যারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় গাড়ি ঠেলে—কম মজুরি হওয়া সত্ত্বেও যারা প্রচুর উপার্জন করে, তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি খাদ্য-বরাদ্দের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা গণতন্ত্র নয়। এটা তামাশা, যে-তামাশা গণতন্ত্রকেই অসম্মান করে। সব কিছু এভাবে চলতে পারে কি-না ভেবে একবার দেখা উচিত।
পিয়াৎজা দেল তিয়েত্রো দি পম্পিওতে দণ্ডায়মান গুন্ডাদের চোখের সামনে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই, ইচ্ছা নেই এই পথচারীদের সামনে খামোকা দাঁড়িয়ে থাকার, এবং তাই বই-বিক্রেতাদের এক (চড়া-সুদের বুড়ো!) অন্যতম, যারা দশ লিরায় বই কিনে বিক্রি করে এক শ' লিরায়। তারা এইসব বই সংগ্রহ করে লম্পট ছাত্র অথবা বিষণ্ণ বৃদ্ধ, অবিবাহিত অধ্যাপকদের উত্তরাধিকারী অথবা মেসবাড়ির লোকেদের কাছ থেকে, যারা

BanglaBook.org

আলমারির মাথায় রেখে-যাওয়া হলদে-মলাটের দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী বা রগরগে আর কিছু অল্প দামে এদের বেচে দেয়। নববিবাহিত যুবকদের জন্য বেশ পছন্দসই বই তারা জোগাড় করে; এখানে অর্থ বুদ্ধির বলে অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় বুদ্ধির কলাকৌশলে....অন্য সব জায়গাতেও অবশ্য এই একই হাল। কীসে ঝুঁকি নিতে হবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস খরিদ্দাররা গ্রহণ করবে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। যদি তুমি বইয়ের ব্যবসায়, পুরানো বইয়ের ব্যাবসায়ে ঝুঁকি নেবে বলে স্থির করে থাক, তবে ভেবো না যে রাতারাতি ব্যবসা বদলে ফেলতে পারবে, বরং ক্রমেই তুমি হয়ে উঠবে পুরানো বইয়ের ব্যবসাদার। বিক্রেতা লোকটা আমাকে বিলক্ষণ চেনে, এবং তাকে আমি একজন ধূর্ত, অসৎ, অর্থ-লোলুপ, নির্দয় এক বৃদ্ধ হিসেবে জানি। প্রথম যে-কাজটা সে করে তা হচ্ছে, যখন কেউ তার দোকানের সামনে এগিয়ে আসে তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে সে জবাব দেয় না-না ওসব আমার কাছে নেই! অথবা যে-বই তার কাছে চাওয়া হচ্ছে তা যদি তার কাছে থেকেও থাকে, তবে জানায় যে, সে বই-এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। এই ধরনের কথাবার্তার পর অন্য যে-প্রশ্নের সে জবাব দেয় সেটা হল এর মূল্য কত জিজ্ঞাসা করছেন? এ বই মহামূল্যবান।

কাজেই তার কাছে যেতে ইতস্তত করতে লাগলাম! কিন্তু এগিয়ে না-গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমার একটা অছিলা দরকার, এবং তাই আমি তাকে সব খুলে বললাম স্বাভাবিকভাবে, সে এর মধ্যে আমার সাইকেল-চুরির বিষয়টা জেনে গেছে কাজেই সে জিজ্ঞাসা করল—'নতুন কোনও কিছু ঘটেছে কি?' দু'চারটে প্রাথমিক প্রশ্ন ও জবাবের পরই শেষ হলে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম যে এখনকার গাড়োয়ানদের সততা সম্বন্ধে তার কোনও ধারণা আছে কিনা। না সে জানে না বললে। তারপর যেমন কোনও লোক তার ব্যক্তিগত চুরি বিষয়ে বর্ণনা করার সময় বোকা বনে যায়, তেমনি হালকাভাবে আমি ব্যাপারটা চাপে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রথমটায় কোনও কিছু না-শোনার না-জানার ভান করলেও এখন লোকটা নাছোড়। শুধাল—

তুমি সাইকেলখানা কেন দোকানের বাইরে ফেলে রেখেছিলে?

কী শয়তান! আমি কিন্তু ঠান্ডা মাথায় জবাব দিলাম কারণ ওই দোকানটা খুবই ছোট। সবেমাত্র সাইকেলখানা বাইরে রেখে আমি দোকানে জুতোর কালি আছে কিনা শুধোবার সময়টুকু মাত্র পেয়েছিলাম, আর তখুনি চোর....।

আচ্ছা, এই ব্যাপার—তা তুমি কী আশা কর এখন? লোকটা অবিচলিত।

ভাগ্য ভাল, কখনও তোমার কোনও জিনিস চুরি যায়নি,—বললাম।

সে রীতিমত চড়া মেজাজে বলল প্রত্যেকেই আমার জিনিস ছিনতাই করে....এমনকি সৎ-খরিদ্দাররা পর্যন্ত, তারা প্রায়ই আসল চোরদের লজ্জা দেওয়ার মতো করে কোটের তলায় বই লুকিয়ে নিয়ে পালায়। আসলে কয়েক সপ্তাহ

BanglaBook.org

আগে এমনি ধরনের দু'জন লোক আমার দুটো কাঠের বাক্সে রাখা বইগুলি দোকানের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাক্সদুটো নিয়ে পালিয়েছে!

বুঝতে পারলাম, রোমের চোরদের বই চুরি করার কোনও ইচ্ছা নেই। স্থূল অজ্ঞ ব্যক্তি তারা, তারা ধরে নিয়েছে যে যেহেতু বইগুলো চিবিয়ে খাওয়া যায় না, কাজেই তার কোনও দাম নেই।

বই-বিক্রেতা আমাকে বলল যে---আমার সাইকেলখানা চুরি যাওয়ার পর দ্বিতীয় রাতে ওই একই মুচির দোকান থেকে ধোবিখানার দু'বান্ডিল কাপড় আর মোটরগাড়ির একখানা টায়ার চুরি গেছে। যা হোক ওই কাপড় অবশ্য দোকানদারের ছিল না। ওগুলোর মালিক ছিল এক বাস্তুত্যাগী, দিন-তিনেক আগে সে রোম ছেড়ে চলে গিয়েছে।

একটু বুঝে দেখ যে---বই নয়, বই-এর দোকানদারের চুরি গেছে দু'টো খালি বাক্স। মুচির দোকান থেকে জুতো চুরি হয়নি, চুরি হয়েছে ধোবিখানার কাপড়....যেগুলোর মালিক সে নয়! কাজেই এটা একেবারেই সরল যে দোকানদার আর চোরেরা পরস্পর পরস্পরকে চেনে এবং মৌখিক চুক্তির স্বার্থে তারা পরস্পরের কাজে বাগড়া দেয় না বা নাক গলায় না। তাহলে এই জটিল পিয়াৎজো-তে, যার নাম শান্ত পম্পেই, সেখানে কিছু আধা-সৎ লোক এবং এক দল চোর-বাটপার সহ-অবস্থান করছে। খুবই সম্ভব যে, স্কোয়ারের চারধারে গোটা আট-দশ দোকান-মালিক এবং ব্যবসাদার রয়েছে, যারা খুব ভালভাবেই জানে কারা এই চোর-বাটপার দলের সভ্য। তাই তারা ছাড়া আর প্রত্যেকের জিনিস চুরি যাচ্ছে। মতবাদে ও প্রয়োজনে একতার এ এক বীভৎস দৃষ্টান্ত।

এই সব চিন্তা যখন আমার মগজের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল তখন আমি ক্রমে আরও বেশি নিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম যে, ইচ্ছা যদি থাকত তাহলে বই-বিক্রেতা আমাকে জানাতে পারত---কোথায় গেলে আমি আমার সাইকেল-চোরকে পাকড়াও করতে পারব। ভেবেছিলাম যে, এই গাড়োয়ানদের মধ্যে তাকে আমি ধরতে পারব....কিন্তু তাদের মধ্যে যদি থেকেও থাকে তবু আমি তাকে খুঁজে পাব না। চেহারাটা কেমন ছিল তা মনে করতে চেষ্টা করলাম....ঈষৎ পিঙ্গল রঙের মুখ, চোখ-দু'টো বড় বেশি কাছাকাছি, চওড়া থ্যাবড়া নাক, এবং তার জাতের বৈশিষ্ট্য, খাটো সাদা পশমের মোজা, আর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর অথবা অন্য কোনও বাহিনীর কোমরের বেল্ট-কাটা চামড়ায় তৈরি চটি তার পায়ে।

বিক্রেতা লোকটার মনের কথা টেনে বার করার ও সময় কাটানোর জন্য আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম....এ ব্যাপারে সে দারুণ আগ্রহী। যদিও এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত, তবু তাকে আগ্রহী করে তোলার মত

BanglaBook.org

কিছু তথ্য আমার ঝুলিতে রয়েছে। আলোচনার সময়ে লিরার অবমূল্যায়ণ সম্পর্কে আমি আমার সন্দেহের কথা বললাম।

বললাম যে, আমাদের জাতীয় ঋণ ষাট হাজার কোটি অথবা যদি মাথা পিছু পনের হাজার লিরার চেয়ে বেশি হত অথবা প্রতিটি নাগরিককে যদি পনের শ' লিরা কর দিতে হত এবং এটাই যদি সব হত, তবে তাতে কিছু এসে যেত না। তার বদলে লিরার মূল্যমান নাক-ডোবা হয়ে থাকল, ঠিক যেমন প্রথম যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া ও জার্মানির অবস্থা হয়েছিল। না-হলে লিরার মূল্যমান সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে ভেঙে পড়ত অথবা সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে পড়ার অবস্থা হত। সে-সময় জার্মানিতে এই অবস্থা হতে সময় নিয়েছিল মাত্র পনের দিন। ক্লজেন ফোর্টের কাছে সীবাক্ সী-তে আমি তখন থাকতাম। এক সুন্দর চমৎকার দিনে বারান্দা থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের পতাকা ঝুলতে লাগল....এবং প্রায় একই সময়ে যখন পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল, তখন কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ছাদের ওপর থেকে রাজপথে অন্য কিছু ছেলে-মেয়ের দিকে কিছু কাটা কাগজ ছুঁড়ছিল। কাগজে আঁকা চিহ্নগুলো তখন অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু এ চিহ্ন যাদের দখলে ছিল তারা খতম হয়ে গিয়েছিল! তিক্ত আনন্দ উপভোগের জন্য তাই এগুলো ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল যাতে এই কাগজে মিষ্টি মুড়ে নিয়ে তারা খুশি হতে পারে। এখনও শূণ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই উজ্জ্বল চিহ্ন যেন উড়ছে।

কারও মুখ থেকে কথা বার করার সহজ পথ হচ্ছে দ্রুত তার আঁতে ঘা দেওয়া। চড়া-সুদের-কারবারী বই-বিক্রেতা লোকটার যা প্রধান স্বার্থ সেই হীন ধনলিপ্সার কাঁটা বিঁধল তার মনে। এইসব শুনে তাই সে আমাকে অজস্র প্রশ্ন শুধাতে লাগল আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তার প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে লাগলাম, এই সময় একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

আমার সাইকেলটা যে-ব্যাটা চুরি করেছিল, তাকে আবার দেখতে পেলাম! একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল ছোকরা, একদল গুন্ডার দলে মিশে রয়েছে....বই-বিক্রেতার সাথে কথা বলার সময় এদের উপর আমি নজর রেখেছিলাম। ছোকরাকে ঠিক চিনতে পারলাম----এবং সে-ও আমাকে দেখতে পেল এবং চিনতে পারল....কিন্তু কৃত্রিম উদাসীনতা তার আচরণে। পকেটে হাত পুরে সে সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে শুরু করল। তার পাশেই রয়েছে তার ভাই। ও যে তার ভাই তা আমাকে কেউ বলেনি....অন্যজন বয়সে বছর-পাঁচেকের বড়, এছাড়া ওদের দু'জনকে একই রকম দেখতে, চেহারাও প্রায় একই রকম কেবল পরনের পোশাকে পার্থক্য। এখন আমার কী কর্তব্য? তাই বই-বিক্রেতাকে শুধালাম----

ওই ছোকরার নাম জান?

কোন্‌টি?

লোকটা এমন একটা ভান করল যেন সে ওই ছোকরাকে জানে না অথবা চেনে না সে নীরব রইল এবং প্রশ্নটা বেমালুম চেপে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু

BanglaBook.org

আমি তাকে পেড়ে ফেললাম। ও যদি পরিষ্কার জবাব দিত যে সে সত্যিই জানে না, তাহলে আমি নির্ঘাৎ অন্য আর-কাউকে ছোকরার নাম জিজ্ঞাসা করতাম....বোধহয় জিজ্ঞাসা করতাম ওই মুচিকে, এবং সে ভদ্রলোক হলে নিশ্চয় আমাকে তা বলত। অবশেষে সে জবাব দিল যে তার মনে হচ্ছে, ওর নাম পাপ্পা।

ঃ আর ওই যে ওই ছোকরা, ও কি ওর দাদা?

ঃ হ্যাঁ! কী করে আন্দাজ করলে?

ঃ ওরা কি সৎ?

ঃ সৎ! বই-বিক্রেতার জবাবে বিদ্রুপের ঝাঁঝ এবং কণ্ঠস্বরে বিরক্তি—ওরা ওখানে ওই আসবাবপত্রের দোকানটা চালায়।

বাস্তবে দলটা দোকানের দরজা ঘিরেই দাঁড়িয়েছিল। ওদের একজন বেশ উল্লাসের সঙ্গে অন্যদের সঙ্গে বাৎচিৎ করছিল। আর ওই চোর পাপ্পা পকেটে দু'হাত ভরে নীরব দাঁড়িয়েছিল। ওর দু'চোখে অসহায় দুর্বল ভাব এবং মাঝে-মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করছিল দাদার সঙ্গে। এটাই ওদের সংযোগের, মনোভাব প্রকাশের রীতি। এখন আমার কী কর্তব্য? ছোট্ট স্কোয়ারটার মধ্যে কোনও পুলিশের টিকিও নজরে পড়ছে না। সময়টা অন্যরকম হলে এতক্ষণে আমি চিৎকার করে উঠতাম....'চোর, চোর! ধরো!' কিন্তু এই পরিবেশে এখন তা নিরর্থক। পরে আমি আপন মনে-মনে কারণটা ব্যাখ্যার চেষ্টা করব! আমার সৌভাগ্য সেদিন আমি এক বৃদ্ধ দম্পতির পক্ষে আতঙ্কজনক একটা ঘটনার সাক্ষী ছিলাম যাদের মূল্যবান জিনিস ছিনতাই হয়েছিল গীর্জায়, এবং দেখেছিলাম সেই সব লোকেদের যারা পাকা চোর সেই ছোট্ট মেয়েটার মায়ের বিরুদ্ধে নয়, দাঁড়িয়েছিল দু'জন সৎ-লোক ওই বৃদ্ধ দম্পতির বিরুদ্ধে। এখন নিজেকে সৎ-লোক হিসাবে প্রতিপন্ন করার মধ্যে অতএব যথেষ্ট ভয়ের ব্যাপারও রয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক মহিলা এবং একজন পুরুষ তুমুল হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে ঝগড়া করতে-করতে পাশ দিয়ে চলে গেল। মহিলাটি যুবতি কিন্তু রোগা ও অবসাদগ্রস্তা। মহিলার লোমযুক্ত পা দু'খানা রোদে-পোড়া, বেশ নোংরা, তবে কুৎসিৎ বা বাঁকা নয়। দেখে মনে হয় সে যৌন-রোগী। সঙ্গী লোকটির মুখে রুগ্ন-হাসি....সে ওই মহিলার নাগাল ছাড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানোর চেষ্টা করছে।

ঃ ইদুঁর কোথাকার! জোচ্চোর! তোর বউকে সব বলে দেব আমি! আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্ তোর বউকে, তাকে দু'চারটে ভাল ভাল বাণী শোনাব!

সাইকেল-চোরটা এই গোলমালের সুযোগ নিল, সুযোগ নিল তার সঙ্গী-সাথীরাও। অভাবিত এই জনতার ভিড়ে তারা হাওয়া হয়ে গেল। সাইকেলে উঠে অতি কষ্টে ভিড় কাটিয়ে সাইকেল-চোরটার উপর নজর না সরিয়ে এগুতে লাগলাম। পাপ্পা যখন দেখল তার উপর থেকে নজর সরাইনি, তখন হাত বদল করা

BanglaBook.org

পুরনো আসবাবপত্রের দোকানের সামনে তার সঙ্গেই সে দাঁড়িয়েছিল এমন আর-এক স্যাঙাতের দিকে ঘুরে কী যেন নির্দেশ দিল।
ছোকরার কাছে ছিল নীল রঙের মাডগার্ডওয়ালা একখানা সাইকেল। এখন ওই ছোকরারা চোর অথবা পাপ্পা, কাকে সাইকেলে অনুসরণ করব তা এখন আমাকে ভেবে ঠিক করতে হবে। স্থির করলাম ওই ছোকরা চোরটার পিছনেই ধাওয়া করব। মতলবটা বেশ মনের মত হল।

এখন আমার সাইকেলখানার চোরের নাম যে পাপ্পা তা আমি জানি এবং এও জানি মোড়ে তার একখানা পুরনো আসবাবপত্রের দোকান আছে। এও জানা গেছে যে তারই এক দাদা আছে, ঠিক তার মতই দেখতে। উপরন্তু এও বুঝেছি চুরির সমাধানের জন্য অনুপস্থিত পুলিশের উপর নির্ভর করার কোনও যুক্তি নেই....পরে আমি ব্যাখ্যা করব, গোটা রোমেই পুলিশ বা শান্তিরক্ষক বা আইনের ধারকদের কোনও ভূমিকা কোথাও নেই। অন্য চোরটাকেই অনুসরণ করার আপন উপদেশ মানা ছাড়া আমার কোনও পথ রইল না। আশা করছিলাম হয়তবা সে আমাকে দেখতে পাবে না আমার ভাগ্য যথেষ্ট ভাল বলতে হবে, যদি তাকে ধাওয়া করে আমি সাইকেলের গোপন গুদাম পর্যন্ত যেতে পারি। সত্যিকারের সৌভাগ্য হবে যদি ওই চোরটা সাইকেলের চোরা গুদাম থেকে আমার সাইকেলখানা বার করে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে নিয়ে যায়, কিন্তু আমার এতটা বেশি আশা করা উচিত হবে না। জায়গাটা আমি চিনে রাখব। তা'যদি হয় তবে চুরি যাওয়ার ভয় থাকলেও আমি চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতে চেষ্টা করব। এবং বোধহয় জড় হওয়া জনতার মধ্যে দু'চারজন পুলিশও পেয়ে যাব। আমার পকেটে আছে একখানা ছুরি এবং চোরাই সাইকেলখানা যে আমার তা প্রমাণ করার জন্য একখানা রসিদ! তারপর, একবার যখন লোকজন জড়ো হবে, দেখব তখন ঘটনাটা কোন্ দিকে গড়ায়।
পাপ্পার সঙ্গী পিয়াৎজা দেল পাল্লাৎসো দেল্লা ক্যানসোল্লিয়ার দিকে ঘুরল....পার হয়ে গেল করসো ভিত্তোরিও ইমান্যুয়েল, চলল ভিয়া দেল লিউতারির দিকে, এবং তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে সাইকেল চালাতে লাগল। একবারের জন্যও সে পিছনে তাকায়নি, কেননা আমি যে ওকে অনুসরণ করছি তা ও দেখেনি। এবার পার হল ভিয়া দেল গভার্নো ভেক্চিত্ত....তারপর হাজির হল পিয়াৎজা দেল মন্তি জিওরদানো-তে। ভিয়া দেল পানিকোর কাছে বাঁক নেওয়ার সময় সে থামল, যেন সাইকেলের একটা কিছু হয়েছে এমন ভান করল। সাইকেলের চেনটা পরখ করল। তারপর পিছন ফিরতেই দেখল আমি তাকে অনুসরণ করছি....যাই হোক নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পরেও সে আমাকে ঠিকই

BanglaBook.org

দেখতে পেত। সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরলাম, ভিয়া দেল্লা কামপানোল্লার ভিতর দিয়ে ধীরে চালাতে লাগালাম। ঘুরে আবার পিছনে ফিরে এলাম এবং কোনওরকমে আবার তাকে পিছন থেকে অনুসরণ করার ব্যবস্থা করলাম।

ভিয়া দেল পানিকোর বাঁ-দিকে একটা ভাটিখানার সামনে ছোকরা থামল। ঢুকল ভাটিখানার একটা টেলিফোন-বুথে। একটা নম্বর ধরতে চেষ্টা করে পারল না। পথের ধারে জ্বলন্ত কয়লার উপর কাঠবাদাম ভাজছিল এক ফেরিওয়ালা....এই সময়টায় তার কাজ নিরীক্ষণ করার ভান করছিলাম। তিন লিরা দিয়ে গোটা-তিনেক ভাজা কাঠবাদাম তার কাছ থেকে কিনলাম। ভাটিখানার মধ্যে থাকার সময় ছোকরা তার বন্ধুদের হাত নেড়ে কাছে ডাকল, আমার দিকে তাকিয়ে রাগ দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে প্রথমে একজন সঙ্গীকে, তারপর অন্যান্যদের নানা কথা বলছিল। দেখলাম, ভাটিখানার বাইরে একটা নির্জন গলির মধ্যে সে নিজের সাইকেলখানা রেখে দিয়েছে। সাইকেল সম্পর্কে সে একেবারে অসাবধানী, কারণ জানে কেউ তার সাইকেল চুরি করার সাহস করবে না।

মনোযোগ আকর্ষণ না-করার জন্য এবং যাতে সে আমাকে আক্রমণ করার কারণ খুঁজে না-পায়, তাই একখানা ভেদেত্তা রিপাবলিকানা কাগজ কিনে পড়বার ভান করলাম। ভেদেত্তা কাগজখানা এর মধ্যেই আমার কয়েকটা লেখা নিয়েছে এবং আজকে একটা প্রকাশ করেছে! কিন্তু চোরটা ঠিক বুঝতে পেরেছে কাগজের দিকে আমার তত আগ্রহ বা মন নেই। এখন যা কিছু করতে যাই না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ছোকরা জানতে পেরেছে আমি তাকে অনুসরণ করছি, গোপন গুদাম থেকে সে আমার সাইকেলটা আর বের করতে পারছে না....বুঝতে পারছি সাইকেলটা রয়েছে এখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে, বোধহয় কোনও দোকানের পিছনের ঘরে অথবা কোনও কোণায়। এমন অনেক দোকানদার আছে, যারা মুখে বলে থাকে চোরাই সাইকেলের লেনদেন করে না, আসলে কিন্তু তারা দিব্যি একাজ করে থাকে। আমি যখন এই সব কথা ভাবছিলাম, চোর ছোকরা ফের তার সাইকেল চাপল এবং একটা চওড়া নির্জন রাস্তা ধরে ভিয়া দেল পানিকোর দিকে চলল। রাস্তাটার জায়গায়-জায়গায় রোমের সবচেয়ে নিচু স্তরের বেশ্যাদের ঘর। এমনকি সবচেয়ে উদাসীন পথচারীরা, যাদের মনে এতটুকু রিরংসার আবেগ নেই বা যাদের চিন্তায় কিছুমাত্র কোনও রমণী-শিকারের আগ্রহ নেই, তারাও হাঁ করে দাঁড়িয়ে কাঠের নকল জাফরি লাগানো সবুজ রঙ-করা জানালার উপর ঠেসান দিয়ে উদোমভাবে স্তন-দুটো বার করা মেয়েদের দেখতে থাকে। তাদের স্তন প্রায়শ কিন্তু সামঞ্জস্যের অভাবে কুৎসিত হয়ে গেছে, দেখতে হয়েছে বুড়ো গাই-গরুর শুকনো পালানোর মতন....ঠিক যেন ছোট একজোড়া লাল বালিশের উপর বিশ্রাম করছে ওরা।

নির্জন রাস্তার মুখে আসতেই ছোকরা আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে ঠ্যাঙাবার ভয় দেখাল। ওর শক্তিশালী হাতের থাবা দুটো দেখে নিলাম। খুবই

BanglaBook.org

বড়....রীতিমত বিশাল। লড়িয়ে মোরগের পালকের মতন তার হাতের তালুর পিঠে লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর তার চোখ দু'টো ঠিক যেন কোনও শিকারি জানোয়ারের চোখের মতন। অবস্থাটা যেমন হাস্যকর, আবার তেমনি ভীতিজনক। এক পা পিছিয়ে এলাম, মাথা গরম করলাম না, কেননা আমি জানি গুন্ডারা সাধারণত কাপুরুষ হয় এবং একজনের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়তে হলে কদাচিৎ লড়াই করে তারা। এ ছোকরাও কাপুরুষ এবং ওদের স্বভাব ও জাত অনুযায়ী বিশেষভাবে কাপুরুষ....প্রতিপক্ষ সমান-সমান হলে এ ধরনের কাপুরুষরা কখনও লড়তে সাহস করে না। এখনও ভয় পাওয়ার মতন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। কেননা যতক্ষণ এই লড়াই দু'জনের মধ্যে সীমিত থাকবে ততক্ষণ এই লড়াই সমপর্যায়ের, সে লড়াই যতই ভয়ংকর হোক না কেন। ওই লড়াই আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গীন মুহূর্তগুলিকেই প্রকাশ করে। মানুষের জীবন প্রেমের স্বপ্নে ও সুবিচারের ঘেরাটোপে এমনভাবে ঘেরা রয়েছে, যা কোনও লোকই বাস্তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারে না অথবা এই ইচ্ছাও প্রকাশ করতে পারে না যে আমাদের জীবন তেমনি মসৃণ এবং শান্তভাবে চিরকাল বয়ে যাক। এমন জীবনের স্বপ্ন দেখা নিরর্থক এবং তার আশা করাও বোকামি।

কোনও জবাব দিলাম না। তার দিক থেকেই প্রথম আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম....কিন্তু সে শুধু চিৎকার করতে লাগল, তারপর গর্জে উঠল, তারপর বোধহয় মৃগীর আক্রমণে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এই স্পষ্টতই ভয় দেখানোর জন্য। আশেপাশে কোনও স্যাঙাৎ থাকলে তার সাহায্য পাওয়ার আশাতেই ওর এই অদ্ভুত ভাবভঙ্গি।

এটা কিন্তু আমার কাছে একেবারেই নতুন কোনও অভিজ্ঞতা নয়। ফ্যাসিস্টদের হাতে আমি একাধিকবার মারধোর খেয়েছি এবং আহত হয়েছি। প্রথম বার উনিশ শ' সাতাশ সালে পোলও-তে মার খেয়েছিলাম এবং শেষবার মার খেয়েছি উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে রোমে যখন সন্ধ্যেবেলায় নাইট-স্কুল থেকে রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু আমার দেবদূত সব সময় আমাকে রক্ষা করে চলেছেন, তাই আজ পর্যন্ত সত্যিকারের কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি আমার।

ছোকরা চিৎকার করছিল ভীতু কোথাকার, কী চাস তুই? কী চাইছিস?

কিছু না, জবাব দিলাম---তুমিই তো এসব শুরু করেছ বাপু। আমি আমার সাইকেলটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা চালাচ্ছি।

মাটি থেকে উঠে পড়ল সে।

কী বলছিস তুই, কিচ্ছু না? বেজন্মা কোথাকার, তুই কি বলতে চাইছিস আমি তোর সাইকেল চুরি করেছি? আমি তোর সাইকেলের ব্যাপারে কিছুই জানি

BanglaBook.org

না! উচ্ছন্নে যা! সে সমানে খিস্তি দিতে লাগল।

আমি অচঞ্চল। দু'চোখ সতর্ক। নিজেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি। ওকে চিৎকার করতে দিলাম।

ও আমাকে আঘাত করল না, কারণ ওর একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার জন্য আর কিছু লোক জড়ো করা। ঠিক কাপুরুষের মতন সে চিৎকার করছিল, স্রেফ অন্য কাপুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য। জনতা সব সময় এ-ধরনের কাজ করে থাকে এবং সব সময়ই করবে....তারা সাধারণত পাঁচজনের একটা দল নিয়ে এক-একজনকে আক্রমণ করার সাহস পায়, পাঁচজনে মিলে একজনকে মারে। যাই হোক, চোর ছোকড়া জানে আমার কাছে একখানা ছুরি আছে। পিয়াজা দেল তিয়েত্রো দি পম্পিও-তে আমার সাইকেলের আসনের পিছন থেকে ঝুলন্ত একগোছা সুতো ছুরি দিয়ে কাটতে যারা আমাকে দেখেছে, তারাই একথা ছোকড়াকে পরে জানিয়েছে।

একথা বলার জন্য যতটুকু সময় লাগছে তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জনাদশেক ছিঁচকে চোর এবং পানিকো থেকে কিছু দর্শক এসে জমা হল। দাঁড়িয়ে রয়েছি....আর মনে-মনে ভাবছি....ঠিক একই ধরনের দৃশ্য একটু আগে গির্জার সামনে ঘটে গেছে....সেখানে এক বয়স্ক দম্পতির মানি-ব্যাগ চুরি করা হয়েছিল....পোর্তা পোরতিজের চোরেদের মধ্যে ছিল এমন জনা-পাঁচেক বদমাশকেও দেখলাম এখানকার ভিড়ে।

আমাকে তারা সমানে গালাগালি দিচ্ছে নোংরা উকুন! কুত্তীর বাচ্চা! সব রকম অপরাধের জন্য তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিল! আমি শান্ত, নীরব। তাই দেখে ওরা হতভম্ব হয়ে গেল, এরপর কী বলে আমাকে ওরা গালাগালি দেবে তা জানে না....আমার সরলতা সুপ্রকাশিত, আর তাদের অপমান করার তুণও নিঃশেষিত।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে লড়াকু ওস্তাদ চোররাও আমাকে চোর বলতে পারছিল না, কারণ তারা নিজেরাই চোর এবং কিছু বললেই তারা পরিষ্কার জবাব পাবে—একই জাতের পাখি! সমপ্রকৃতির লোক সবাই।

অবশেষে বললাম বন্ধুগণ, আমার চুরি-যাওয়া সাইকেলটা ফিরে পাওয়ার অধিকার আমার আছে।

চোরের সাথে সৎ লোকের তর্ক বাধল, যারা সৎ লোকের পক্ষ অবলম্বন করার ভান করে তেমনি এক দর্শক বলে উঠল এই ভিয়া দেল পানিকো-তে আপনি আপনার চোরাই সাইকেল খুঁজতে এসেছেন? আপনি একটা আস্ত গবেট।

ঃ আপনি নিজে আপনার চোরাই সাইকেল খুঁজতে কোথায় যেতেন? আমি বিদ্রূপতরল কণ্ঠে শুধালাম—ভ্যাটিক্যানে? ক্যুইরিনালে? সব জায়গায় ঢুঁড়ছি আমি, এবং কাউকে বিরক্তও করছি না, বিরক্ত করার ইচ্ছাও নেই আমার।

ঃ তবে যাও, পালাজো ব্রাসচি-তে গিয়ে খোঁজ! চোরেদের মধ্যে একজন জঘন্য

BanglaBook.org

ভাষায় জানাল। তোমরা জানতে তো পালাজো ব্রাসচিতেই ছিল রোমের ফ্যাসিস্টদের প্রধান আড্ডা।

'পালাজো ব্রাসচি' শব্দটা কানে যেতেই ওদের মধ্যে একজনের মনে পড়ে গেল সে নিজেই ওই দলের এক স্যাঙাৎ ছিল....ছিল একজন ফ্যাসিস্ট সেনা, ওদের দলের একজন গুন্ডা। এখন সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, অন্য দলে নাম লিখিয়েছে সে, কিন্তু এখনও তার মধ্যে রয়েছে সেই আগের মতনই মারমুখী ভাব। সে চেঁচিয়ে উঠল দূর হ'! ফ্যাসিস্ট!

এসব যার কাছে পুরনো কাসুন্দি, তেমনি আর-একজন ধমক দিয়ে উঠল হাঠ শালা, আমরা জানি তুই একটা নোংরা ফ্যাসিস্ট! তোকে আমরা ওদের দলে কুচকাওয়াজ করে ঘুরতে দেখেছি!

এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, কেবল এই কারণে নয় যে আমি কখনও কোনও কুচকাওয়াজে যোগ দিইনি, আর কখনও যোগ দেবও না, কারণটা হচ্ছে দেশের ভিতর যখন এই সব কুচকাওয়াজ চলছিল তখন আমি রোমে ছিলামই না, ছিলাম মেরানোর আলতো আদিজে....নির্বাসনে।

ওরা ভাবছিল ওরা ঠিক জায়গাতেই আঘাত হেনেছে। জনতার সংখ্যা এখন ফুলে-ফেঁপে পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। ওরা চেঁচিয়ে আমার কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু আমি কোনও রকমে শান্ত রইলাম।

ফ্যাসিস্ট! তাই নাকি? তোমাদের মতে তাহলে তো দেখছি রোমানদের দশজনের মধ্যে ন'জনই ছিল ফ্যাসিস্ট। আমি যদি ফ্যাসিস্ট-ই হতাম তাহলে আমাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল কেন? আর কেনই বা আমি বন্দী ছিলাম? ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে লড়াই করা যখন বিপজ্জনক ছিল তখনই আমি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন এসব কথা বলার চেয়ে সে-সময় ওদের সাথে লড়াই করা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল।

ঃ তুই? জেলখানায় ছিলি? আমার নাকের সামনে ঘুষি উঁচিয়ে জনতার ভিড়ে ভিতর থেকে বলল একজন।

ঘুষির ভয় দেখানো এবং সত্যি-সত্যি ঘুষি মারার মধ্যে ফারাক কেবল সেকেন্ডের ভগ্নাংশ, কিন্তু এখনি একজনের কব্জি চেপে ধরার সময় হয়েছে এবং তার ফল ভাল হবে বলে আশা করা যায়।

গুন্ডাদলের একজন আমার শান্তভাব দেখে বিস্মিত হল, বলল কী বলতে চাইছ, তুমি জেলখানায় ছিলে? তুমি কি ভাবছ তোমার কথা আমার বিশ্বাস করছি? তুমি আমাদের পিছু ছাড়ছ না কেন? কেন আমাদের একলা থাকতে দিচ্ছ না? তুমি তো রাজনীতিক নও। তুমি শালা একটা গুপ্তচর, একটা ফ্যাসিস্ট। দূর হও শালা এখান থেকে।

হতভাগা বোকা লোকটা....অন্যদের মত সে-ও ভাবছে মিথ্যে কথা বলছি....এবং সেই জন্যই তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে সামিল হয়েছে।

BanglaBook.org

আর-একজন বুক ফুলিয়ে বলল তুই যদি শালা ফ্যাসি-বিদ্বেষী হোস্, তবে আমিও ফ্যাসিবিরোধী! ভিয়া তাসো-তে ছিলাম আমি।

সমস্ত বিবাদটা তামাশায় পরিণত করার একটা সুযোগ পেলাম, বিদ্রুপের সুরে বললাম তুমি ছিলে ভিয়া তাসাতে? কোথায়? কবে? বেড়াবার জন্যে গিয়েছিলে বুঝি? নিশ্চয় তাই হবে! অথবা হয়তো তুমি জার্মানদের সহযোগিতা করতে অথবা তাদের সেনাদের রাঁধুনির কাজ করতে গিয়েছিলে।

এটা সত্যি ঘটনাও হতে পারে, আমি জানি না। কিন্তু এক বালতি ঠান্ডা জলের কাজ করল, সে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বলল কী বলতে চাইছ তুমি?

ঃ ঠিক যা বললাম তাই, জবাব দিলাম আমি—তুমি কি আমার কাগজপত্র দেখতে চাও?

ঃ সহজভাবে নাও, এই যুক্তি দেখিয়ে একজন দর্শক বলল---বরং ওর কাগজপত্র দেখা যাক!

শুনে ভাবলাম এবার বোধহয় আমি নিরাপদ। কেননা এবার আমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে আমার পকেট থেকে ভেদেত্তা রিপাবলিকানার কপিখানা বার তরে দেখানো।

ঃ এই যে এই কাগজে আমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এটা দেখেছ তো? এই আমার স্বাক্ষর! এই যে আমার পরিচয়পত্র। এক লোকের নয়? আমি কি এই আমি নই?

সৌভাগ্য, আমার কাছে লাল-বইখানা রয়েছে...যারা বন্দীশিবিরে ছিল এই লাল বই তাদের হাতে দেওয়া হত। জনতা দু'টো বিরোধী দলে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে নিরাপদ, কেননা যারা আমার রক্ত দেখতে চাইছিল, জমায়েতের বেশিরভাগ অংশ-ই তাই, আর যারা সুপরিচিত তারা এখন আমার চারধার থেকে ঘিরে ধরল, তারা আর চিৎকার করছিল না। ইতিমধ্যে অন্যেরা চিৎকার করছিল সোল্লাসে আর উপদেশ দিচ্ছিল।

ঃ ওকে ছেড়ে দাও! কেউ-কেউ চিৎকার করে বলল।

ঃ ওকে শালা মেরে ফেলে দাও। আবার অন্য একদলের কণ্ঠস্বর।

ঃ যুক্তি এবং বিচারবোধের চমৎকার ধারণা তোমাদের! হেসে বললাম---আমি যদি নিয়মাতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিস্ট কিংবা রাজদ্রোহী না-হই তবে আমাকে তোমরা খুন করতে চাইছ। ধর আমি এমন একটা দলের সভ্য, যুদ্ধের পর দেশে মাত্র এই একটা দলের অস্তিত্বই থাকা উচিত। নিয়মতান্ত্রিক হচ্ছে হয় ধনী অথবা শান্তিবাদী....

ঃ ও আমাদের গুলিয়ে দিতে চাইছে, কোনও একজন বলে উঠল....ও নির্ঘাৎ একটা আধা-মাতাল—ওকে শ্লা....ঠেঙিয়ে ফেলে দাও! আচ্ছাসে ধোলাই দাও!

কিন্তু এই শাসানি আমাকে আরও শক্তিশালী করে তুলল! চিৎকার করে বলতে লাগলাম আমি ভিয়া দেল পানিকোর চোরদের কাছে যে-লোক তার চুরি-হয়ে

BanglaBook.org

যাওয়া সাইকেল খুঁজতে বেরিয়েছে---তার বিরুদ্ধে এমন বন্য আচরণ রাশিয়াতেও করা হয় না, এমন ঘটনা সেখানে ঘটে না। আসলে এর উল্টো দৃশ্যই রাশিয়াতেই ঘটে। হ্যাঁ, রাশিয়ার প্রত্যেকটি লোক শান্তিতে বাস করে এবং তারা যথেষ্ট খাদ্য পায়, রাশিয়ায় কোনও চোর নেই। এবং থাকলেও সেখানে কেউ চুরি করে অব্যাহতি পায় না। এ-কথাটাও যোগ করলাম, কিন্তু এখানে এখন এমন সময় এসেছে যখন সব সৎ লোক এবং চোর পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।

আমি যখন 'চোর' কথাটা উচ্চারণ করলাম তখন সেই উপস্থিত চার-পাঁচজন ছোকরার কেউ একটা কথাও বলল না। তার বদলে তারা আমার প্রবন্ধটা পড়তে লাগল।

ঠিক এই সময় এক বন্দুকধারী এসে হাজির হল, মাত্র একজন। সেও খুব ছোট-খাট আর কমবয়সী।

আমার উপর মুখিয়ে উঠল সে হঠ যাও, যাও বলছি! এক্ষুনি চলে যাও! তারপর আমার হাত চেপে ধরল সে। আবার জনতার দিকে ফিরে বলল---আচ্ছা, আমি একেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমার সঙ্গে!

এ-কাজ সে করছিল আমাকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু আমি যদি তার সঙ্গে যেতাম তবে তা হত আমার দুর্ভাগ্যের কারণ! প্রতিবাদ জানালাম এবং আমার শরীর স্পর্শ না-করার জন্য তাকে সাবধান করে দিলাম, কেননা আমি একজন নিয়মতান্ত্রিক। রাজার প্রতি আমার কোনও আনুগত্য নেই, এবং জনগণই সঠিক। সব কিছুই রাজার দোষে ঘটছে। সাধারণ দুঃখ-দুর্দশারও কারণ রাজা। কাজেই আমি এই কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে নিজের মনে এর কারণ বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। সেই যুবক বন্দুকধারী অপমানিত হয়ে ততক্ষণ ভিড় ছেড়ে চলে গেছে। আমার বিরুদ্ধে সে গজগজ করছিল। এবারে এই জটলার জন্য কয়েক দর্শক আমার ভার গ্রহণ করল। এরা সবাই নিয়মতান্ত্রিক। চোরেরা সরে পড়ল, ভিড়ের কৌতূহলী লোকজন অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং অভাবিতভাবে লুঙ্গো তেভেরার উপর আমি-ই দাঁড়িয়ে রইলাম। এটা ঘটলো আমার নিয়মাতান্ত্রিক কার্ডখানা দেখাবার পর----চোরগুলো ভিয়া দেল পানিকো-তে তাদের জঘন্য আস্তানায় গা ঢাকা দিল। আমাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় অসহায়ভাবে ঘিরে ফেলে এই গোলমালে বিজয়ী হল চোরেরা....এর পরেও আমি যদি তাদের মহল্লায় চুরি-যাওয়া সাইকেল খুঁজতে যাই তবে তার ফল সঙ্গীন হবে বলে শাসিয়ে গেল। ডানদিকে পম্‌তি মান্‌ত এ্যাঞ্জোলোর দিকে নজর দিয়ে ওদের এই আস্তানা যদি না আবিষ্কার করতে পারতাম, তাহলে ওদের শাসানি মতন-ই কাজ ওরা আমাকে দিয়ে করাতে পারত। যেমনি আমি একা হলাম, অমনি আর-একটা পরীক্ষা করবার ইচ্ছা আমার মনে চাড়া দিল....এটি পরের এবং শেষ চেষ্টা....প্রথমে যেটা আমার কাছে একদম বোকামি বলে মনে হয়েছিল; তা হচ্ছে পুলিশের কাছে যাওয়া। পুলিশকে আমি ঘৃণা করি না, কিন্তু পছন্দও করি না। আমি পুলিশকে একেবারেই সহ্য করতে

BanglaBook.org

পারি না। সব সময় ওদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করি। বহুদিন আগে আমি যখন ওদের সংশ্রবে প্রথম এসেছিলাম তখন থেকেই আমার মনের এই ভাব....এবং এখনও আমি ওদের একইভাবে অপচ্ছন্দ করি....যদিও শোনা যাচ্ছে ইতালির পুলিশ সংগঠনকে এখন নাকি একেবারে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, তবু আগের মতই তারা দুর্নীতিপরায়ণ রয়ে গেছে।

যখন প্রথম পুলিশের সংশ্রবে আসি, তখন বোধহয় আমার বয়স তেইশ কি চব্বিশ। সে-সময় একদিন আনকোনাতে ওদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছিলাম। সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। একজন গোলন্দাজ অফিসার তখন আমি। সীমান্ত থেকে ছুটিতে আনকোনা হয়ে ঘরে ফিরছি। জেলেদের ছোট্ট বন্দর আনকোনাতে একখানা গাড়ির জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল....আগে থেকেই ঠিক ছিল ওই গাড়িখানা আমায় মার্সেটা শহরে আমাকে নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

দুপুরবেলা একটা রেস্তোঁরাতে ঢুকে দেখলাম সেখানে অফিসারদের ভিড়। তখনও আমার পরনে সীমান্তের নোংরা উর্দি, তাই আমাকে দেখতে খুব নয়ন সুখকর লাগছিল না, কিন্তু এখানে উপস্থিত অফিসারদের পরনে বেশ চটকদার পোশাক, এমনকি অনেকে প্রসাধন করেছে এবং গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়েছে। দু'তিনজন লাস্যময়ী সুন্দরী সঙ্গিনীকে খাওয়ার টেবিলে পাশে বসিয়ে তারা প্রত্যেকেই মহা-আনন্দে গল্পগুজব হৈ-হুল্লোর করছে। আমি একটু অপ্রতিভ হলাম....এ-যেন সদ্য সীমান্ত থেকে ঘরে-ফেরা ভাইয়ের উষ্ণ অভিনন্দনের জবাবে পরিবারের অন্যান্যরা তাকে জানাচ্ছে অনুত্তাপ অভ্যর্থনা। এমনকি যারা আমার অভিনন্দনের জবাব দিয়েছিল তারাও পরমূহুর্তেই খাবারের ডিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল....নানা সুখাদ্যে ভরা ডিস আর পাত্রগুলি। একেবারে ক্ষুদে অফিসারদের মনেও সমবেদনা সৃষ্টি করছে আগন্তুক লোকটি, হাস্য-উদ্রেককারী কদাকার পোশাক-পরা লোকটাকে যাতে দেখতে-না-হয় তাই অন্য সকলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর আমার অপ্রতিভ হওয়ার পালা শেষ হলে আমি টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করলাম এবং দ্রুত খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিলাম।

ঠিক আমার টেবিলের সামনেই রেস্তোঁরার পরিচারকটি দাঁড়িয়েছিল আমার খাবার ও পানীয়ের বিলের হিসাব মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে....সহসা একজন উচ্চপদস্থ প্রবীণ অফিসার খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে উঠল, এমনকি লাস্যময়ী সুন্দরীরাও। অফিসারেরা অভিবাদন জানাল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েগুলো-ও স্ফূর্তিবাজ কুক্কুরীর মতন তাদের ল্যাজ নাড়াতে লাগল। সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটল। আমিও চকিতে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই ফাঁকে পরিচারকটি

BanglaBook.org

আমার হাতের নিচ থেকে টাকার থলিটা সরিয়ে ফেলল....বিলের হিসেব মেটানোর জন্যে আমি থলিটা বার করেছিলাম। তারপর যখন বসলাম, তখন দেখি থলিটা হাওয়া। কম্পিত হাতে আমার ভিতর-বাইরের সব পকেটগুলো পাগলের মতন হাতড়াতে লাগলাম। টেবিলের উপর, চেয়ারের নিচে সব জায়গায় খুঁজলাম। যখন এসব করছি, তখন উদাসীনভাবে পরিচারকটি অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার গাল-দু'টো যেন জ্বলছিল। তাকে বললাম আমার সঙ্গে রেস্তোঁরার মালিকের কাছে যেতে। একটু ব্যবধান রেখে সে আমাকে অনুসরণ করল এবং কোন ফাঁকে থলিটা বোধহয় অন্য কোনও পরিচারককে অথবা খুব সম্ভবত সেই মেয়েটির হাতে পাচার করে দিল, যার হয়ে সে দালালি করে। আমার এই টাকার থলি চুরির জন্য এতটুকু বিস্মিত হল না মালিক। ঘটনার জন্য সে চোখমুখ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং আমাকে রেঁস্তোরুর মধ্যে কোনও রকম গোলমাল পাকাতে নিষেধ করল। বিলের হিসেব মেটানোর মত কোনও অর্থ আমার কাছে আছে কি নেই তা জানতে চাইল। যেহেতু আমার কাছে একটা ফুটোপয়সাও ছিল না, তাই বন্ধক হিসাবে আমার ঘড়ি আর আংটিটা তার জিম্মায় রেখে দিতে হল।

অফুরন্ত আশা নিয়ে গেলাম কাছের থানায়, কিন্তু আগেই তো বলেছি, তখনও আমি পুলিশকে ঠিক চিনতাম না। বেলা দেড়টা বাজে তখন। ডিউটির পুলিশ কনস্টেবল জানাল সহকারী দারোগা বেলা চারটের আগে থানায় ফিরবে না। আমি দারোগা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ডিউটির কনস্টেবলটি আমাকে শুধাল, নিজেকে আমি কী মনে করি....আমার কি জানা থাকা উচিত নয় যে মহামান্য দারোগা-সাহেব সবার সাথে দেখা করেন না? আমার সব কথা সে শুনল....তখনই সে জোর দিয়ে জানাল, একমাত্র যে-সব লোকের ঘটনা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং জরুরি অথবা যে-সব ঘটনা সহকারী তাঁর গোচরে আনে সে-সব ঘটনাই শুধু স্বয়ং দারোগাসাহেব দেখে থাকেন। যতদূর পরলাম আমার ঘটনাটা তাকে বুঝিয়ে বললাম। বললাম আমার কাছে এটা খুবই একটা জরুরি বিষয়....কিন্তু পুলিশপুঙ্গবটি হাসতে লাগল। একটা সিগারেটের আন্ধায় বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে সে আমার ঘটনাটা শুনছিল। অকপটে বলছিলাম, তাই তখনও তার মনের ভাব ধরতে পারিনি। ধরতে পারলাম তখনই, তখন পুলিশ-কনস্টেবলটি মধু-মাখা ভাষায় আমার কাছে জানতে চাইল, আমি তাকে এক প্যাকেট সিগারেট দিতে পারি কি-না। আমার কাছে তিন-চারটে সিগারেট ছিল, তাই তাকে দিলাম। নজরে পড়ল, সে আমার রূপোর সিগারেট-কেসটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে। সহকারী-প্রধানের সঙ্গে যেহেতু আমি দেখা করব বলে জেদ ধরেছিলাম, তাই সে আমাকে একখানা ঘরে বসতে দিল....ঘর তো নয় যেন একটা নোংরা গর্ত, শুয়োরের খোঁয়াড়....ইতালির সব থানায় এমন একখানা ঘর আছেই....কনস্টেবলটা আমাকে সেখানে বসার অনুমতি দিল....তারপর পায়চারি

BanglaBook.org

করতে শুরু করল। তাকে আমি যে সিগারেটগুলো দিয়েছিলাম সেগুলি ফুঁকে শেষ করার পর সে বিষণ্ণ মুখে বলল বোধহয় তুমি আশা করছ আমি তোমায় কিছু টাকা ধার দেব, তাই না? হা! একটা হারানো টাকার থলি? হারানো টাকার থলিটা কী? তোমার কাছে কি আর কোনও টাকা পয়সা নেই? খুবই খারাপ। তোমাকে আমি এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যে তোমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারবে।

ঃ না----দরকার নেই। বলে আমি হাসলাম।

কিন্তু পুলিশপুঙ্গবটি এরপর আমাকে নিয়ে মজা করতে শুরু করল। বয়সে তখন আমি খুবই তরুণ, অবশেষে বেজায় বিরক্ত হয়ে বললাম একজন সৎ লোক, একজন অফিসার, যে-যুদ্ধ সীমান্ত থেকে সবে ঘরে ফিরেছে, তাকে সাহায্য করার রীতি এটা নয়, অসহ্য এই ব্যবস্থাপনা।

আমার মন্তব্য শুনে দারুণ কুপিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠল পুলিশপুঙ্গবটি। রাতিমত অপমানজনক কথা বলতে শুরু করল এবং জোর করে আমার হাত ধরে সেই শুয়োরের খোয়াড় থেকে টেনে বার করে ইট-বেরকরা একটা সিঁড়ির মুখে টেনে আনল....মনে হচ্ছিল এটা যেন থানা নয়, একটা বেশ্যালয়। এইসব ব্যাপার দেখে তখন আমি এমন একটা কথা বলে ফেললাম, স্বীকার করছি, সরকারি বিচার-প্রশাসন সম্পর্কে তাতে আদৌ কোনও শ্রদ্ধা বা আনুগত্য প্রকাশ পায়নি। কথাটা শুনেই কনস্টেবলটা ভীষণ ক্ষেপে গেল, আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে বলে শাসাল। তার শাসানি ভব্যতার সীমা পেরিয়ে গেল। এদিকে যখন এই অবস্থা, তখন বোধহয় সরাইখানার সেই পরিচারকটি আমার থলিতে পাওয়া টাকার বড় নোটগুলো তার পীরিতের নোংরা মেয়েটার সাথে ভাগাভাগি করে নিচ্ছিল।

এখন যে-থানায় গেলাম সেটা অন্য থানাগুলোর চেয়ে এতটুকুও বেশি পরিচ্ছন্ন নয়। সদর দরজার সিঁড়িটা যেমন থাকা উচিত, তেমন আলোকিত নয়, বরং অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময় আর অন্ধকার। একতলায় একজন পুলিশ কনস্টেবল একটা ভাঙা চেয়ারে পা তুলে মহা আরামে গা ঢেলে দিয়েছে....ঠিক যেন একটা ভেড়া জাবনার ডাবায় নাক রেখে ঝিমোচ্ছে।

ঃ তার কাছে জানতে চাইলাম সাইকেলখানা কোথায় রাখব সেখান থেকে কেউ চুরি করতে পারবে না।

ঃ নিশ্চয় এখানে নয়। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল কনস্টেবলটা।

এমনকি পাহারাঘরের ভিতরের এককোণেও সাইকেলখানা রাখার অনুমতিও সে আমাকে দিল না।

BanglaBook.org

কোথায় রাখব তাহলে? জিজ্ঞাসা করলাম।

তার আমি কি জানি। তোর সাইকেল কোথায় রাখবি তার জন্য তুই মাথা ঘামাবি! জবাব দিল সে।

আমরা যেন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু, এমনিভাবে তুই-তোকারি করছিল সে আমার সঙ্গে....কিন্তু আমি তার এসব কথায় কান দিলাম না, কারণ কোন বদ-উদ্দেশ্য নয়, অজ্ঞতার জন্যই সে এমন আচরণ করেছে। আমার সম্পর্কে তার ওই মন্তব্য পুলিশশ্রেণীর লোকেদের মনের প্রাথমিক আবেগকে প্রকাশ করছে। ন্যায়-বিচার, যা নাকি সব কিছুকে গ্রাস করতে চায়, কিন্তু কোনও কিছুরই ব্যবস্থা করে না, অর্থাৎ কোনও কিছুরই সুনিশ্চিত অবস্থায় ত্যাগ করে না....যা আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা....তাই যেই কেউ থানায় আসে তখনই আগেভাগে বলে বসে ব্যাপারটার জন্য তুমিই মাথা ঘামাও।

ছোট্ট উঠোনটার দিকে তাকিয়ে শুধালাম আমার সাইকেলটা ওখানে রাখলে কি নিরাপদে থাকবে, আপনার কী মনে হয়?

ঃ জানি না! আগের চেয়েও বেশি কাষ্ঠহাসি হেসে বলল সে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুষি পাকিয়ে বলল—ওটার দিকে নজর রেখ চাঁদ! কী করে রাখবে কোথায় রাখতে সেটা তোমার মাথাব্যথা? (গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত, আর সেই কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে সে আরও কঠোরভাবে জবাব দিল)। বুদ্ধিমানের মতো আমি তাড়াতাড়ি উঠোনে সাইকেলটার কাছে গেলাম। নজরে পড়ল উল্টোদিকে রয়েছে একটা জলের পাইপ। পাইপের গায়ে সাইকেলখানা ঠেসান দিয়ে রেখে দু'দুটো তালা ঝুলিয়ে দিলাম। এরপর একটু স্বস্তি পেতে থানার উঠোনের এক কোণায় গিয়ে মুক্তানন্দে নিজেকে ভারমুক্ত করলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। ঢুকলাম একখানা ঘরে, পাশে বারান্দা। ঘরে জনাদশেক পুলিশ, সবাই নিষ্কর্মা। অলস। এদেরকে কেন এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তার কারণ আমার জানা। ওদের বিষণ্ণতার কারণ ভয়....ফ্যাসিস্ট বিতাড়ন কমিশন এবং মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রন কমিশন ওদের মনে এই ভয় জন্মিয়েছে। কারণ ওরা একটা সত্য ঘটনার ব্যাপারে সচেতন—জার্মান-দখলের সময়ে পাঁচ শ' লিরার লোভে তারা স্বেচ্ছায় নাৎসিদের জন্য মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধা, ফ্যাসিবিরোধী এবং অন্যান্য নিরীহ নাগরিকদের খতম করার খুনী বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল।

একজন হাবিলদারকে শুধালাম দারোগাসাহেব কোথায়?

দাঁত-বার করে বিদ্রুপাত্মক স্বরে জবাব দিল সে তিনি এখানে নেই! তারপর একজন সারজেন্টের দিকে ঘুরে বললে—কী সারজেন্ট, তুমি এর ঘটনাটা শুনবে নাকি?

কিন্তু উপস্থিত অন্যান্যদের চেয়ে সারজেন্ট আরও বেশি বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত।

বললাম একটা সাংঘাতিক ঘটনার কথা আমি বলতে চাই। সাধারণ সাইকেল চুরির ঘটনা এটা নয়, তেমন হলে বলবার মতো কিছু থাকত না, কিন্তু সাইকেল-

BanglaBook.org

চোরকে আমি পানিকো অঞ্চলে ধরার পর একটা ঝামেলা ঘটে গেছে। আমার এই মন্তব্য কয়েকজন পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কিন্তু আমার কথাটা যেন তাদের কানে যায়নি এমনভাবে তারা উদাসীনচোখে তাকিয়ে রইল। ইতিমধ্যে অন্যানা কিছু পুলিশ ব্যস্তসমস্তভাবে হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকে পড়।

ঃ শুনতে পেলেন কি? ওই চোরগুলো প্রায় আমার চামড়া খুলে নিচ্ছিল!

একজন পুলিশ কনস্টেবল আমার চারধারে ঘুরঘুর করছিল দু-একটা সিগারেট পাওয়ায় আশায়----যদি অবশ্য এর বেশি কিছু পাওয়া না-যায়। তার কাছেই জানতে চাইলাম----কী হয়েছে, ব্যাপার কি?

টেলিফোন বেজে উঠল। মন্ত্রিদপ্তরের কোনও বড়সড় কেউকেটা একজনের সাথে টেলিফোনে কথাবার্তার পর সে বলল, কোর্টের রায়ে উচ্ছেদের কাজে বেলিফের সঙ্গে দু'জন পুলিশ কনস্টেবলকে সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছিল, যাতে বেলিফ কাজটা করতে সক্ষম না-হলেও যেন পাবলিকের হাতে মারধোর না খায় তা দেখবার জন্য। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পুলিশ দু'জন, যে-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে—যখন সেই বাড়িতে ঢোকে তখন ভাড়াটে যথারীতি প্রবল চেঁচামেচি করে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। জানালা থেকে মাথা বের করে ভয়ানক চেঁচাতে থাকে সে----'বাঁচাও! বাঁচাও!' স্বাভাবিক প্রথামাফিক আশপাশের লোকজন লাঠি-সোঁটা হাতে জমা হয় এবং পুলিশ-দু'জনকে তেড়ে আসে। বিপদের মুহূর্তে সবার মতো পুলিশও একদম সাধু বনে যায়। তারা তখন তাদের পা-দুখানায় দ্রুত গতি সঞ্চারের চেয়েও 'ম্যাডোনা অফ দ্য কারমেলাইটস'-এর অনুগ্রহ চেয়ে নিজেদের বেশি নিরাপদ বোধ করে।

এই আর-এক কাণ্ড যা সাইকেল-চুরির চেয়েও সাংঘাতিক! কী করে পুলিশরা এখন আমার কথায় কান দেবে, যখন তাদের একদল পুরোন পাপী ফ্যাসিস্ট বিতাড়ন কমিশনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজছে....ঈশ্বর জানেন বিতাড়ন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনবে....আর-একদল জনতার হাতে মার না-খাওয়ার জন্য 'ম্যাডোনা অফ দ্য কারমেলাইটস'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। রঙ্গ মঞ্চে কোনও মিলনাত্মক নাটক দেখার চেয়েও এই ব্যাপারটা আমার মনে অনেক বেশি আনন্দের খোরাক জোগাল।

ইতিমধ্যে আমি যে ঘটনার নালিশ জানাতে এসেছি----সেই সাইকেল-চুরির ঘটনা বেমালুম ভুলে গেছি এবং চলে যাওয়ার কথা ভাবছি, এমন সময় আর-এক পুলিশপুঙ্গব থানায় এসে ঢুকল। মুহূর্তের জন্য খর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একেবারে বন্ধুর মত এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল।

নিজের মনকে বোঝালাম, দাঁড়াও, কিন্তু কোনও কিছুর আশা কোরো না। এমনও

BanglaBook.org

হতে পারে যে সাইকেল-চোরটাকে সে পাকড়াও করেছে, অথবা আমার হারানো সাইকেলটার সন্ধান পেয়েছে!

না, মোটেই সাইকেলের ব্যাপার নয়। আগে যেখানে থাকতাম, সেই পিয়াজ দ্য আর্মির পুলিশের রাজনৈতিক বিভাগের পুরনো গুপ্তচর লোকটা। আমাকে চিনতে পেরেছে, কারণ সে সময় লোকটা আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করত।

হয়তো কিছুই নয়, নিছকই ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করার মতলব ছিল তার।

ঃ হ্যাঁ, বলুন! আমি শুধালাম।

ঃ আপনার কি মনে পড়ছে না? প্রিয় প্রফেসর, আপনাকে আমি বছরের পর বছর ছায়ার মত অনুসরণ করেছি। এখন আপনি নিশ্চয় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি। আপনার মত ফ্যাসিবিরোধী লোক তো এখন গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যক্তি না-হয়ে পারেই না। আপনার জন্যই আমাকে কত না তুষারঝঞ্ঝা আর বৃষ্টিপাত-সহ্য করতে হয়েছে, কত না সতর্কতা এবং কর্মচ্যুতির বাণী শুনতে হয়েছে! আমি জানতে চাই, কিন্তু সেটা হয়ত আমার ঠিক উচিত হচ্ছে না যে আজ আপনি গুরুত্বপূর্ণ কোনও পদে নেই কেন? কেনইবা এখানে এসেছেন? ফ্যাসিস্ট শাসনকালে আমাদের কাজ ছিল কখন আপনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, কখন বাড়িতে ফিরছেন তা দিনের পর দিন লিখিতভাবে জানানো। আপনাকে ফ্যাসিবাদের শত্রু মনে করা হত, মনে করা হত বিপজ্জনক গোপন এক ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে....আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি নির্বাসিত বন্দীদের সাথে গোপনে চিঠির আদান-প্রদান করতেন! আপনি এখন নিশ্চয় কোনও কমিশনে স্থান পেয়েছেন! আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমরা দরিদ্র পুলিশ-কর্মচারী! আপনি তো আমাদের অবস্থা দেখছেন, কী জঘন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের সাথে! কেউ আমাদের পচ্ছন্দ করে না....আমরা এখন না-ঘরকা না-ঘাটকা। আমাদের একটু সাহায্য করুন। কিন্তু, আপনি এখন এখানে কী করছেন? অ্যা, আপনার সাইকেল চুরি হয়েছে? কোন সাইকেলটা? নীলটা নয়, এ্যালুমিনিয়ামেরটা। আমারই মত সে আমার সাইকেলটা চেনে, কারণ পুলিশ যখন কিছু দেখে, তখন বেশ খুঁটিয়ে দেখে। ইতিমধ্যে আরও কিছু পুলিশ আমার কাহিনী শুনতে আগ্রহ দেখাল। আর তারা প্রায় সবাই অর্ধবৃত্তাকারে আমাকে ঘিরে ধরল। আবার আমার সাইকেল-চুরির ঘটনাটা বলতে বাধ্য হলাম। চুরির ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে পুলিশের চেয়ে কম দক্ষ হলেও খুব হিসেব করে, সাবধানে শব্দ বাছাই করে বিস্তারিতভাবে কাহিনীটা বললাম।

অন্যান্যরা যখন শুনল ফ্যাসিস্টদের আমলে আমাকে একজন গোপন ষড়যন্ত্রকারী মনে করা হত, আমার উপর বিশেষভাবে নজর রাখা হত; তখন তারা সবাই হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল থেকে আশা প্রকাশ করল যে আমি তাদের জন্য নিশ্চয়ই এখন কিছু করব....এমনভাবে বলল যেন তারা সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই আমলে আমি নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছি।

BanglaBook.org

বাস্তবিক, এটাও আমি নজর করলাম যে ওদের কারও-কারও মনে এমন সন্দেহও রয়েছে যে আমি এখানে এসেছি মূলত তদন্ত করতে, আর সাইকেল-চুরির ঘটনাটা নেহাৎ একটা লোক-দেখানো অছিলা। সারজেন্ট জলহস্তীর মতন দ্রুত তার কুৎকুতে চোখ দু'টো ঘোরাচ্ছিল, তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল।

ঃ ওহো, পাপ্পা! ওকে আমরা চিনি! মৌনতার বাঁধ ভেঙে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল আর একজন পুলিশ কনস্টেবলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

ঃ আরে ও-ই তো ওই ছেলেটা....। অন্য আর-একজনকে বলল, চোখ কুঁচকে কিছু ইঙ্গিত করল, যার একমাত্র অর্থ হতে পারে যে ও পাপ্পা, ওর কীর্তি কে না জানে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না। তৃতীয় পুলিশটা অন্যদের গোঁত্তা মেরে চুপ করে থাকতে ইশারা করল, বুঝতে পারলাম রোমের সব চোরকেই পুলিশ চেনে, কিন্তু ওদের কোনওরকম ক্ষতি করার ইচ্ছে এদের নেই....ভাল প্রতিবেশী হিসাবে তারা সহ-অবস্থান করতে চায়। যারা সাহায্য চাইতে আসে, পুলিশ তাদের কাছে কখনওই প্রকাশ করে না যে কারা চোর, তাদের নাম কী, কোথায় তাদের বাসস্থান, কী কাজ তারা করে, এবং আজকের এই সাংঘাতিক অস্থির সময়ে তারা আরও কী ধরনের বদ কাজ করার মতলব আঁটছে। এখন, সাংঘাতিক ভয়ের সময় শাসন ও শাস্তি কী তা ইতালির লোক বহুদিন ভুলে গেছে। পুলিশও সচরাচর কাউকে গ্রেপ্তার করতে চায় না।

ঠিক এই সময় বাঁদিকের ছোট দরজা দিয়ে বেঁটে মতো একটা লোক ঘরে ঢুকল। মনে হল সে আমার চেয়েও অসুবিধায় পড়েছে। আমি কোনও অনুরোধ না-করা সত্ত্বেও আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সে তার ঘটনা বলতে শুরু করল এবং, তার চেয়েও কঠিন অবস্থা—আমার কাছে সে পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানাল। সে বলল ভিয়া দেল আনিমা এবং পিয়াজা নাভোনোর কাছাকাছি বাড়িগুলোর একখানার মালিক সে।

পিয়াজা দেল চিয়েসা দি সান্তা মারিয়া দেলা পেসের সামনে একটা গলির মধ্যে এই বাড়িখানা, পিয়াত্রো দা করতোনার স্থাপত্যের মনোরম একটা নিদর্শন সেটা। বেঁটে লোকটি এই অট্টালিকার বিভিন্ন তলাগুলো সৎ অথবা অনুমানে সৎ ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া দিয়েছিল। জার্মান দখলের সময় কিছু-কিছু ভাড়াটে পালিয়েছিল, অবশিষ্টরা ঘর দখল করেই ছিল। যারা ছিল, তারা মৌখিক অনুমতি নিয়ে যারা পালিয়েছিল অথবা পালাতে চেয়েছিল অথবা বাধ্য হয়েছিল পালাতে, তাদের ঘরগুলো ভোগ-দখল করছিল। জোর করে তারা তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল, পালিয়ে-যাওয়া ভাড়াটিয়াদের আসবাবপত্র ঘর থেকে বের করে দিয়ে, কিংবা কোনও পিছনের কুঠরিতে সরিয়ে দিয়ে....এইসব নতুন ভাড়াটেরা ওইসব

BanglaBook.org

ঘরে ঘরে তাদের নোংরা খাট-বিছানা পেতে বেশ্যা আর সৈনিকদের ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিচ্ছে। এক কথায়, ওরা গৃহস্থ বাড়িকে অভিসার-আলয়ে রূপান্তরিত করেছে...এখন আবার ওখানে কোথা থেকে একজন নোংরা বুড়ো পরিচালকও এসে জুটেছে। খাবার-দাবার এমনকি পোশাক এবং বেশ্যা ভাড়ার টাকাও ধার দেওয়া হচ্ছে এখান থেকেই। স্বাভাবিক ভাবেই এসব কাণ্ড বাড়িওয়ালার রুচির সাথে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ঘটনাটা প্রকাশ পাওয়ার পর সে বহুবার এ ব্যাপারে পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে।

পুলিশ হস্তক্ষেপ বিলম্ব করেছে এবং অবশেষে আজ সে নিজেই থানায় এসেছে দু'জন পুলিশ কনস্টেবল চাইতে....সে যখন ওই সব বেশ্যাদের আর ওই পরিচালককে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে তখন অন্তত যেন পুলিশ তাকে রক্ষা করে। এটা বড়ই চিত্তাকর্ষক ঘটনা হয়ে উঠবে, কেননা যে-সব আগ্রহী সৈনিকরা বেশ্যাদের পক্ষে থেকে তাদের রক্ষা করছে, তারাই এবার পুলিশকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। পুলিশের হস্তক্ষেপ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দারোগাসাহেব বর্তমানে থানায় নেই, তাই বেঁটে লোকটি অপেক্ষা করছে।

প্রতীক্ষা সর্বদাই দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর। এ ব্যাপারে সময় প্রায় স্থির। কিন্তু অন্য ব্যাপারে সময় যেন উল্কার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। অতিক্রান্ত হয় আমাদের কোনও পাত্তা না-দিয়েই অথবা উপযুক্ত সফলতা ছাড়াই। কিন্তু প্রতীক্ষা যদি সুদীর্ঘ হয়ে ওঠে, যদি থানার বারান্দায় বা ভিতরকার কোনও ঘরে বসে সেই সময় কাটাতে হয়, তাহলে মনে হয় সে প্রতীক্ষা যেন চিরন্তন। সে সময় আর ফুরোতে চায় না। সময় যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, সময়ের যে-চাকাগুলো চিরকালের সেগুলো বুঝি মন্ত্রমুগ্ধ স্থানু হয়ে গেছে। আগে কখনও আমাদের স্নায়ুবৈকল্য না-ঘটলেও এই অবস্থায় আমাদের স্নায়ু বিকল হতে বাধ্য। তাছাড়া, থানায় দর্শন দেওয়া কখনও সুস্থিরভাবে হয় না, হতে পারে না, এ ঘটনা ঘটে যখন শমন ধরিয়ে আমাদের সেখানে ডাকা হয়....তারপর হাজারো রকমের সন্দেহ, অস্বস্তির মধ্যে অতীত ঘেঁটে বার করা হয় হাজারো অনুমানসিদ্ধ অপরাধের অভিযোগ....অথবা যদি আমাদেরই কোনও অভিযোগ জানানোর থাকে এবং সেজন্য যদি আমরা পুলিশের সাহায্য চাই,—সেক্ষেত্রেও আমরা যে খুব স্বস্তি পাই, তাও নয়।

এই লোকটাও মনে হচ্ছে স্নায়ুবৈকল্যের শিকার হয়েছে, আমার সাথে কথা বলার সময় প্রায় একটা এঞ্জিনের মত সে ভসভস করে ধোঁয়া ছাড়ছিল! এর মধ্যেই বার-তিনেক সে তার কাহিনী বর্ণনা করেছে এবং প্রতিবারেই তার কাহিনীর পরম্পর ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। যেন একটা ফিঙে, খাঁচায় বসে সমানে কিচ্‌কিচ্ করছে। প্রথমটায় অনিচ্ছার সাথে তার গল্প শুনছিলাম....পরে সেই লোকটা আমার কৌতূহল আকর্ষণ করতে সক্ষম হল। বিশেষ করে যখন সে বর্ণনা করল কেমন করে একটা অর্ধ-নগ্না বেশ্যা স্রেফ একটা পেটিকোট পরে রাস্তায় ছুটে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এসেছিল তার সাথে ঝগড়া করতে। পরশু সে যখন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তখন সেই বেশ্যাটা তার চারতালার জানালা দিয়ে তার মাথায় নোংরা জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সারাক্ষণ ধরে মেয়েটা তাকে টিটকিরি দেয়, তাকে নিয়ে মজা করে, অশ্লীল ইঙ্গিত দেয়, গালাগাল করে। লোকটি আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে এটা একটা কলঙ্কময় ব্যাপার। দু'টো মেয়ে আছে তার---একটি এসব বোঝার পক্ষে যথেষ্ট বড়, অন্যটি নাবালিকা হলেও এসব যে মোটেই বোঝে না, তা নয়। নীতিরক্ষার্থে এবং তার মেয়েদের ভালোর জন্য সে এই জঘন্য ব্যাপারটাকে আপাতত শেষ করতে ইচ্ছুক। তাছাড়া, ওই বুড়ো বেশ্যার দালালটা তাকে কোনও বাড়িভাড়া দেয় না, আগের ভাড়াটেরাও তাই। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এখন কেবল দুর্নাম আর রসিকতার পাত্র হয়েছেন। ঐ বাড়ি থেকে এখন তার কোনও রোজগার নেই, আছে শুধু দুর্নাম! বার বার সে এসব বলতে লাগল। ঘটনা তাকে এমন উত্তেজিত করে তুলেছিল যে এর চেয়ে বেশি কিছু সে বলতেই পারছিল না।

ঃ কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন? সহসা সে শুধাল!

তাকে বলতে হল একখানা এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি সাইকেল চুরি হওয়ায় এখানে আমাকে আসতে হয়েছে।

একখানা সাইকেল? জবাব দিল সে---কিন্তু রোমে তা রোজ চার-পাঁচ শ' সাইকেল চুরি হয়!

ইচ্ছে করেই আমি এ্যালুমিনিয়ম শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম, যাতে উৎসাহিত হয়ে সে পুলিশের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ জানায়। বক্তব্যকে সীমিত রেখে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে এই সাইকেলচুরির সঙ্গে বিশেষভাবে নিয়োজিত কোনও নির্দিষ্ট দল জড়িয়ে নেই।

ঃ আপনাকে আমি বলছি, বেঁটে লোকটি আবার বলতে শুরু করল----পুলিশ কনস্টেবলরা আর তাদের অফিসাররা হচ্ছে বদমাইশ দুরাত্মার দল। তারা মনুষ্যসমাজের শরীরে এঁটুলি, উকুন আর ডাঁস মাছির মতন বাস করে। মাঝে-মাঝে তারা বেশ বড়লোক হয়ে ওঠে, এবং তখন লোকে বলে, তারা তাদের বাচ্চাদের মানুষের রক্ত পান করায়। কোনও সুন্দর সকাল বাকচিনির মতন তাদের নজরেও পড়ে যেতে পারে, যে এর চেয়ে পিছনে পড়ে থাকা এবং জমিতে লাঙল দেওয়া ভাল অথবা এ্যাঙোলিনা ময়দা কারখানা থেকে দু'ব্যাগ ময়দা গাধার পিঠে চাপিয়ে তার ল্যাজ মুচড়ে তার পিছনে-পিছনে আসাও এর চেয়ে ঢের ভাল কাজ। স্বভাবের দিক দিয়েও এই পুলিশরা অতি জঘন্য, অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারা তাই ছিল। মূর্খ এবং অভদ্র....তারা অন্যের চোখের জল শুষে নেয়, অত্যাচার করে। সাধারণ লোকজনের ওপর আরও বেশি বিমর্ষতায় কারণ ঘটিয়ে তা উপভোগের মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদেরই মনের বিমর্ষতা নষ্ট করতে চায়। যেমন একটা পেরেক আর-একটা পেরেককে আঘাত

BanglaBook.org

করে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। তারা অন্যের দুঃখের কাহিনী শুনে আনন্দ পায়। যখন কোনও হতভাগ্য উৎপীড়িত বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে যায়, কথা হারিয়ে যায় তাদের মুখ থেকে, বলবার সময় কেঁদে ফেলে, বলে যে তারা মারাত্মক পীড়নের শিকার হয়েছে, তখন এই পুলিশগুলো দাঁত বার করে হাসতে থাকে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল ছোটখাট লোকটা হতাশ হয়ে পড়েছে, তবু সে বলছিল: এসব জেনেও, বুঝতে পারছেন তো কত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে আমাকে এই পুলিশের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে আসতে হয়েছে।

ঃ তিজির মতো কেউ একজন তার ভাল করবে, চঞ্চল মানুষটাকে একটু শান্ত করার আশায় কথাটা আমি বললাম—বুঝতে পেরেছি, যারা বিশ্বাস করে গুণ্ডামি মস্তানি হচ্ছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ, আপনি তাদের বিরোধী। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন থাকার কারণে আপনি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। ভাগ্যবান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি পকেটে টাকা রয়েছে অথবা রয়েছে প্রভাবশালী আত্মীয়রা। শুধু বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে ইতালিতে কেউ উন্নতি করতে পারে একথা আপনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন না। বুদ্ধি ও দয়া নৈতিক সাধুতার সমার্থক। ইতালিতে মনে করা হয়ে থাকে বুদ্ধি ও প্রতিভা শুধু দুঃখ নিয়ে আসে।

ঃ তাহলে সব কিছুর ফয়সালা গুণ্ডামি করেই হয়, ছোট-খাট লোকটা জবাব দিল।

এর কিছুক্ষণ পর থানার দারোগার সাথে সাক্ষাৎ এবং কথা বলার অনুমতি পেল লোকটা। সব কথা শুনে দারোগা অভ্যাসমাফিক কাঁধ নাচাল, বুঝিয়ে দিল যে তার জন্য আদৌ কিছু করতে পারবে না। দশ মিনিটের বেশি লাগলনা না গোটা ব্যাপারটায়। যতটা রাগ নিয়ে সে এখানে এসেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি দুঃখ আর রাগ নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। শেষমেষ সে এতটাই রেগে গিয়েছিল যে যাওয়ার আগে আমার কাছে সে বিদায় নিতেও ভুলে গেল।

আমার পালা যখন এল তখন ঘটনাটা যতদূর সম্ভব খুলে বললাম, এটা শুধু একখানা সাইকেল-চুরির ঘটনা নয়, এ প্রায় চোরের রাজত্ব বলা যায়। সৎ একজন লোককে তারা সবাই মিলে যে আক্রমণ করেছিল, তা-ও বললাম। একবার সে তাদের কবল থেকে পালাতে পেরেছে আর সেটা তার নিজের বুদ্ধিতেই সম্ভব হয়েছে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সে এক সাইকেল-চোরের পিছু ধাওয়া করেছিল।

দারোগা হুকুম দিলেন পাপ্পাকে থানায় ধরে আনার জন্য। কিন্তু সেটা কি ভাল

BanglaBook.org

কাজ হবে? পাপ্পা নিশ্চয় একা আসবে না। এটা তাদের দলের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা। কাজেই, সঙ্গী-সাথীদের নিয়েই সে থানায় হাজির হবে।

আর তখন পাপ্পা আর আমি মুখোমুখি হলে কী ঘটনা ঘটবে?

আমাকে জোর দিয়ে বলতে হবে, পাপ্পাকে সাইকেল-চোর হিসাবে আমি ঠিকই চিনেছি, কিন্তু সে অপরাধ অস্বীকার করবে অনেক সাক্ষীসাবুদ জড়ো করবে সে, তারা এ-ও বলবে যে সে তখন আদৌ রোমেই ছিল না ইত্যাদি, অন্য দিকে এর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ দাখিল করব আমি? কিছুই না। কিছুই না। কিছুই নেই আমার হাতে, কারণ পরশু ও কাল আমি ওদের বিচরণভূমি ঘুরে-ঘুরে দেখেছি। দেখেছি, ওদের চারপাশের জঘন্য পরিবেশ। এতদূর পর্যন্ত আমি এগিয়েছিলাম যে মুচিটাকেও সাহস করে শুধিয়েছি। পরিস্কার মিথ্যা জবাব দিয়েছিল সে, জোর দিয়ে বলেছিল যে সাইকেল-চোরটাকে নাকি সে দেখেই নি, কাজেই সে তাকে চিনবে কী করে! অবশ্য গোটা ব্যাপারটাই অত্যন্ত সন্দেহজনক। চোরটাকে বেরোতে দেখে আমি তাকে দেখিয়ে মুচিটাকে বলেছিলাম ওর মুখের দিকে তাকাও! মুহূর্তের জন্য মাপ করো আমাকে, তোমার দোকানে আমার সাইকেলখানা রাখছি! ছোট্ট স্কোয়ারের প্রত্যেকে চোরটাকে পালিয়ে যেতে দেখেছিল তখন।

এখন একটা ছোট্ট সূত্র মনে পড়ছে আমার, যদিও প্রথমে বিষয়টা গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছিল! আমি যখন চুরি যাওয়ার পর সাইকেলটার জন্য শোক করছিলাম তখন পথচলতি এক ছোট্ট চেহারার বুড়ি তার কাঁপা-কাঁপা আঙুল তুলে দেখিয়ে বলেছিল....ওখানে খোঁজ করো! তার ওই 'ওখানে' কথাটার আমি মনে করেছিলাম পিয়াজা দেল মন্তের দিকে। এখন মনে হচ্ছে তার অর্থ ছিল পাপ্পার ছোট্ট দোকানটা! এখন আমার কী করা উচিত? ফিরে গিয়ে কি বুড়িকে খুঁজে বার করব? সকলেই জানে পুলিশের সামনে মুখ খুলতে এসব বুড়িরা বেজায় ভয় পায়। এমনকি তখন বাতাসেও তারা কাঁপতে থাকে। অনেকটা কচ্ছপের মতন আর কি, যে মুহূর্তে মুখের ওপর ওরা বাতাসের ঝাপটা খায়, অমনি খোলের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়, চোখ বন্ধ রাখে।

অন্য যেসব লোকজন তখন সেখানে হাজির ছিল, তাদের মধ্যে কে-ই বা আমার অভিযোগ সমর্থন করবে? ঠেলাওয়ালারা? নিশ্চয় নয়, কারণ তা যদি তারা করতে চাইত তবে তখনি করতে পারত, হাত-বদল-হওয়া ছোট্ট আসবাবপত্রের ম্যানেজার পাপ্পা-কে দেখিয়ে দিত। তারা প্রতিদিনই ওকে দেখছে। আসলে ঠেলাওয়ালারাও চোরদেরই দলে, তারণ তাদের অশ্বতর, ঘোড়া, গাড়ি এবং ঠেলাগুলোর আস্তানা হচ্ছে ভিয়া দেল মাত্তোনাতো-তে, আর ও কথা তো আগেই বলেছি যে ওখানেই একদল চোরের পাক্কা ঠিকানা। বাস্তবে, কোনও লোকই আমার হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে না। যা ঘটবে তার একটা ছবি এখনই আন্দাজ করে নিতে পারছি। পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে পাপ্পা মেজাজ গরম করার ভান করবে। কমিশনার নিজেই তাকে বলবেন আমি যদি এর পরও তার বিরুদ্ধে সাইকেল

BanglaBook.org

চুরির অভিযোগ জানাতে থাকি তবে সে যেন আইনী ব্যবস্থা নেয়....এবং আমাকে তখন সেক্ষেত্রে থানা ত্যাগ করতে হবে। তারপর কী? তার স্যাঙাতেরা ইতিমধ্যে থানার সামনে জমায়েত হবে, তারা আমার উপর হামলা করবার চেষ্টা করবে। সরলভাবে বলছি, একখানা সাইকেলের জন্য নিজের গায়ের চামড়া হারানোর ঝুঁকি নেওয়া একেবারেই ঠিক কাজ হবে না। বরং অন্য কোনও বিষয়ের জন্য আপাতত গায়ের চামড়াখানা বাঁচানোই ভাল। অন্য দিকে, পুলিশ-প্রধানই যখন তোমার জন্যে কিছু করতে পারছেন না, এমনকি তাঁর ইচ্ছা থাকলেও পাপ্পাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করার হুকুম তিনি দিতে পারছেন না অথবা পারছেন না তাঁর কোনও লোককে তোমার হেফাজতে রাখতে তখন তুমি কী-ই করতে পার? তুমি তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলো যে ভিয়া দেল মাত্তোনাতো-তে সাইকেল-চোরেদের একটা আস্তানা এবং ওর কাছেই....তুমি জায়গাটা দেখিয়ে দাও....রয়েছে চোরাই-সাইকেলের গোপন গুদাম। কিন্তু দারোগা অপরাধীদের কাউকে ধরেও না, জিজ্ঞাসাবাদ-ও করে না! বোধহয় ভিয়া দেল মাত্তোনাতো-তে কী হয় এবং হচ্ছে তা থানার দারোগা আর তার লোকেরা তোমার চেয়ে বেশিই জানে, জানে ভিয়া দেল পানিকোর চোরদের ধরন এবং স্বভাব....কিন্তু তোমাকে সে আগুন থেকে কি তোমার বাদামটা তুলে নিতে দেবে।

দারোগার প্রস্তাব পরিণামে আমার পক্ষে ভয়ানকও হয়ে উঠতে পারে এবং আমার অনুসন্ধানে হয়তো তা কোনও সাহায্যই করবে না। এই ভয় দেখানোয় কোনও ফল হবে না, আমার কাছে তা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠবে এবং অন্য সব ব্যর্থ ঝুঁকির কারণ হবে সেটা!

এসব কথা বিবেচনা করে, আমি আমার তৈরি-করা রিপোর্টখানা টেবিল থেকে তুলে নিলাম এবং জানালাম রিপোর্টখানা সংশোধন করে এবং একখানা অনুলিপি আমাকে বানাতে হবে। আমার রিপোর্ট থেকে চোরের নামটা বাদ দিয়ে দিলাম এবং এর ফলে নিজেদের খবরাখবর ব্যবহার করে পাপ্পাকে আঘাত করার বিপজ্জনক কাজ থেকে পুলিশ রেহাই পেল (দু'জন পুলিশ কনস্টেবল ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে তারা তাকে চোর বলেই জানে) এবং আরও অনেক সাইকেল-চুরির অদরকারি রিপোর্টের মতন আমার রিপোর্টখানাও পুলিশ বাজে কাগজের ঝুঁড়িতে ফেলে দেওয়ার সুযোগ পেল।

হঠাৎ আমি পকেট থেকে ঘড়িটা বার করলাম, নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলাম অন্যমনস্ক, আমি একটা নির্বোধ, বেলা সাড়ে বারোটার সময় সাপ্তাহিক অরোরা পত্রিকার অফিসে আমাকে হাজির হতে হবে, অথচ সে কথাটা আমি ভুলে বসে আছি, আর এখন বারোটা বেজে পনেরো মিনিট। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলাম। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাচ্ছি এমন সময় এক ছোকরা-পুলিশ আমার কাছে এসে হাজির হল। যদিও সে একটাও কথা বলেনি, তবু আমি যখন চুরির

BanglaBook.org

কথা বলছিলাম তখন অন্যান্যদের চেয়ে সে বেশি উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছিল। বেশ শ্রদ্ধা ও বিগলিত ভাব নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে শুধাল....

ঃ আমাকে একটা অনুগ্রহ করবেন কি?

ঃ ব্যাপারটা কী তা না বললে কী করে অনুগ্রহ আশা করছেন?

ঃ চলুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে।

ওখানে দাঁড়িয়ে তার কথা বলার উদ্দেশ্য তখন আমি বুঝতে পারিনি। তাই একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। সে ব্যাখ্যা করে জানাল সে চায় না তার সহকর্মীরা তাকে দেখে ফেলুক, কারণ সে আমাকে একটা গোপন কথা বলতে চায়। ব্যাপারটা তার ছেলের সম্পর্কে। ইতিমধ্যে আমি সতর্ক হয়ে উঠেছি....আত্মরক্ষায় প্রস্তুত আমি। বাড়ি নিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে-পড়া লোকটা আমায় বলেছিল—পুলিশদের হাতে সবসময়েই একটা শেষ রণকৌশল থাকে এবং তাদের শেষ মার থাকে আস্তিনের ভাঁজে!

যুবক-পুলিশটা একটা দরজা ঠেলে খুলল, নজর পড়ল আর-একটা আঁধারে ঢাকা সিঁড়িপথ। অন্ধকারে একটা কাঁচের দরজার ওপাশে ওকজন সুন্দরী যুবতি দাঁড়িয়ে রয়েছে....দরজায় কাঁচখানা এত মোটা আর নোংরা যে প্রায় অস্বচ্ছ।

পুলিশটা সেই যুবতির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলল, মেয়েটা তার বউ। এবার এই নকল স্বামী তার নকল ছেলে সম্বন্ধে আমার কাছে নানান কথা বলতে শুরু করল। অথবা হয়তো সত্যিই তার একটা ছেলে আছে। ফ্যাসিস্ত আমলে উনিশ শ' আটত্রিশ সালের নভেম্বর মাস থেকে উনিশ শ' তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত রোমে থাকার সময় যে গোয়েন্দা-প্রবর আমাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করত সে আমাকে অধ্যাপক বলে সম্বোধন করেছিল। এখন এই পুলিশটাও, বারো বছর বয়েসী ছেলের বাপ যেভাবে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে প্রায় সেইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। একটা পরীক্ষায় বসতে হবে তাই সে তার ছেলেকে তোবিওলা ইনস্‌টিটিউটের কোচিং ক্লাসে পাঠিয়েছে, সেখানেই তার পড়াশোনা ঠিকমতো হবে। গত বছর ছেলেটি গিয়েছিল বারি-তে....আপনার আর আমার মধ্যে কথাটা গোপন থাকবে তাই বলছি বারি হচ্ছে নির্বোধদের শহর। সে আপাতত ওখানেই আছে। গ্রীসের তীরভূমি থেকে খুব বেশি দূরে নয় বারি, তবু খুব কম লোকই গ্রীসে আশ্রয় নিয়েছে! ইতিমধ্যে ওর বউ আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছিল। এমনকি আমার মুখ খোলার আগেই সে বলল আমি ঠিকই বলছি। যুবতি নিখুঁত ফ্রিউলির ভাষায় কথা বলছিল। পুলিশটা বারি থেকেই এসেছে, বিয়ে করেছে অথবা রক্ষিতা রেখেছে ফ্রিউলির এই যুবতিটিকে। ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা বঞ্চিত হওয়ার জন্য এই পুলিশ ছোকরা কোনও অবিশ্বাসী মেয়েকে পছন্দ করার মত যথেষ্ট নির্বোধ মোটেই নয়, আর কোনও পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হবে এমন দুর্বলও এই মেয়েটা নয় বলে মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

যাতে আমি তার সাথে বাড়ি গিয়ে তার ছেলেকে একবার দেখি, তাই সে অনর্গল নানা কথা বলে আমাকে বোঝাতে চাইল, আমাকে রাজি করাবার চেষ্টা করে চল্‌ল।

থানায় অথবা আদালতে গেলে সবসময়ই আমি যেমন পালিয়ে আসতে চাই, এখনও তাই চাইছিলাম। তা' সত্ত্বেও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে জবাব দিচ্ছিলাম....কখনও হ্যাঁ, আবার কখনও বা না। কিন্তু আমার ব্যস্ততাকে কোনও আমলই না-দিয়ে বারি-র প্রতারক তার ছেলে সম্পর্কে গুচ্ছের গল্প বলে আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল। বাদোগলিও-র সময় ছেলেটা ছিল বারি-তে....যার স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে যে, আমরা একজন ফ্যাসিবিরোধী লোকের সঙ্গে আলোচনা করছি....আর মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে যখন ডামাডোল চলছিল তখন তার ছেলে ছিল বারিতে, ফলে সে ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারেনি, শেখেওনি তেমন কিছু। এখন সে লেখাপড়া শিখতে চাইছে, বোধহয় এবার প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠবে।

ঃ এ-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, অধ্যাপক?

ছেলেটিকে দেখার জন্য অধ্যাপক কি দয়া করে একবার আমাদের বাড়িতে যাবেন? মেয়েটি অনুরোধ জানাল।

আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি নির্লজ্জভাবে হাসছিল। যেসব ভালো স্বভাবের মেয়ে অবস্থাবিপাকে পুরুষদের কাছে ধরা দিতে বাধ্য হয় এবং পরে যাই ঘটুক না কেন স্বাভাবিক অবস্থাকেই তারা মেনে নেয় তাদেরও এমনভাবে হাসতে দেখনি কখনও!

ঃ এভাবে অনুরোধ কর না। এটা সম্ভবপর নয়! আর অধ্যাপকের মনে হয় তাড়া আছে! পুলিশটা প্রতিবাদ জানাল। যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা তার উপরই নির্ভর করছে, তাই আমাকে সম্মত করার জন্য সে বলতে লাগল—বোধহয় রাত আটটার আগে আমি এ-জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। আসলে, এই সিঁড়ি ছেড়ে আপনার সাথে উঠোন পর্যন্ত যাওয়াও আমার পক্ষে এখন সম্ভবপর নয় অধ্যাপক।

আমাকে সম্মত করার জন্য যুবতি আর একবার চেষ্টা করল এবং জানাল সে সব ব্যাপারেই যথেষ্ট ইচ্ছুক, তার সাথে সম্পর্ক পাতালে আমার খুব বেশি পয়সাও খরচ হবে না। আমাকে সে তোবিওলা ইনসটিটিউট্ সম্পর্কেও নানা গল্প কথা বলতে শুরু করল।

থানা থেকে বেরিয়ে সাইকেল চালিয়ে ভিয়া দেল্লা স্কার্ফা, ভিয়া রিপেত্তা, লুঙ্গো-তেভেরা ইত্যাদি পেরিয়ে নিজের বাড়িতে হাজির হলাম! স্থির করেছি আর সাইকেলের খোঁজে বেরোব না, অন্তত সাময়িকভাবে। কেননা ঘটনা ক্রমেই বড় জটিল হয়ে উঠেছে, বিষণ্ণ মনে ভাবলাম আর কখনও ওই সাইকেলখানা আমি খুঁজে পাব না। ঠিক এই মুহূর্তে, বোধহয় কোনও পুলিশের পরামর্শে চোরগুলো

BanglaBook.org

আমার সাইকেলখানা খুলে ফেলতে শুরু করেছে অথবা এর মধ্যেই তারা হয়তো সব খুলে ফেলেছে। থানার অভিজ্ঞ দারোগা এই বিপদের সম্ভাবনা ভেবেই বলেছে দেখি, ও অঞ্চলে আমাদের একজন চর আছে, তাকে আমরা কাজে লাগাব। তোমার সাইকেল ফেরৎ দেওয়ার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব, ভালো করে তদন্ত করব!

নির্ঘাৎ এতক্ষণে চোরগুলো সাইকেলখানা খুলে ফেলেছে—প্রতিটি অংশ, প্রায় সব বল্টু আর স্ক্রুগুলো খুলে আলাদা করছে। মনে-মনে দুঃখ করতে লাগলাম। আজ হয়তো তারা হ্যান্ডেলের একটা হাতল বেচে দেবে, কাল দেবে অন্যটা। অথবা হয়তো এভাবে কাজটা ওরা না-ও করতে পারে। আমার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সাইকেলখানা খোঁজার ব্যাপারে আমার পারদর্শিতা দেখে ওরা নির্ঘাৎ এখন সতর্ক, তাই সাইকেলখানা খুলে ফেলে এক-একটা অংশ আলাদা করে বেচবে—তবে আজ তা করবে না, কালকেও না....কবে আর কোথায় বেচবে তা কে জানে! তোমার কাছ থেকে যে-সাইকেলখানা চুরি হয়ে গেছে তার হ্যান্ডেলের রঙ কী ছিল, এক বছর পরে তা কি বলা তোমার পক্ষে সম্ভব? তবু আমি বলছি আমার সাইকেলের যে-কোনও অংশ আমি ঠিক চিনতে পারব। কোনও লোকের পক্ষে যে-কোনও কাজই করা সম্ভব, কিন্তু পুলিশের সাহায্য নিয়ে চোরের বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারবে না, আদৌ তাদের কোনও বাধা দিতে পারবে না। হয়তো পুলিশই চোরদের জানিয়ে দিতে পারবে যে তারা কি করবে। সুতরাং তোমার সাইকেল খুঁজে পাওয়ার আশা তুমি একদম ত্যাগ করতে পার। আরও সাংঘাতিক ঘটনা হল, তারা এমনকি চোরদের হাতে রাখবে....যদি ফ্যাসিস্তরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে, তবে তাদের লেলিয়ে দিতে পারবে ফ্যাসিস্তবিরোধীদের উপর অথবা যদি ফ্যাসিবিরোধীরা ক্ষমতায় থাকে, তবে চোরদের হামলা করতে পাঠাবে ফ্যাসিস্তদের উপর।

আমি এখন অনিশ্চিত এবং নিরাশ....মনে-মনে ভেবে নিলাম আমার পনেরো হাজার লিরা দিয়ে কেনা সাইকেলখানা চিরকালের জন্য খোয়া গেছে। একটা সময়ে একখানা সাইকেলের দাম ছিল পনেরো হাজার সেন্টিম (এক লিরার শতাংশ), আর আজ সেই সাইকেলের দাম পনেরো হাজার লিরা। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে বিশেষ করে এই ঝোড়ো রাজনৈতিক দিনগুলিতে একজন গরীব মানুষের পনেরো হাজার সেন্টিম তার কাছে ঘাম-ঝরানো পনেরো হাজার লিরার সমান। এছাড়া....এবং বোধহয় এটাই হচ্ছে ঘটনাটার আসল অর্থ যে একজন যে অন্যের জিনিস ছিনতাই করে, তার কাছে এই পনেরো হাজার লিরা হল তার এক দিনের শ্রমের মজুরি। আর অন্য জন, যার গায়ে চোরের ছাপ নেই,

BanglaBook.org

যে সৎ....তার অন্তত পনেরো দিনের মজুরি হল পনেরো হাজার লিরা। কাজেই যে চোর নয়, সে নিঃসন্দেহে এটা তার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতে পারে। পনেরো দিন বেশি, পনেরো দিন কম....সবই এক কথা।

গ্রন্থস্বত্বের আইন কোনও দিনই ইতালি-তে সুষ্ঠভাবে চালু হয়নি, অতীতেও এই একই কথা হয়েছে....তা সে সাতখানা বই-এর লেখক বা খবরের কাগজের ভিতরের পৃষ্ঠায় সত্তরটা প্রবন্ধ লেখা লেখক যেই হোন না কেন। দেশে আজও সত্যি-সত্যি এমন পুস্তক প্রকাশনা আছে, যে বর্বরের মত সাহস নিয়ে লেখকদের বেশি অর্থ দিতে চায় না, এমনকি প্রাপ্য রয়্যালটি পর্যন্ত দেয় না। কেউ-কেউ আগাম হিসাবে দেয় দু'হাজার লিরা তারপর আর কিছুই দেয় না, অছিলা দেখায় বইখানার রাজনৈতিক মতবাদ ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করেছে অথবা পুস্তক-বিক্রেতারা তার পাওনা দিচ্ছে না, ইত্যাদি। প্রকাশকদের পক্ষে রয়েছে অগণিত ওজর-অছিলা, তাই লেখকরা এক-জোড়া বা মেরে-কেটে দু'জোড়া জুতোয় কাজ চালাতে বাধ্য হয়, আর সে-জুতো জোড়ার দাম বড় জোর দশ হাজার লিরা....সেই জুতো পরেই তাতে সম্পাদকের দপ্তরে-দপ্তরে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় লেখা বেচার জন্য, এরই মধ্যে যাতায়াতের জন্য বাসের ভাড়া এবং কাগজের দাম (খরচ খুবই সামান্য), তার সাথে যোগ হয় কালির দাম, এই কালি কালোবাজার ছাড়া কোথাও মেলে না, শেষটায় টাইপিস্টের মজুরি লাগে অনেক,....সব কিছু বলা আর করা হয়ে যাওয়ার পর এখন যা খরচ পড়ে, বই অথবা প্রবন্ধ তার চেয়ে অনেক কম রেস্ত ঘরে আনে।

সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে টাইপিস্ট থেকে মুচি সকলেই আমাদের দরিদ্র লেখক বলে মনে করে। বলে এ-কাজ করবেন না! যে-কাজে পয়সা পাওয়া যায় না সে-কাজ করার কোনও অর্থই হয় না। কালোবাজার বুদ্ধিজীবীদের কোনও দাম দেয় না, এমনি রাজনৈতিক নেতারাও দেয়না।

অবশেষে ঠিক করলাম আমার এই পনেরো হাজার লিরা দামের সাইকেলখানা উদ্ধারের জন্য আরও কিছু সময় নষ্ট করব....তাই এই নতুন অসম্মানের কাহিনী নিয়ে একখানা বই লিখতে বসলাম। কোনও কিছু হারিয়ে ফেললে যতক্ষণ না আমাকে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে হয় ততক্ষণ আমি তা খোঁজা থেকে অতীতে বিরত হইনি বা বর্তমানেও হই না.....বোঝাতে চাই, এই ক্ষতি আমার কাছে অপূরণীয়। এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপার নিয়ে একটা সত্যি কথা বলছি, আমার কাছ থেকে যে-পাঁচখানা সাইকেল চুরি হয়েছিল আগে, তার মধ্যে দু'খানা আমি খুঁজে বার করতে পেরেছি।

ভিয় ওসলাভিয়া স্টুডিও-তে আমার ঘর থেকে এক রাতে প্রথম আমার সাইকেল

BanglaBook.org

চুরি হয়েছিল। সে-সময় আমার মডেল ছিল যে মেয়েটি, তার নাম এ্যাসিরা। সে যোগসাজস করেছিল সেরামারোঞ্জা থেকে আসা এক পায়ে খুঁতওয়ালা এক মহিলার সঙ্গে। সেটা ছিল চোরেদের আড্ডা! সেই যুবতি মার্চ যদিও আমার প্রিয় ছিল, তবু সে তার তেলের চোরাবাজারী স্বামীর সাহায্যে দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকেছিল। ভিতারবো এবং সাবিনার তেলবাজারে যাওয়ার জন্য একখানা সাইকেলের বড় প্রয়োজন ছিল তাদের। লোকটা ছিল আমার মডেলের মনের মানুষ এবং লোকটা তার পক্ষ থেকে বউকে কিছুদিনের জন্য ধার দিয়েছিল। যুবতি এক পায়ে খোঁড়া হলেও দেখতে ছিল অপরূপ সুন্দরী....একমাথা চুল, দু'টো উজ্জ্বল চোখ, চতুর বাকপটু জিহ্বাসহ তার ছিল একজোড়া সুডোল স্তন। মহা-উৎসাহে সে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করত, শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ছিল অসাধারণ। তার পায়ের কাজ বিছানায় তত ভাল নয়, তবে আমি সেদিকে নজর দিতাম না। তার অবশিষ্ট অঙ্গের দিকেই আমার নজর থাকত....যা অস্বাভাবিকভাবে আশ্চর্য কমনীয়। দু'ই যুবতী মিলে তেল-চোরকে দেখিয়ে দিয়েছিল কোথায় আমি সাইকেল রাখি। বোধহয় ওরা দু'জনেই আমার আচরণে বিরক্ত হয়েছিল। মডেল-ছুকরি আমার কাছ থেকে দু'একটা উপহার আর মাঝে-সাঝে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ছাড়া আর বেশি কিছু পেত না। ওই খোঁড়া যুবতীও মনে হয় বিরক্ত হয়েছিল, কেননা ওকে উপভোগ করার ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনজন মিলে সন্ধ্যেবেলা আর না-হয় খুব ভোরে চুরি করতে ঢুকেছিল। ওরা সুযোগটা পেয়েছিল, কেননা বাড়িখানার আয়তন বলতে গেলে একটা ছোট-খাট গ্রামের মতন, দীর্ঘ সিঁড়ি, আর উঠোন জুড়ে ঝোপঝাড়। দারোয়ানকে বড় বেশি কাজ করতে হত, তাই অন্যান্য রোমান দারোয়ানদের মতই সে-ও ছিল অসাবধানী। এই তিন বদমাইশ মিলে অনায়াসে ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে দরজার তালা ভেঙে ঢুকেছিল আমার স্টুডিওতে।

পরের দিন সকালেই খোঁড়া মেয়েটা আমার স্টুডিওতে ঢুকে চুম্বনে-সোহাগে আমাকে ভরিয়ে দিল। গালাগাল করে তাড়িয়ে দেওয়ার পরেও ওকে আবার ফিরে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এমনও হতে পারে, হয়তো আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওকে আর এখন আমি তেমন তৃপ্ত করতে পারছি না। কিংবা হয়তো কারণটা এই, এবং এই কারণটা হয়তো সত্যি যে অতীব বীর্যবান হওয়া সত্ত্বেও এই যুবতীকে পরিপূর্ণ আনন্দ দান করতে বা তৃপ্ত করতে আমি কোনওদিনই সক্ষম হইনি, অথবা হয়তো এর অন্য কোনও কারণ-ও থাকতে পারে। ভেবে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ঘটনাটা হচ্ছে সেদিন সকালে আমার মেজাজটাও ভাল ছিল না, আর এই বাচাল রমণীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে শেষে বাইরে কোথাও পালাব ঠিক করলাম।

চলে এলাম মেয়েটাকে নিয়ে বাইরে, রাস্তায়। তারপর একটা মতলব মাথায় এল,

BanglaBook.org

ভাবলাম সাইকেলে চেপে একা চলে যাব গ্রামের দিকে, সেখানে রোদে শুয়ে থাকব এবং মন থেকে এই বাজে রসিকতার রেশ ঝেড়ে ফেলব! খোঁড়া মেয়েটা কিন্তু সাইকেল আনতে আমাকে বাধা দিল না গো, আমার সাথে হেঁটে চলো না পিয়াজা রিসঅরজিমেন্তোতে!

সন্দেহের কোনও কারণ না-থাকা সত্ত্বেও ওকে কিন্তু আমি এর মধ্যে সন্দেহ করতে শুরু করেছি, কারণটা অবশ্য বুঝতে পারছি না। কখনও কেউ বুঝতে পারে না ভগ্নহৃদয়া রমণী কী করবে। সহসা সে আমাকে মেজাজ দেখাতে শুরু করল। দারুণ উত্তেজিত। ভেবে দেখলাম, আমি যদি এখন ওর সাথে পিয়াজা রিস অরজিমেন্তো পর্যন্ত যাই তাহলেও ফেরার সময় পায়ে হেঁটে আসার মধ্যে কোনও সার্থকতা নেই....বরং সাইকেলে চেপে ফিরে আসাই ভাল। তাই ওকে দাঁড়াতে বলে আমি স্টুডিও-র দিকে এগোতেই দেখলাম, দরজা ভাঙা। সবেগে স্টুডিও-র মধ্যে ঢুকতেই নজরে পড়ল সাইকেলখানা হাওয়া। তারপর আবার বারান্দা দিয়ে ছুটে নিচে নামলাম। মেয়েটা তখনও উঠোনে অপেক্ষা করছে। এই দুর্ঘটনার কথা শুনেও সে এতটুকু অপ্রতিভ হল না, মনে হল সে এ-ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। দরজা কেমন করে ভেঙেছে এ সম্বন্ধেও তার মনের কোণে এতটুকু বিস্ময়ের সৃষ্টি হল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য এক ধরনের প্রায় বোধাতীত উদ্বিগ্নভাব কেবল প্রকাশ করছিল সে। আর এই জন্যই অনুভব করলাম, মনে-মনে তাকে যে সন্দেহ করছি তা ঠিক। শুধু সে আর আমার মডেল এ্যাসিরাই জানে যে প্রতিদিন আটতলায় সাইকেলখানা টেনে না-তুলে আমি সেটা আমার স্টুডিও-তেই রেখে দিই বরাবর।

চলে যেতে বললাম ওকে, কারণ এখন ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এখন আর সময় নষ্ট করার যো নেই, থানায় গিয়ে এখুনি অভিযোগ জানাতে হবে। সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে হবে। নিজেকে সাহায্য করার জন্য নিজেকেই ব্যগ্র হতে হবে, এবং চোরের পেছনে ছুটোছুটি করার জন্য সবচেয়ে আগে আর-একখানা সাইকেল জোগাড় করতে হবে। দু'বছর আগে এ-কাজ করা অনেক সহজ ছিল, এক সাইকেলের গুদামের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট ভাগ্যগুণে মিলানো কারখানায় তৈরি আর-একখানা সাইকেল ন্যায্য-মূল্যে কিনেও ফেললাম। ভাগ্য আমার সহায় ছিল। সামরিক কাজে এই সাইকেলের মালিক তখন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। আমার নতুন সাইকেলে চড়ে আমি রোমের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে শুরু করলাম, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে, আমার পুরণো সাইকেলটার খোঁজে রোমের রাস্তায়-রাস্তায় নতুন সাইকেলটা ঘুরতে আরম্ভ করল। রোমের সেই সব অঞ্চলে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, যেখানে যেখানে অগণিত চোর ডেরা বেঁধেছে, ঘুরতে লাগলাম ট্রায়ানফেল কোয়ার্টার ও রেজোলা সেকশনে। তারপর পোর্তা ক্যাভেলাগেরির আশেপাশে। আশেপাশে চষে বেড়ালাম....এখানেই মডেল ছুকরি, খোঁড়া মেয়েটা আর তার স্বামী থাকত।

BanglaBook.org

মনে পড়ছে, একজন ভাল পর্যবেক্ষক হিসাবে কথাটা আমার এখনও স্মরণে আছে। মনে আছে, সেদিনের প্রতিটি ঘটনা....এক সন্ধ্যায় ওই দুই যুবতীর সঙ্গে আমি তাদের বাসায় যাচ্ছিলাম, পথের উপর এ্যাসিরা এক সাইকেলের দোকানদারের সঙ্গে কথা বলার জন্য থামল। আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন লোকটা এ্যাসিরাকে দেখে চোখ নাচাল, ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিল, এবং লোকটার সঙ্গে যে তার ভাব-ভালবাসা এবং মধুর সম্পর্ক আছে তা গোপন না করে এ্যাসিরা দাঁড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে হালকা আলাপ জুড়ে দিল। যাহোক, দু'জন মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে একজন নারী এবং একজন পুরুষের মধ্যে কী সম্পর্ক তা আন্দাজ করে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার। স্পষ্ট বোঝা গেল, তার সাথে এ্যাসিরার যথেষ্ট মাখামাখি আছে! জানি, মেয়েটার একজন মনের মানুষ আছে, কিন্তু সেই লোকটা এমন লোক যে তার প্রণয়িণী যাই করুক না কেন সেদিকে চোখ বুজে থাকে। মেয়েটার সত্যি অনেক বন্ধুবান্ধব আছে....বুড়ো নাপিত, সরাইওয়ালা, আচার বিক্রেতা। তারা যুবতির ভালবাসার বদলে তাকে মদ আর পনীর, উপহার হিসাবে পাঠায় আতর আর সাবান। একটা গরীব মেয়ের কাছে রুটি আর পনীরের চেয়ে আতর অনেক বেশি মূল্যবান উপহার।

তখন কিন্তু আমি সাইকেলে চেপে ঐ মডেলের আস্তানার চারপাশে ঘোরাঘুরি করেছি! প্রথম-প্রথম কথার ছলে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি এই মেয়েটিকে কেউ সাইকেলে চড়ে যেতে দেখেছে কি-না....প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছে—না, দেখিনি। একদিন একটা অছিলা নিয়ে মেয়েটির বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। জঘন্য জায়গা....ভেঙে পড়া একটা সিঁড়ি। একখানা রান্নাঘর....পাতিনির 'উত্তরাধিকার' নামের ছবিতে ঠিক এমনি একখানা ঘর রয়েছে! ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে থামগুলো, দেওয়ালগুলোর রঙ মাংসের ওপরটার মত কাল্‌চে। একটা বড় প্যাকিং বাক্‌স হচ্ছে টেবিল, আর দুটো ছোট বাক্‌স হল চেয়ার। ছোট একটা শোবার ঘর আর নোংরা রান্নাঘরটার মধ্যে আড়াল হিসাবে দরজাটায় পাল্লার কোনও অস্তিত্ব নেই।

বোধহয় কোনও শীতের রাতে এ্যাসিরা দরজার পাল্লাদুটো চ্যালা করে উনুনে পুড়িয়েছে। গরীবরা তো এমন করেই থাকে। তারা সব ভেঙে ফেলে। যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন তো নাগালের মধ্যে যা কিছু পায় সব নষ্ট করে। এক পাত্র জল গরম করতে বা একমুঠো গম সিদ্ধ করতে তারা একটা গোটা বনই পুড়িয়ে ফেলতে পারে। আমি একবার তাদের এক বড়লোকের বাড়ি লুঠ করতে দেখেছিলাম। কাঁচের একটা চীনা-আলমারির মধ্যে ছিল কয়েক সেট্ ডিস্, কফি পরিবেশনের জন্য সম্পূর্ণ তৈজসপত্র, জাপানী চীনামাটির ঘিয়ে-রঙের ছোট-ছোট

BanglaBook.org

এক ডজন কাপ। দারুণ সুন্দর। এছাড়াও ছিল একটা কফির পাত্র, চিনির একটা বয়েম। কিন্তু সেই লুঠেরা হতভাগা গুন্ডাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তাহলে কেউ সম্পূর্ণ কফি-সেট্‌টা নিতো, কেউ নিতো চিত্রাঙ্কিত কাপগুলোর সেট্‌, অন্য কেউ নিতে পারত চা-এর বাসনগুলো। ওহো, না! তারা সব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল....কাজেই একজন ভাগে পেল দুটো কফির কাপ, একখানা চায়ের চামচ আর-একটা লেবু পেষার যন্ত্র, অন্য জনের ভাগে পড়ল চারটে কফির কাপ, দুটো চায়ের চামচ ইত্যাদি। যদি তারা চুরি ছাড়া আর কিছু না-করত তবে বোধহয় সেটা মঙ্গলের হত....অন্তত তারা যুক্তিসম্মতভাবে এবং পরিকল্পনামাফিক চুরি করতে শিখত....তাহলে সেটগুলো আর এভাবে ভাগাভাগি করতে হত না।

যদিও ওখানে কোনও দরজা ছিল না, তবু রান্নাঘরের মাঝখানে একটা বিশাল টিনের গায়ে এ্যাসিয়ার ছোট ভাই নিজেকে হালকা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ্যাই—তোর দিদি কোথায় রে?

ঃ জানি না।

ঃ কোথায় গেছে?

ঃ জানি না!

ঃ তোর মা কোথায়?

ঃ জানি না!

ঃ আর তুই, তুই একা এখানে কী করছিস?

ঃ জানি না যাও!

ঃ হ্যাঁরে—তোর ঠাণ্ডা লাগছে না?

ঃ না—জানি না!

ঃ বড় বাড়াবাড়ি করছিস! চেঁচিয়ে বললাম। তোর ঠাণ্ডা লাগছে কি-না, তাও জানিস না? যা, বিছানায় গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক!

বাচ্চা একটা কুকুর যেমন পিছনের দু'পায়ের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে নোংরা নর্দমায় গিয়ে সেধোঁয়, তেমনি সেই ছোঁড়া তার নোংরা বিছানার নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকল। শুধু কি নোংরা, একেবারে দুর্গন্ধযুক্ত। ডোরা-কাটা, কলঙ্ক চিহ্নভরা নানা রঙের ভৌগোলিক-নকশা আঁকা বিছানার চাদরটা। যদি এই সুতো-জড়ানো, জট-পাকানো খণ্ড-খণ্ড চাদরের টুকরোগুলোকে চাদর বলা যায়, বলা যায় ডোরাকাটা চাদর আর....তা একমাত্র এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত বিছানাতে পাতা আছে বলেই কল্পনা করা যায়। অথচ এ্যাসিয়ার দেহসৌষ্ঠব নিখুঁত, চোখের হালকা রূপ যেটা ফুটিয়ে তুলেছে, তার মাথার একরাশ কালো চুল যা তার কপাল ঘিরে সৃষ্টি করেছে এক মনোরম সৌন্দর্য। সে ঘোটকীর মত দুরন্ত শক্তি নিয়ে এই বিছানায় শুয়ে প্রেম-ভালোবাসা করে। আবার এক সাথে অনেকগুলো মুহূর্ত তাকে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে মডেলের কাজ করতে হয়। অবশ্য সব সময় সে পারে না তা। তাই

BanglaBook.org

আমার অনুমতি না-নিয়েই উঁচু মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে মাঝে-মাঝে, অথবা চেয়ার থেকে উঠে দুহাত তুলে ছুটে আসে আমাকে চুম্বন দেওয়ার জন্য। যদি কেউ সত্যিকারের ছবি-আঁকিয়ে হয়, তবে তার মডেল যখন তাকে চুমু খাক তা সে মোটেই চাইবে না; নির্দিষ্ট দেহরেখাকে গুলিয়ে দিয়ে মডেল যখন-তখন উঠে দাঁড়াবে বা নিথর শরীরের ভঙ্গিরূপ অযথা নষ্ট করবে, তা-ও কখনো চাইবে না সে।

কিন্তু ও আমার জিনিস চুরি করল কেন? ওর ভাইকে নোংরা চাদরে মুড়ে দিতে-দিতে ভাবছিলাম। কেন করল?

এ-একটা অকপট জিজ্ঞাসা। আমার প্রেমিক মন তা বুঝতে পারছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে আমার লেখকসত্তা। সে আমার জিনিস ছিনতাই করেছে কারণ সে ক্ষুধার্ত, কারণ তার দুর্দশা....অভাবিত দুর্দশা, যার কিছুটা ফুটে উঠেছে এই ঘরের পরিবেশে....আর-একটা কারণ হচ্ছে, ওই খোঁড়া যুবতীর স্বামী, যে আমার মডেল এ্যাসিয়ার মনের মানুষ, সেই অখ্যাত প্রেমিক একখানা সাইকেল জোগাড় করার দায় তার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কী করে সে ভিতাচারবো অথবা আরও দূর কোনও জায়গায় তেলের খোঁজে যাবে একখানা সাইকেল ছাড়া অর্থাৎ একখানা সাইকেল কেনার মতন রেস্ত যখন তার হাতে নেই? এটা সত্যি কথা সে কালোবাজারে কাজ-কারবার করে, কিন্তু ওহো কালোবাজার! কালোবাজারে কতজনকে আমি দেখেছি, যারা সেখানে ব্যবসা করে ধনী হয়েছে অথবা সেই পথে পৌঁছতে পেরেছে, তারপর আকস্মিকভাবে এই দুঃসময় এসেছে দেশে, আগের চেয়েও অধিক দারিদ্রের মধ্যে তারা এখন নিমজ্জিত হয়েছে। কতগুলো যুবতি মেয়ে ছিল যারা মাছ আর আচার বেচত কালোবাজারে....নরিকা অথবা ফ্যাবরিআনো কিংবা এ্যাসকলি পিমেনোর সত্যিকারের আচার, যা রোমের বিশ্বাসী, ঈশ্বর-ভক্তরা ভক্তির নমুনা হিসেবে হোলি ফাদারকে পাঠাত। জার্মান যুপকাষ্ঠে পিষ্ট রোমের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার জন্য, যখন এই সব মাল ভ্যাটিকানের ট্রাক ভর্তি হয়ে বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে আসত তখনই এসব মাল ট্রাক থেকে চুরি হত। কখনও-কখনও কেউ-কেউ ছোট-ছোট ঝুড়ি ভরে নিজেই আনত অথবা ছোট-ছোট দড়িতে ঝুলিয়ে আনত....আমার পেটেও গেছে এর অনেক।

সাইকেল-বিহীন অবস্থায় চুরি করতে অক্ষম হয়ে খোঁড়া যুবতির স্বামী এ্যাসিরার সাহায্য চেয়েছিল, তাই সে রাজি হয়েছিল এ-কাজ করতে।

একটা তালা ভাঙার জন্য আনা একটা বল্টু, একটা হাতুড়ি এবং সাঁড়াশি দেখে প্রমাণিত হচ্ছে, চুরি যাদের পেশা, এমন চোরেদের কাজ এটা নয়। একটা তালা-তোড় যন্ত্র দিয়ে কোনওরকম শব্দ-ছাড়া অনেক বেশি দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তালাটা খুলে ফেলা হত। এই তালা-তোড় যন্ত্র সম্বন্ধে যাদের কোনও ধারণা নেই তাদের বলছি, এটা হচ্ছে সমকোণে বাঁকানো একটা সামান্য তার মাত্র। এটার ব্যবহার কী করে করতে হয় তা আমি নিজেও জানি। একবার আমার

BanglaBook.org

চাবি হারিয়ে গিয়েছিল, তখন এক তালা-চাবির মিস্ত্রিকে এটা ব্যবহার করতে দেখেছিলাম। তালা না-ভেঙে কি করে দরজা খুলব বুঝতে পারছিলাম না। মিস্ত্রি এই যন্ত্রটা দিয়ে তালা খুলেছিল। তাছাড়া ওই তিন চোর যে ভয়-ও পেয়েছিল, সেটা দেখে পরিষ্কার মনে হয় যে, ওরা পেশায় চোর নয়। কেন না আসল চোর শান্ত-মনে কাজ করে, যেমন ইরেজার ব্যবহার না-করে আমি লিখি, অথবা শল্যচিকিৎসক যেমনভাবে আক্রান্ত অথবা রুগ্ন দেহে তার হাতের ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে আমার চোরেরা কাজ সেরেছিল যে যাওয়ার সময় দালানের একখানা বেঞ্চির নিচে সাঁড়াশিটা ফেলে গিয়েছে। সাইকেলখানা হাতিয়ে নিয়েই তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করার জন্যই এটা হয়েছে। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার ব্রিফ-কেসে ভরে রেখেছিলাম। এখন সেটা বার করে ছেলেটাকে শুধালাম—

এটা দেখেছিস? তোর দিদি এটা সিঁড়ির উপর ফেলে এসেছিল। কুড়িয়ে এনেছি, তোকে ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছি।

সাঁড়াশিটার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা অকপটে জবাব দিল—

ঃ ওটা দিদি এ্যাসিরার নয়। আমাদের তো কোনও সাঁড়াশি নেই। ওটা ঐ খোঁড়া মহিলাটার জিনিস।

যখন জানার জন্য পীড়াপিড়ি করছিলাম যে কেন এটা খোঁড়া মেয়েটার আর সেই বা কেমন করে জানল এটা তার, তখন বাচ্চা ছেলেটা সাঁড়াশির একটা হাতল দেখিয়ে বলল এর একটা হাতল অনেক ছোট....একদিন একটা বাক্সের তালা খুলতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। ছেলেটা কিন্তু এখন আর বলছে না আমি জানি না,....বরং অনেক কথাই বলছে। অকপটে অথবা প্রাথমিক চতুরতার জন্যই সে এভাবে কথা বলছিল, কেননা তাদের পারিবারিক বন্ধু ওই খোঁড়া মেয়েটার সাঁড়াশিটা সে কথা বলে ফেরৎ পাওয়ার আশা করছিল....তাকে এটা ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল না আমার। কিন্তু তার জিনিসটা ফেরৎ পাওয়ার খুব ইচ্ছে। যখন বললাম, দেব না ফেরৎ, তখন সে কাঁদতে শুরু করল। ওকে শান্ত করার জন্যে আর ওর দিদি কোথায় এখন সেটা জানার জন্যই বললাম—

তোর দিদিকে এটা ফেরৎ দেব। বল্, কোথায় সে, এবং তাকে এটা ফেরৎ দেওয়ার জন্যে এক্ষুনি তার কাছে যেতে চাই!

সে তখন জানাল, এ্যাসিরা ওই খোঁড়া মহিলাটার সঙ্গেই বেরিয়েছে। এর বেশি সে আর কিছুই জানে না।

কোথায় গেছে ওই দু'জন? সকাল আটটা পর্যন্ত তো খোঁড়া মেয়েটা ছিল আমার সাথে। তারপর একখানা নতুন সাইকেল কিনতে আমার ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে। তারপর এসেছি এ্যাসিরার বাড়ি! ইতিমধ্যে ওদের উপর যে আমার সন্দেহ হয়েছে তা জানিয়ে তার স্বামীকে সাবধান করার জন্য সে ছুটেছে নিজের বাড়িতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার স্বামীর, কেননা সে তখন এক সাইকেল-মিস্ত্রীর কাছে গিয়েছিল

BanglaBook.org

আমার সাইকেলখানা যাতে আর চিনতে না-পারা যায় তার ব্যবস্থা করতে। ব্যাপারটা এখন যে জায়গায় গড়িয়েছে তাতে এ্যাসিরা, খোঁড়া মেয়েটা এবং সাইকেল চোরকে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না। এই পোর্তা ক্যাভেলোগেরি এবং ভ্যাটিকান রেলস্টেশনের আশেপাশে যে তিন-চারটে সাইকেলের দোকান রয়েছে, তারই কোনও-একটার মিস্ত্রি হতে পারে সে। সাইকেল চালিয়ে পঞ্চাশ গজের মধ্যেই যে-দোকানটা রয়েছে, প্রথমে সেটায় হাজির হলাম। ভদ্রতা দেখিয়ে দোকানীর কাছে এগিয়ে গেলাম। ভালভাবেই জানি সাইকেল টিউবের আঠা আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই নতুন একটা কেনার ঝুঁকি না নিয়েও তার কাছে আঠা পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়। কাজেই কোনও একটা জিনিসের খোঁজ করে এবং পরে তা কিনতে না-চেয়ে বোকামি করার প্রয়োজন হবে না আমার।

ঃ সাইকেলের টিউব সারাবার আঠা আছে?

কোনও জবাব-ই দিল না সে। সে জানে তার কাছে ও মাল নেই আর তা পাওয়া-ও অসম্ভব। তাই জবাব দিয়ে সময় নষ্ট করল না, অথচ ওর কাছে থেকে একটা জবাব পেতে চাইছিলাম। কেননা দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে দেখতে চাইছিলাম সে ওখানে সাইকেলখানা খুলছে কি-না, অথবা এর মধ্যেই খুলে ফেলা হয়েছে কি-না? যদি ওপাশে রাখা বেঞ্চের ওপর আমার নজর পড়ে প্যাডেল-খোলা অবস্থায় একটা সাইকেল অথবা একখানা চাকা অথবা সাইকেলের একটা হ্যান্ডেল, তাহলে সেগুলো নিশ্চয়ই আমার সাইকেলেই লাগানো ছিল। কিন্তু, না। এখানেই প্রাথমিক খোঁজ শেষ করে গেলাম আর-একটা দোকানে এবং এই ধরনের অভিনয় করলাম।

দীর্ঘ কাহিনী এবার সংক্ষেপে বলছি....চিন-চারটে পার্কের চারধারে ঘুরলাম, গোটা-তিরিশেক রাস্তায় অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। এ্যাসিরা আগের দিন সন্ধেবেলা যে-সাইকেলওয়ালাকে চোখ মেরে ইঙ্গিত করেছিল তার কাছে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। ধরো টাকার ব্যাগ অথবা কুকুর, এই ধরনের কিছু হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে কত আনন্দ সে অভিজ্ঞতা যদি কখনও না-পেয়ে থাক, তবে আশা করি তা এখনই পাবে। তোমার ভাগ্যে খারাপ কিছু হোক তা আমি চাইছি না, কারণ সেটা হবে নিষ্ঠুরতা, কিন্তু আশা করব তোমার কুকুরটা হারাবে এবং তাকে আবার খুঁজে পাওয়ার আনন্দ তুমি যথাসময়ে লাভ করবে। এ আনন্দ এমন যে তার ফলে হারিয়ে-যাওয়া বস্তুটির মূল্য বেড়ে যায়, এ-এমন একরকমের ভাবাবেগ যার মধ্যে আমাদের অহমিকার বেশিরভাগ অংশ-ই ঢুকে পড়ে। নিজের জিনিসপত্রের দিকে নজর রাখার ব্যাপারেও ব্যর্থ, নিজেকে মনে হয় আস্ত একটা

BanglaBook.org

আহম্মক....মহানন্দে মেয়েদের প্রশংসা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই....সেই তুমি, সহসা অনুভব করবে মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছ না, উড়ে চলেছ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ঝড়ের গতিতে।

সহসা আমি উল্লাসে চিৎকার করতে শুরু করলাম.... এই তো চোর! আমার সাইকেলটা খুঁজে পেয়েছি! এই যে এখানে! এটাই আমার! আনন্দের আবেগে হাঁফাচ্ছিলুম। একছুটে সাইকেলের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমি....এক ছোকরা তখন আমার সাইকেলের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে ফেলছিল। গ্রামে ছবি আঁকার জন্য যখন বেরোই তখন নানা রঙের বাক্স, ক্যানভাস, ইজেল এবং ক্যানভাস-স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে বলে সাইকেলের পিছনদিকে একটা বড় ঝুড়ি লাগিয়েছিলাম, নজরে পড়ল ছোকরা এর মধ্যে ঝুড়িটা খুলে ফেলেছে। তখন খুলছিল মারেলি ডায়নামোটা এবং বিদ্যুৎবাটিটা। মারেলি ডায়নামো বাজারে বহু আছে, কিন্তু আমারটার চাকার কাছে রয়েছে সিঁদুর-লাল একটা দাগ....দাগটা আমি তুলে ফেলেনি, কারণ ভাবছিলাম, সাইকেলখানা টুকরো-টুকরো করে খুলে ফেললেও এই দাগ দেখে সহজেই সেটা চিনতে পারব। জানতাম, চাকার দাঁতগুলো ঠিক কেমনতর দেখতে....থলের মধ্যে সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও লিখে রেখেছি। নিজের হাতে একখণ্ড কালো কাগজ দিয়ে জিনিসটা হচ্ছে....বসবাস আসনের নিচে একটা ভাঁজে গাঢ় কালিতে আমার নাম লিখে রেখেছি। আমার পক্ষে এটাই মস্ত সাক্ষী, ইতিমধ্যে জমায়েত তামাম জনতার কাছে প্রণাম করতে পারলাম সত্যিসত্যিই সাইকেলখানা আমারই।

যখন এসব ঘটেছিল, তার অনেক পরে দু'টো পুলিশ এসে সেখানে হাজির হলো। তুলকালাম অবস্থা এখন....আমার চিৎকারের দরুণ চোরের পক্ষে পালানো সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ দু'টো আমাকেই ধমকাতে লাগল।

ঃ কিন্তু কোথায় চোর! গেল কোন্‌দিকে?

জবাব দিলাম দোকানদারও তো এখানে নেই!

এভাবে চিৎকার করে লোক জড়ো করার জন্য পুলিশ দুটো বিরক্তি প্রকাশ করল, যদিও এটা একেবারে স্পষ্ট যে যদি আমি চিৎকার না-করতাম তবে মোটেই এভাবে ভিড় জমত না। সম্ভবত ঘটনাটা ঘটত এরকম সাইকেলের দোকানদার অকুস্থলে হাজির হয়েছে, পিছনে দাঁড়িয়ে পুলিশ দু'জনকে ইশারা করেছে, ঘুষ দেওয়ার ইশারা যা না-কি ওদের প্রচলিত রীতি...এই দৃশ্যের অবতারণা হয় তো তখনও ঘটতে পারত। পুলিশ দু'টো আমাকে আর সাইকেলের দোকানদারকে থানায় টেনে নিয়ে যেত। ইতিমধ্যে, অন্য একখানা সাইকেল বদলে রাখা হত, হয়ত দোকানেই রাখত, থানায় নিয়ে যেত সেই বদলি সাইকেলখানাই। ব্যস! তখন আমার বিরুদ্ধে পাগলামি, রূঢ়তা এবং মিথ্যে বদনাম করার অভিযোগ আনা হত দোকানদার আমার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে তার মানহানি করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করত—অভিযোগ করত, আমি তার সম্মানহানি করেছি এবং তাকে

BanglaBook.org

মারধোর করার চেষ্টা করেছি।

আমাকে মামলার খরচ জোগাড় করতে হত, এবং প্রথমেই গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আমাকে একজন নামকরা আইনজ্ঞের সন্ধান করতে হত। যাদের বিরুদ্ধে পাগলামির অভিযোগ রয়েছে আমাকে তাদের সমগোত্রীয় মনে করা হত। চোরাই মালের সেই ব্যবসাদারের কাছে এরপর আমাকে শান্তভাবে ক্ষমা চাইতে হত। অতঃপর আদালতের রেকর্ড থেকে আমার নামে দায়ের করা এই মামলা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হত! সময়ের এই অপব্যয় ছাড়াও বিচার-ব্যবস্থার এক অবাস্তব জগতে অযথা জড়িয়ে পড়ে সততার এক হাস্যকর ধারণার মুখোমুখি হতে হত! এভাবে পাগলের মতন 'সাহায্য করো! সাহায্য করো!' বলে চিৎকার করে আমি যদি আমার সাইকেলখানা ফেরৎ পাই, তাহলে এ জন্য কেউ আমাকে বোকা মনে করলেও আমি মোটেই আপত্তি করব না। পাগলের ভান করে ফ্যাসিস্টদের আমলে কতবার আমাকে পীড়নের হাত থেকে নিজের চামড়া বাঁচাতে হয়েছে! সত্যিই, রসিক ও শান্ত স্বভাবের জন্য আমার অভিনয় একেবারে অবিশ্বাসযোগ হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় দিক্‌গুলো হচ্ছে, প্রথমে আসল পাগল ছাড়া আর কিছু হও, এবং দ্বিতীয়ত, সাইকেলখানা খুঁজে বার করে সেখানে আঁকড়ে ধরো।

দোকানদারের টিকিও নজরে পড়ল না। মনে হয় সে পালিয়েছে। সাইকেলখানা ফিরিয়ে নিলাম এবং পুলিশ দু'জনকে জানালাম যে, এই ঘটনার কথা থানায় জানাবার অথবা দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ইচ্ছেই আমার নেই। এর ফলেই সাইকেলখানা বাড়িতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো, কেননা আমার আরও একখানা সাইকেল আছে যেটা আমি কিনেছি....সেটাও নিয়ে ফিরতে হবে। কিছুক্ষণ দুটোই ঠেলে নিয়ে গেলাম। একখানা সাইকেলে চড়ে আর একখানা ঠেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে দুটোই ঠেলতে-ঠেলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম সেন্ট পিটারস্ পার্কে থেমে একটু জিরিয়ে নেব। এখানে সব সময় কোনও-না কোনও যাত্রী স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। যে-সাইকেলখানা এই মাত্র খুঁজে পেয়ে উদ্ধার করেছি সেটায় চাপতে আমার সাহস হচ্ছে না। কেননা সদ্য দু'-মিনিট আগে ফিরে-পাওয়া সাইকেলখানা নিয়ে কোনও ছোকরা ঘাড়ভাঙা দুরন্ত গতিতে আধা নির্জন গলি দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাক এটা আমি মোটেই চাই না! এর ফলে অবশ্য আর-একটা ঘটনা ঘটার-ও সম্ভবনা ছিল, দ্বিতীয়বার ছিনতাই-হওয়া সাইকেলখানা উদ্ধার করে আমি গর্ব করতে এবং গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারতাম। কেউ বিশ্বাসই করত না যে এমন ঘটনা এই রোমেই ঘটেছে। সাধারণ ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার বুদ্ধিহীন চতুরতার

BanglaBook.org

পারদর্শী হিসাবে আমি নাম করতাম।

কাজেই দু'খানা সাইকেল নিয়েই আমি ঘরে ফিরব ঠিক করলাম।

এরকম ঘটনা ঘটিয়ে চোরগুলো যাতে পার পেয়ে না-যায় তাই আমি একটা থানায় ঢুকলাম এবং সাইকেলের দোকানদারকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করলাম। সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ-ঘরে বসে তার সাথে পরামর্শ করলাম। আগেই তো বলেছি, সে-সময় এই শহরের পুলিশ আদৌ তার কাজ করছিল না....কোন কাজই প্রায় করছিল না। তাই দোকানদারের বিরুদ্ধে চোরাই মাল কেনার লিখিত অভিযোগ পেশ করলাম।

দোকানদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর আত্মরক্ষার জন্য বলতে লাগল যে, সাইকেলখানা খোলার জন্য নয় সারাই করার জন্য যে-লোক তার দোকানে এসে ওটা রেখে গেছে তাকে সে চেনে না। তাকে বলা হল যে তার খরিদ্দারদের নামের একটা তালিকা তার দোকানে রাখা উচিত ছিল। এমন তালিকা তার দোকানে নেই এবং তা কোনওদিনই ছিল না....কিন্তু এর ফলে প্রমাণিত হয় না যে সে চোরাই মাল কেনে! অন্যদিকে আমার দৃঢ় ধারণা এ্যাসিরা এবং ওই খোঁড়া মেয়েটা আমার সাইকেলের চেহারা আর ভোল্ বদলে দেওয়ার জন্য সেটা এই দোকানদারের কাছে এনেছিল। কাজেই আমি ওদের বিরুদ্ধেও একখানা বর্ধিত অভিযোগ দায়ের করলাম। ওরাও গ্রেপ্তার হল, বা বলা যায় ওদের জেলে আটকে রাখা হল। এবার আমাদের পরস্পরের মধ্যে শুরু হল মুখোমুখি লড়াই। খোঁড়া মেয়েটা বলল, সে সাইকেলের দোকানদারকে চেনে না। কিন্তু এ্যাসিরাকে আলাদা করে জেরা করতেই সে স্বীকার করল দোকানদারকে ঐ মেয়েটা চেনে। এ্যাসিরা আরও বলল ওই দোকানদার-ই তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওই মেয়েটির সঙ্গে। যখন ওই খোঁড়া মেয়েটার স্বামীকেও গ্রেপ্তার করে আনা হল, তখন সে থানাতেই তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। রীতিমত একটা মজার দৃশ্য।

তারপর লোকটাকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য-একখানা ঘরে....সেখানে আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, যে জেরার মুখে তার বউ আগেই সব ঘটনা স্বীকার করেছে। কিন্তু তাকে বাগে আনা গেল না। বউয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রথমেই সে জানতে চাইল, কী বলেছে তার বউ। মেয়েটা সকলের সামনেই নিজের মরদকে একজন নষ্ট মেয়ের স্বামী বলে প্রচার করে দিল। ঠাট্টা করে বলল কী বোকা হাবলা তুমি গো!

তার মরদ খুশি হওয়ার ভান করল, যেন এই প্রথম তার বউ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, যেন বউয়ের কাছ থেকে জোর-জুলুম করে টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে সে ভাঁটিখানায় কোনও দিন উড়িয়ে দেয় না! আসলে সে হচ্ছে এক নষ্ট বউয়ের তৃপ্ত স্বামী, কেননা বউয়ের ব্যাপারে এখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বউ তার বিরুদ্ধে কিছু করেছে কি-না তা নিয়ে সে এখন আর

BanglaBook.org

মাথা ঘামায় না। অন্য দিকে সে নিজে এখন এ্যাসিরার সঙ্গে নব্য প্রেমের খেলা খেলছে....

এমনকি এ্যাসিরারও তার সঙ্গে যে মাঝে-মাঝেই বিশ্বাসঘাতকটা করেছে তা নিয়েও তার মাথা-ব্যথা নেই। খোঁড়া মেয়েটা অতীব সুন্দরী হলে কি হবে, বিছানায় কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি বেদম হয়ে পড়ে মেয়েটা....এবং এর জন্য দায়ী মনে হয় ওর ওই খোঁড়া পা-খানা। বিছানায় নিথরভাবে পা-খানা সাড়া দেয় তার। কিন্তু মেয়েটা সুন্দরী ও অতীব আনন্দদায়ক এবং বিছানায় এমনই উত্তেজনার খোরাক তার শরীর যে জনসাধারণের নিরাপত্তা-রক্ষক দারোগাসাহেব এর মধ্যেই মতলব এঁটেছেন ওর কাছ থেকে পাওনা পুরো বুঝে নেবেন। মরদটার নজরে সেটা পড়েছিল....বউয়ের সর্বশেষ ছেনালিপনার দারুণ সুযোগ এসেছে দেখে মনে-মনে সে বরং খুশি হয়ে উঠল। যাই হোক, লোকটা ইতাবসরে বউকে যাচ্ছেতাই অপমান করল....বউটা তাকে ঠেসিয়ে মারল এক চড়....শুরু হল দু'জনের মধ্যে লড়াই। হাসছিলাম আমি, কিন্তু এ্যাসিরার মুখ খুব গম্ভীর। খোঁড়া মেয়েটার হাতে মার খাওয়ার ভয়ে সে কিন্তু এই বিবদমান নারী-পুরুষকে ছাড়িয়ে দেওয়ার একটুও চেষ্টা করল না। পুলিশটাও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু নজর রাখছিল, যেন তারা পরস্পরকে বড় বেশি আঘাত করে না-বসে। যেমন লোকটা তার বউকে যেন কোনওভাবেই টেবিলের কোণে ছুঁড়ে ফেলতে না-পারে। এই ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় মেয়েটার অন্তর্বাসের ভেতর থেকে একখানা চিরকুট নিচে পড়ে গেল। কুড়িয়ে নিলাম সেটা এবং কৌতূহলভরে পড়লাম। ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি যে, সেই চিরকুটে লেখা থাকবে এই সব কথা দু'হাজর লিরা সাইকেল বাবদে (মেয়েটার নাম) যা আজ সকালে সে চার হাজার লিরায় বেচছে। বাকি দু'হাজার দেওয়া হবে যখন সাইকেলটা থেকে ঝুড়িটা আর ডায়নামোটা বদলে দেওয়া হবে নতুন আর-একটা ঝুড়ি ও ডায়নামো। চিরকুটে লেখা রয়েছে সেই ক্রেতার নাম ও ঠিকানা।

পুলিশ সেই ক্রেতাকে-ও শমন দিয়ে ধরে আনল। বিক্রেতার কথাগুলো সরল মনে বিশ্বাস করেছিল এটা জানিয়ে সে বলল----সাইকেলটা যে চোরাই এটা না-জেনেই সাইকেলটা কিনেছে সে। ঐ খোঁড়া মেয়েটা ও এ্যাসিরা তার সঙ্গেই ছিল এবং তারাই জানিয়েছিল কোন্ সাইকেলের দোকানে যেতে হবে। এমনভাবে ক্রেতাটি দাম দিয়ে তার ক্রয়-কে আইনসিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল এবং ভাল মনেই যে সে জিনিসটা কিনেছে এখন আগাগোড়া এরকম একটা ভান করছিল। ইতিমধ্যে সব কিছু কাগজে-কলমে লিখিত হল....সাইকেলের দোকানদার, খোঁড়া মেয়েটা ও এ্যাসিরাকে পুলিশ জেলে পাঠাতে উদ্যত হল। পুলিশ যখন এ্যাসিরাকে জেরা করছিল তখন সে দারুণ রেগে গেল। ওর এসব কায়দা আমি ভালমতোই জানি! অত্যন্ত অনায়াসে এ্যাসিরা তোমাকে অপমানিত করতে পারে। পুলিশটাকে সে বলেছিল, তুই স্বার্থপর, নিজেও খাবি না, অপরকেও খেতে দিবি না। সেরেফ্

BanglaBook.org

একটা কুকুর....আস্ত লম্পট। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিসিলির পুলিশটা অপ্রত্যাশিতভাবে এ্যাসিরাকে একটা চড় কষাল। চড়টা এত জোরালো ছিল যে, সঙ্গে-সঙ্গে তার গালে আঙুলের লাল-লাল দাগ ফুটে উঠল। যখন সবকিছু বলা এবং করা হয়ে গেল তখন মনে-মনে ভাবলাম, যে মেয়েমানুষটা এই ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী সে ইতিমধ্যেই উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করেছে, যথেষ্ট মূল্য পেয়েছে। এর অধিক মূল্য কেন তাকে দিতে বাধ্য করছি? অবশেষে আমার বিবেচনাশক্তি ফিরে এল। প্রথম যখন রাগ হয়েছিল তখন পরিষ্কার জানতে পেরেছিলাম স্বামীটি সাইকেল চুরির মতলব করেছিল....প্রথম যেটার সে খোঁজ পাবে, সেখানাই হাতাবে....খোঁড়া মেয়েটা আমার সাইকেল-খানা চুরি করার কথাটা বলেছিল....এ্যাসিরা ওদের সঙ্গে করে কিনেছে এটা ভালভাবে জেনেই সাইকেলের দোকানদার প্রাপকের কাজ করেছে (আর এজন্যই কারা তার সাইকেলখানা এনেছিল তা স্বীকার করতে সে অনিচ্ছুক ছিল)। যাইহোক এখন তো সবকিছু প্রমাণিত হয়েছে, কোথাও সন্দেহের ছিযেফোঁটাও নেই, তাহলে এই গরীব বেচারাদের উপর নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা হওয়ার কি তার কোনও স্বার্থকতা আছে? যতবার চেয়েছি, ওই লোকটার বউয়ের সাথে আমি গোপনে রমণ করেছি। নদীতে স্নানরতা নারীর মডেল হিসাবে এ্যাসিরাও তো আমাকে কম-বেশি যে দর্শকের দিকে উলঙ্গ পিঠ রেখে তার চওড়া, ন্যাশপাতি-সদৃশ নিতম্বযুগল, তার কালো চুল, তার ক্ষীণ কটিদেশ প্রদর্শন করেছে অপরূপ ভঙ্গিমায়। ওই খোঁড়া মেয়েটাকে তো আমি কখনও কোনও পুরস্কার দিইনি। এখন একমাত্র যার বিরুদ্ধে আমার মনে রাগের আগুন জ্বলছে, সে হচ্ছে ওই দোকানদারটা।

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল, দোকানদার আমার সাইকেল থেকে পুরনো ঝুড়ি আর ডায়নামোটা খুলে ফেলেছিল নতুন একটা ঝুড়ি আর ডায়নামো পরাবে বলে। নতুন ডায়নামো এখনও সে পরাতে পারেনি, কিন্তু পুরনোটা খুলে ফেলেছে এবং প্রমাণ করার জন্য নতুন ডায়নামোটা এনেছে থানায়, যুক্তিটা হল, যেহেতু এই ডায়নামোটা আমার নয় তাই এই সাইকেলখালাও আমার হতে পারে না। পুরনো ডায়নামোটা বদলে নতুন একটা ডায়নামো লাগাবার কথাটা সে বলার সুযোগই পেল না। হয় আমার সদিচ্ছালাভের অথবা নিজের সম্পদ ফিরে পাওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার কারণে নতুন ডায়নামোটা এখন আমার পকেটে ঢুকেছে। সুতরাং চোরদের প্রত্যেকেই এখন কোনও-না-কোনওভাবে নিজেদের অপরাধের জন্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এসবেরও উপরে হচ্ছে, আমার কায়িক চেতনা, ধর্মীয় অরাজকতার প্রতি আমার মনের অজেয় মনোভাব, যা আমাকে আদালতে অভিযোগ দায়ের করায় অথবা দন্ডদানের জন্য সাহায্য চাওয়ায় আমাকে বাধা দিয়েছে, বাধা দিয়েছে চোরগুলোকে আঘাত করার ইচ্ছাকে। সবসময় আমি তামাশা করছি! আমি হচ্ছি সেই ধরনের মানুষ যে সাধুসন্তের মত জানে, ঈশ্বরভক্ত অথবা আশ্রমবাসী,

BanglaBook.org

সন্ন্যাসীদের চেয়েও বেশি ভাল করে জানে যে মানুষের জীবন হচ্ছে বড় স্বল্প-স্থায়ী। বিলাপ করতে-করতে অজানা থেকে আমাদের প্রাণ জন্মগ্রহণ করে, ভ্রূণ থেকে বিন্দু-বিন্দু করে বড় হয় এবং আবার ফিরেও যায় অজানায়। বিশুষ্ক দৃষ্টি নিয়ে জীবৎকালে এক মিলনাত্মক নাটকে বারে-বারে অভিনয় করতে বাধ্য হয়ে ক্লান্ত হই আমরা।

এ যেন একটা শিশুর কাছে বলার চেষ্টা, যে-শিশু দীক্ষিত হতে চলেছে, যার কেশহীন মস্তকে পবিত্র শীতল বারি নিক্ষেপ করা হয়েছে। যাও, তার কাছে গিয়ে দৈববাণী শোনাও, একদিন যুপকাষ্ঠে তার জীবন শেষ হবে অথবা প্রাণ বলি দিতে হবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে....বলো, তাকে একটা খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করতে এবং তার সে বউও যতবার খুশি তার বিরুদ্ধ বিশ্বাসঘাতিনী হবে!

ভাগ্যের কোন্ পরিবর্তন তার জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে, কোন্ দুর্ভাগ্য এবং শোক তাকে জয় করতে হবে তা যদি আগে থেকে জানতে পারত তবে নিশ্চয় কোনও মানবশিশু স্বেচ্ছায় এই পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করত না।

জয় করবে কীসের জন্য? যে-মানুষ সবচেয়ে বেশি সুখভোগ করে সেই কী সবচেয়ে দীর্ঘজীবি হয়? হয় তার বিপরীত, সেই সবচেয়ে স্বল্পকাল বেঁচে থাকে। আর এটাই হচ্ছে দার্শনিকের সান্ত্বনা, যা দার্শনিকের শিক্ষার চেয়েও বেশি মূল্যবান সান্ত্বনা....মার্চের ভোগ-সুখ-পরায়ণ নগরবাসীদের কথায় এটা হচ্ছে একটুখানি রসুন অথবা রসুনের সামান্য গন্ধমিশ্রিত টাটকা রসবোধ যা একজন লেখকের মেধাই শুধু প্রকাশ করতে সক্ষম! কিন্তু এ-এ নিশ্চিত যে এই রচনাকৌশল যা হচ্ছে সৃষ্টির মহাকাব্য, তা এমনকি আদমের কৌশল যোগ্য নয়। লোককে বেঁচে থাকতে হবে এবং সে কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কলমের মুখ দিয়ে ঝরে-পড়া কালো কালির ছোট-ছোট চিহ্ন দিয়ে কাগজের বুক ভরে ফেলবে না। কাগজের পৃষ্ঠার উপর নিচু হয়ে আমাদের শোক অথবা হাসির কাহিনী আমাদের লেখা উচিত নয়। লিখব না আমাদের ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী, যেতটা অন্যের চেয়েও নিজেদের জন্য। এখন আমি প্রায় বৃদ্ধ, আমার পক্ষে তা অনিষ্টকর। আমি যা করছি তা সম্মানজনকভাবে একটা যুদ্ধের শেষে অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়কেরা করে আমি আমার আত্মকথা লিখছি। আমি বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথাও লিখছি। বড় যন্ত্রণাদায়ক হলেও তা বড় প্রয়োজনীয় আমার কাছে। তাছাড়া এটা খুব কদাচিৎ ঘটে যে কোনও লেখক মতবাদের দ্বারা সমকালীনদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে আমাদের এই দুর্ভাগা ইতালিতে। আমরা সবাই শুকনো মসলামিশ্রিত শবদেহে পরিণত হয়েছি....গল্প বলার পক্ষে আমাদের জীবন প্রায় নিথর হয়ে গেছে! কিন্তু আমি, আমি একসময় বেঁচে ছিলাম! আমি ঐশ্বরিক ধর্মীয় রাজদ্রোহের মধ্যে বেঁচেছিলাম এবং হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ, যারা এখনও শহরগুলোতে বাস করেছে তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার মত সাহসের

BanglaBook.org

ঘাটতি রয়েছে। আমি কিন্তু কখনও মাথা নত করিনি! আমার কাছে এখন একটা পথই রয়েছে তা হচ্ছে পলায়ন, এবং আরও বেশি কিছু যাতে হারাতে-না-হয় তাই আমি পালিয়েছি। কিন্তু পলায়নের আগে যা আমার পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা তার চেয়েও বেশি আমি আহরণ করে নিলাম। এ কাজ করলাম অধিকার অর্জনের আগেই। যে বনভূমিগুলো ছিল আমার কাছে হোটেল, সেখানে আহরণ করলাম শান্তি, সত্যিকারের শান্তি....যা আমার কাছে কিছু-না-কিছু করার স্পষ্ট একটা সুযোগ মাত্র, তবু বাস্তবে অপার আনন্দে তাকিয়ে-তাকিয়ে সেসব দেখার মত, কোমল শস্যবৃন্ত হাওয়ায় দুলছে বা দুলছে না। প্রথমে ভয়ানক আন্দোলিত হচ্ছিল, তারপর মৃদ্যুভাবে, তারপর নিষ্কলঙ্ক শান্তিতে নিথর হল সেসব।

এদের দিকে তাকিয়ে থেকে যে-কোনও লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, এমনকি গোটা একটা বসন্তকালও কাটিয়ে দিতে পারে। মাঝে-মাঝে একটা মৌমাছি কিংবা একটা প্রজাপতি অথবা একটা পুরুষ-মৌমাছি তাদের বুকে এসে বসে, বিশ্রাম নেয়! মৌমাছির নাম এ্যাসিরা, প্রজাপতি হচ্ছে আনা স্টিকলার। আর বোধহয় আমি হচ্ছি পুরুষ-মৌমাছি। কিন্তু শুধু সোনালি কাঁচপোকা এবং প্রজাপতি নয়, হাওয়ায় আন্দোলিত এই শস্যবৃন্তের পিছনে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব। খোঁড়া মেয়েটার ভাবনা আমার হৃদয়কে খান্‌খান্‌ করে দিচ্ছিল, সেকথা আমি এখনও বলিনি সারা দিনে পুরো একটা বেলা সে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দূরে থাকত, হয় থাকত গারদঘরে, আর না-হয় কোনও পুলিশের হাবিলদারের সঙ্গে তার কুঠরিতে। তার ছিল দু'টো ছেলে-মেয়ে একটা বড়, তার মা যে চোরদের সঙ্গে থাকে এবং তার জন্য মাঝে-মাঝে তাকে গারদে থাকতে হতে পারে, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এসব কথা বুঝতে পারার মতন যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তার। অন্যটা নেহাতই শিশু, গারদে আবদ্ধ তার মায়ের জন্য সে হয়তও তখন কাঁদছে।

বিচারের রায় দেওয়ার সময় বিচারকরা কেন এসব কথা ভাবেন না? তাঁদের এই পোশাকে আচ্ছাদিত উদাসীনতা কখন আসে? আইনের আদালত সেই স্থান নয় যেখানে এসব কারণ স্থিরিকৃত নয়। মানবিক কারণ হচ্ছে জুড়িহীন এবং অদ্বিতীয়, এতএব মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তার সমাধান করা উচিত। কারণ তার অস্তিত্ব রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির মাঝে তাকাও! প্রকৃতি হচ্ছে আমাদের জননী, আমাদের গুরু। যদিও আমরা তার আদিম এবং সাংঘাতিক ভুলগুলো চিনি, তবু কখনও আমরা প্রকৃতির নিন্দা করি না। প্রকৃতি দন্ড দেয়, কিন্তু সে ক্ষমাহীন নয়। মানব বিচারকদের মত প্রীতিহীন কাজ সে করে না। প্রকৃতি শাস্তি দেয়, কিন্তু সে শুধুমাত্র ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য। অতিরিক্ত মদ্যপান অভ্যস্ত এমন কোনও মানুষকে দেখ, সে মদে আসক্ত হয় ক্রমে-ক্রমে। যদি সে

BanglaBook.org

স্বেচ্ছায়, ঠিক সময়ে মদ্যপান বন্ধ না-করে তবে প্রকৃতি ধীরে-ধীরে তাকে শাস্তি দেয়! প্রকৃতি নিষ্ঠুর! কিন্তু যে-বিচারক মাথা কেটে নেওয়ার রায় দেয় এবং যে তাদের মাথা কাটে, দু'জনেই এক। যে লোককে গুলি করার হুকুম দেয় অথবা নিজেই গুলি করে, কথাটা একই, যে মানুষকে আলাদা করার আদেশ দেয় এবং জেলখানায় তাদের পচে মরার জন্য পাঠায়, তাদের চেয়ে প্রকৃতি অনেক কম নিষ্ঠুর। এবং মনুষ্য জাতি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তা নিয়ে কোনও বিচারক মাথা ঘামায় না। অপরাধী অনুশোচনা করছে অথবা করছে না....এই অনুশোচনাও দন্ডদাতার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে না অথবা তার সিদ্ধান্ত বদলে দেয় না...কেননা দন্ডদাতার কর্মপ্রণালী কতকগুলো লিখিত নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে এবং এই নিয়মগুলো সরাসরি পীড়নের থেকে আলদা কিছু নয়, আলাদা রূপে পরিবর্তিত হবেও না কোনওদিন। তাছাড়া কোনও একজন লোকের অপরাধ তাকে ঘিরে-থাকা অন্যান্য লোকেদেরও সমান অপরাধ। তেল-চোর হওয়ার আগে খোঁড়া মেয়েটার মরদ ছিল একজন রঙমিস্ত্রি....বাড়ি ঘরদোরে রঙের কাজ করত সে, রোজগার করত, তাই তার চুরি করার প্রয়োজন হত না। প্রত্যেকটা চোরই হচ্ছে সাময়িক অন্যায়কারী। আর তাছাড়া চোর কে নয়? আমি নিজেও....ও প্রকৃতিদেবী, আমিও কি তোমার আত্মার একটা অংশ চুরি করছি না? তার প্রেমকে দূরে সরিয়ে আমি এ্যাসিরার কাছ থেকেও একটা কিছু চুরি করেছি। .....যদি কোনও পুরুষ সোজাসুজি তাকে গ্রহণ করত তাহলে হয়তো তার অপরাধ করার প্রয়োজন থাকত না, তাকে সে শিক্ষিত করে তুলত....আমি তো তার জীবনের দিনগুলো থেকে কয়েকটা ঘণ্টা শুধু চুরি করেছি।

যেমন আমার প্রায়ই ঘটে থাকে, তেমনি করে আমি বিপরীত মতবাদের যুক্তিজালে আটকে পড়েছিলাম, প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে, অন্য সবাই নিরপরাধ এবং একমাত্র আমিই অপরাধী। আসলে ঘটনাটা হচ্ছে, নিজেকে আমি ভালোভাবেই জানি, এবং জানি সাধুতার খোলস কত পাতলা। সাধু বলে কেউ নেই! কেউ সাধু নয়, কোনওদিন তা ছিলও না, কেননা সাধুরা জন্মান না, তাঁদের তৈরি করা হয়। নরসিয়ার সন্ত বেনেডিক্ট, সাধু ফিলিপ নেরি....তাঁরা সাধু হয়েছিলেন। শয়তান যারা ছিল না, তারা কেউ সাধু হয়নি। উদাসীন, অসম্ভব সৎ চরিত্রের প্রতিরূপ সম্পর্কে অতএব সাবধান! বরং আমাকে বিশ্বাস করো, কেননা আমি একসময় রীতিমত শয়তান ছিলুম!

এইসব সিদ্ধান্তে আসার পর (চিন্তা হচ্ছে আলোর ঝিলিক, কিন্তু শব্দ হচ্ছে গোদা হাতি) আমি আমার চেতনাকে ভারমুক্ত করার পথ খুঁজছিলাম। খুবই হাস্যকর হল যে....এই আমি, যে চোর এবং বাটপারদের বিরুদ্ধে এমন ভয়ানক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলাম, সেই আমি তাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম যাতে তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারে....আমি সফলও হলাম।

থানায় দুর্গন্ধ ভুরভুর করছে এবং কেটলির তলায় মটরপোড়ার গন্ধ ভাসছে

BanglaBook.org

হাওয়ায়। জানি না, কীভাবে এই পরিবেশে পুলিশগুলো থাকে, এবং দারোগারাই বা কী করে তাদের কাজকর্ম করে। এখন এখানে আমি একেবারেই বেমামান,....কারণ সব চোর এবং সাইকেলের দোকানদারদের....যখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নিশ্চিত আমি, পুলিশগুলো আমাকে নির্বোধ মনে করছে। কিন্তু তারাও তো ঈশ্বরের সন্তান। ওদের একজন, যখন বুঝতে পারল, যে চার বদমায়েস-ই মুক্তি পাবে, এবং রাতে ওদের উপর নজর রাখার কাজ থেকে সে রেহাই পাবে, তখন সে আনন্দে হাত কচকাল। যথেষ্ট বোদ্ধা হিসাবে সে আমাকে উপহাস করল! এমনকি থানার দারোগা ভাবল কিংবা সন্দেহ করল, যে আমি একটা আস্ত পাগল।

বোধহয় সত্যি-সত্যিই আমি পাগল। কিন্তু আমাকে সে-কথা বোল না। আমি যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী, আমার এই সুখকর ভ্রান্তিবিলাস আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। আমাকে আমার কাব্যিক চেতনা নিয়ে আমার নিজের কাছে সত্য হয়ে উঠতে দাও। আমার চিন্তার রেখাকে অনুসরণ করো। যদি অনেক লোক তা করে তবে দেশের সরকার ক্রমে দুর্বল হবে, উঠবে তুচ্ছ, অস্থায়ী এবং ছায়ার মত। বাস্তবিক সরকার এবং পুলিশের ছায়ার মতই হওয়া উচিত....হবে হালকা ছায়া যে-রাষ্ট্র এখনও এই পৃথিবীতে জন্মায়নি যার অস্তিত্ব এখানে আর নেই, সেই রাষ্ট্রের মধ্যে সেতুর উপর ভ্রমণরত তীর্থযাত্রীকে অনুসরণ করবে। ছায়ার যদি ছায়া নাই হয়, যা দুর্বল এবং ক্লান্তকে স্বস্তি দেয়, তবে অন্তত তেমন সরকার গঠিত হোক, যে-সরকার সদয়, দুর্বলের সেবা করে, পথবাসীকে আশ্রয় দেয়, অসহায়কে রক্ষা করে, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে, উৎপীড়ককে সংযত করে। এইসব সত্যিকারের শিকারি জানোয়ারকে সংযত করার এবং থামানোর জন্য তাদের তলপেটে আঘাত হানাটাই সেরা পথ নয়, সেরা পথ হচ্ছে সাবলীল কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যুক্ত করা....তবেই তাদের সংযত করা সম্ভব। সরকারের একটু চিন্তা করা দরকার....রুটির গুঁড়ো আর ছিনি-ছড়ানো টেবিলের উপর তারা ঠিক মাছির মত হালকা এবং ভাগ্যবশে কোনও বাগান জুটলে তারা ঠিক প্রজাপতির মত ফুলে-ফুলে উড়ে বেড়াবে। তারা যেমন, ঠিক সেরকম বোলতা আর সাপ হয়ে তারা আর থাকবে না।

ওহ্, এখন ফিরে আসি আমার সম্প্রতি অপহৃত সাইকেলটার কথায়....আমি ভাবছি, ব্যাপারটা এখনও ছেড়ে দেব কি-না....আমার হারিয়ে-যাওয়া এ্যালুমিনিয়ামের বাইসাইকেলটা—আমার 'রূপোর সাইকেল', সেটার খোঁজ করা এবার ছেড়ে দেব কি-না অথবা যে-কোনও মূল্যেই পড়ুক আর-একবার শেষ চেষ্টা করব কি-না সেটা উদ্ধার করার জন্য। এক নাপিত একবার ঠাট্টা করে আমাকে বলেছিল যে, হারিয়ে-হারিয়ে সাইকেল ফিরে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে আর-একটা চুরি যাওয়া।

BanglaBook.org

রোমের সব লোক ধনী আর চতুর, কাজেই একখানা সাইকেল হারাবার পর তারা সেই সাইকেলটা আবার খুঁজে পাবে কি পাবে-না এই নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না, কেননা অন্যের একখানা চুরি করাটাই তখন তাদের কাছে দরকারী হয়ে দাঁড়ায়। আমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ সাহস, অর্থাৎ রাস্তার বাঁকে প্রসাধন-বিপনি অথবা জুতোর দোকানের পাশে দাঁড়ানো এবং সেখানে নির্লজ্জ ও ধীরভাবে অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করে থাকা, আমি যেমন অসতর্ক ছিলাম, তেমনিভাবে কোনও লোক সাইকেল বাইরে রেখে দোকানে ঢুকলেই তার সাইকেলে চড়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে পালাতে হবে! বিশ ফুটের বেশি দূরপর্যন্ত কেউ আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না। রোম এত বড় শহর....এখানে জান-পহেচানের কোনও ঝুঁকি নেই! কিন্তু হায় স্বর্গের পিতা, পঞ্চাশ বছর সরল এবং সৎ, বিনম্র এবং নিখাদ পুরুষত্বধর্মী কাব্যিক জীবনযাপন করার পর চৌর্যবৃত্তি। পঞ্চাশ বছর পরে কেন? সত্যি কথা যে আজকাল বিশ্বের তাবৎ বড়-বড় দেশের রাজধানীতে স্রেফ কৌতূকের জন্য মানুষ খুন করা হয়, কত সফলভাবে এ কাজ করা যায় শুধু তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। যাই হোক, আমরা এখন মরূপ্রান্তরের আরবদের সমগোত্রীয়....তারা এক-জোড়া জুতো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নির্ভীক শিকারিকে খুন করে....যেসিঙ্ থেকে সোলুকে এইসব শিকারি একাকী সন্ধ্যার ঝোঁকে পাতিহাঁস শিকার করতে যায়। অন্য কোনও আরব আড়াল থেকে শিকারিকে খুন করে---হয় কৌতুকের জন্য আর না-হয় তার জুতোজোড়া তার প্রয়োজন আছে বলে। কিন্তু চোরেরা চোর এবং আরবরা আরব এবং আজ পর্যন্ত আমি কখ্খনো চোর সাজিনি।

সাইকেলখানা ফিরে পাওয়ার জন্য আর অন্য কী পথ আছে, যা সৎ? যে লোকটা সবসময় নিজের সাইকেল খুঁজে পায়, সেই লোকটার সমস্যায় পড়েছি আমি। আবার জিনিস খুঁজে পাওয়া অবসর বিনোদনের একটা পন্থা হয়ে উঠতে পারে। কাজেই প্রবলভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। ভাবলাম, ভদ্রভাবে চোরটার কাছে হাজির হব এবং আমার সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ জানাব। কিন্তু চোর কি সৎ আচরণ সম্পর্কে কোনও বিচার-বিবেচনা করে? জিনিসটাকে অপহৃত অবস্থায় রাখার জন্য তারা চুরি করে না তারা চায় জিনিসটাকে অবিলম্বে বিক্রি করে টাকাকড়ি পকেটস্থ করতে। চৌর্যবৃত্তির জন্যই তারা চুরি করে, কেননা চৌর্যবৃত্তিকে তারা মনে করে একটা ব্যবসা এবং ব্যবসার বিনিময়ে আছে পুরস্কার—মুনাফা।

আমার ক্ষেত্রে আমি পাপার কাছে যাব, তার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলব। কিন্তু কেমন করে এবং কখন? সে আমাকে অপছন্দ করে আর আমিও তাকে আদৌ

BanglaBook.org

পছন্দ করি না। পানিকো সরণীর দৃশ্যটা খুব সাংঘাতিক হয়ে ওঠেনি....কিন্তু সেটা ঝগড়ায় পরিণত হয়েছিল এবং ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে যে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হবে তারও কারণ সৃষ্টি হয়েছে।

ফ্লোরিন্দার কথাটা এখন আমার মনে পড়ছে, যুবতিকে আমি চিনি, কালাব্রিয়ার কসেনৎসা অঞ্চলের এক কসাইয়ের মেয়ে সে। বেশ কয়েক বছর ধরে সেই যুবতী রোমে আছে...আরও অনেক মেয়ের মত গ্রামের বাড়িতে নিয়ন্ত্রিত কৃষি যুবতী-জীবনে ক্লান্ত হয়ে সে পালিয়ে এসেছিল এখানে....প্রেমের পসরা নিয়ে প্রেম বিলোতে সে উৎসুক ছিল....তার মন ছিল জান্তব লালসা ভরা....ব্যাক্কাসদেবের সত্যিকার এক কামুক অনুরাগিনী।

এইসব মেয়েরা গ্রাম্য কুমারীর সঙ্কীর্ণ জীবনযাপন করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গোপনে নিজেদের ভাগ্যের জন্য অনুতাপ করে....তারপর একদিন বাপ-মার অজান্তে তারা নিজেদের গ্রামেই প্রেম করতে শুরু করে। প্রলুব্ধকারী পুরুষ সব সময় পাওয়া যায়। এমন একটাও ছোট, আদিম গ্রাম নেই, যে-গ্রামে এমন চার বা পাঁচজন একগুঁয়ে, নিষ্কর্মা যুবক নেই, মূর্খ মেয়েরা কামনায় কম্পিত দেহে যাদের আলিঙ্গন নিজেদের সমর্পণ করে না। ঘটনাটা ঘটে যখন তারা থাকে কোমলহৃদয়া এবং অনভিজ্ঞা....যখন তাদের দেহ-মন থাকে পবিত্র অনাঘ্রাত....আর তখনই তাদের দেহ দখল করা সহজতম। মেয়েটির বাড়ির রাস্তায় বার-কয়েক যাতায়াত, তার ঘরের জানালায় দৃষ্টি-নিক্ষেপ, গিটার বাজানোর সামান্য জ্ঞান, কোটে ফুল গোঁজার অভ্যাস, আর ঐ মেয়ের বাপের হাতে দু'চার ঘা ঠেঙানি সহ্য করার মতন অন্তত খানিকটা সাহস....ব্যাস্! এটুকুই যথেষ্ট। আজকাল আর কতজনই বা তেমন ক্রুদ্ধ বাপ আছে? খুবই কম। মেয়েদের উপর সতর্ক নজর রাখে, এমন বাপের সংখ্যা প্রায় বিরল। আজকাল সব জায়গায়, এমনকি এতকালের গর্বিত বন্য ক্যালব্রিয়াতে, যেখানে বংশগত বিরোধের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুরি-মারামারি হতো হামেশাই, সেখানেও পাখিরাও একই কাজ করে। ফিঙে মা আর বাপ সপ্রেমে এবং সযত্নে বাসা বানায়। ফিঙে বাপ বাসায় উপস্থিত থাকে যখন মা ডিম পাড়ে। ডিমগুলোয় তা দেওয়া শেষ হলে ফিঙের বাচ্চারা ডিম থেকে বেরিয়ে আসে....পালকশূন্য, কম্পমান তাদের শরীর....তারপর শরীরে ডানা, পালক আর লেজ গজায়....ওড়বার মত তাগদ হয়....তার বাপ আর মা বোঝে যে বাচ্চাগুলো এবার নিজেদের দেখতে সক্ষম হয়েছে। তখন ঠোঁট ধরে তারা বাচ্চাদের বাসার ধারে নিয়ে গিয়ে বসায়, ডানা ধরে ওপরে ওঠায় এবং ঠেলে গাছ থেকে ফেলে দেয়।

এমন করে ফিঙের বাচ্চারা উড়তে শেখে। হাওয়ার মধ্য দিয়ে পাক খেতে খেতে পড়ার সময় তাদের ডানা দু'টো কাঁপতে থাকে, পড়ে যায়, ডানা দুটো আছড়ায়, ঘাসের উপর বুক পেতে পড়ে থাকে, বিশ্রাম নেয়। বলতে যতটুকু সময় লাগছে, তার আগেই চকিতে উঠে পড়ে....এখন তারা উড়তে সক্ষম, এই পৃথিবীর প্রভু

BanglaBook.org

যেন এবং কম-বেশি নিজেদেরও প্রভু। যদি পাখিই এমন করতে পারে তবে ফ্লোরিন্দার বাপ-মা-ই বা অন্যরকম করবে কেন? আমার ছেলের, অথবা, তার চেয়ে বেশি, আমার মেয়ের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারি না....কিন্তু আমি একথা বলতে পারছি, কেননা লুসিয়ানা এখনও বাচ্চা। হায়, কালকেই এক বুড়ি আমায় বলছিল, বাপ-মায়ের জন্য মেয়েদের সৃষ্টি করা হয়নি। চাষী-গেরস্থের ঘরে ছেলের বয়স বছর-আঠারো হলে তাকে সংসারের দুর্গ মনে করা হয়——পরিবারের প্রধান ভরসা। ....অন্যদিকে একটা মেয়ে কোনও কাজের নয়....মেয়েরা ওই বয়সে আর ভেড়া চরাতে বা কাপড় বুনতে চায় না। সে যা চায় তা হল প্রেম করতে। কাজেই চাষী বিরক্ত হয়, মেয়েকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, অবশেষে তাদের ঘর ছাড়তে দেয়। তারা এমনকি মেয়েদের প্রথম পাপ করতেও সাহায্য করে। তারপর প্রেমিক যদি সৎ হয়, তবে মেয়েটিকে বাধ্য করে তাকে বিয়ে করতে। আর প্রেমিক যদি স্রেফ ফুঁসলানো স্বভাবের হয় তবে মেয়েকে ঝি-গিরি করতে রোমে পাঠাবার সুযোগ পেয়ে যায় তারা। একুশ বছরের প্রতিটি চাষীমেয়েই মুখিয়ে থাকে শহুরে মেয়ে হওয়ার জন্য। তার যা কিছু জানা প্রয়োজন ইতিমধ্যে সেসব সে জেনে নেয়। এই সত্যি কথাও তারা জেনে যায়, যে কঠোর পরিশ্রম করে, তার থাকে একটা জামা, আর যে-কোনও কাজ করে না তার থাকে দু'টো। সুন্দরী যুবতী মেয়ের উপযুক্ত কাজ হল বিয়ে না-করা। আজকাল গ্রামের মেয়েরাও জেনে ফেলেছে যে বিয়ে হওয়ার আগেই স্বাধীন জীবনযাপন করা যায়। কিন্তু কীভাবে? নিন্দুক যাজক আর গ্রাম্য গুজব-বাজদের নজরের নিচে গ্রামের মেয়েরা কীভাবে ভালো থাকবে। দুর্ভোগ আর অনিশ্চয়তা বড় তীব্র....তার চেয়ে বরং রোমের পথে পা বাড়ানো ভালো এবং সেখানে গিয়ে ঝি-এর কাজ করাও ঢের ভাল। আজকাল প্রত্যেকেই জানে, রোমের গৃহস্থ-বাড়িতে যেসব যুবতী মেয়ে ঝি-গিরি করে, তারা প্রায় সবাই মনিবের পেয়ারের রক্ষিতা।

মাথা নিচু করে কাঠের জুতো পরে তারা ঝি-গিরি করতে ঢোকে....তিন মাস পরে তারাই গৃহকর্তার বান্ধবী ও গোপন পিরীতের রক্ষিতা হিসাবে বাড়ি ছেড়ে আসে। সাধারণ অবস্থায় সমাজের কোনও ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা একটা সুছাঁদের পোশাক সাত অথবা আটবার পরার পর সেটা যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করে....তারপর পোশাকটা ঝি-কে দিয়ে দেয়, কারণ ওই পোশাকটা আর সাম্প্রতিক ফ্যাশন নয়। স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ সৌন্দর্যের জন্য পরিচারিকা-যুবতীর সম্পদ হচ্ছে সুঠাম গোলাপী পদযুগল এবং প্রজাপতির রঙের জঙ্ঘা। তাদের গিন্নীদের চেয়ে তারা অনেক বেশি কামনার ধন.... সিনেমা দেখলে এইসব গিন্নীরা মূর্চ্ছা যান এবং উপন্যাস পড়লে তাদের স্নায়ুবৈকল্য ঘটে....তারা প্রায়ই ধূমপান করে, কড়া মদ গেলে আর জুয়া খেলে! ঝি-মেয়েগুলো কিন্তু প্রেম করা ছাড়া আর কোনও দিকে মন দেয় না। বাজারে যাওয়াটা তারা সবচেয়ে সোজা কাজ বলে

BanglaBook.org

মনে করে, কেননা সেখানেই কোনও সারজেন্ট অথবা পেটি-অফিসারের সাথে তাদের মোলাকাৎ ঘটে। এসব সাধারণ খবর....সবাই জানে।

কাজেই ঘটনার শেষ....ফ্লোরিন্দা এল রোমে এবং সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে আদ্দিশ আবাবা থেকে ফিরে-আসা এক মহিলার কাছে পরিচারিকার কাজ পেয়ে গেল। আদ্দিস আবাবায় স্বামী লোকটি ছিল রাজসভার এক দ্বাররক্ষী, এই কাজ আর কিছু গোপন কাজ-কারবারের মাধ্যমে সে বেশ, মোটারকম অর্থ রোজগার করেছিল। কিন্তু আগে হোক, আর পরেই হোক অন্যায়কারীকে তার কৃতকর্মের জন্য কৈফিয়ৎ দিতেই হয় এবং তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন অপরাধীই অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ পরিত্যাগ না-করে এবং প্রায়শ্চিত্ত না-করে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারে।

তার স্ত্রী আফ্রিকার মণিমাণিক্য পুঁটলি বেঁধে নিয়ে রোমে ফিরেছিল। ফ্লোরিন্দা বেশ কয়েক মাস মহানন্দে এই পরিবারে ঝি-গিরি করেছিল। মাঝে-মাঝে অবশ্য এ বাড়িতে দু'একখণ্ড মেঘ ছায়া ফেলত, তবে মনে হত তখনও তা'বহুদূরে রয়েছে। জীবন ছিল বেশ উৎসব-মুখর। বাড়ির কর্তা ফ্লোরিন্দার প্রেমে পড়ল। তার বউ তা জানতেও পেরেছিল। কিন্তু সে না-জানার ভান করল এবং জার্মান দূতাবাসের এক সুপুরুষ লম্পট অফিসারের সঙ্গে গোপন প্রেমে জড়িয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতিনী হল। বউটা লোকটাকে ভাল শিক্ষা দিল। হাতের টাকা-পয়সা যখন সব ফুরিয়ে গেল তখন অফিসার সেই স্বামী পুঙ্গবটিকে জার্মানিতে গিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষা নিতে উপদেশ দিল। স্ত্রী যার বিশ্বাসঘাতিনী সে কি না মহানন্দে রোম ছাড়ার এই সুযোগ গ্রহণ করল এবং জামিন হিসাবে কিনা রেখে গেল সেই স্ত্রীকেই।

লোকটি জার্মান চলে যেতেই অফিসার বাড়িটার অর্ধেক অংশ গণিকালয়ে পরিণত করল। আর এটাও বলাবাহুল্য যে সেই বউটা বেশ্যায় পরিণত হল। মনে হয় আফ্রিকাতেও সে এভাবেই ধনসম্পদ অর্জন করেছিল। যেসব মেয়ে প্রথম দিকে একানিষ্ঠা থাকে, তারা সহসা যৌন সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতিনী হয় না। এ-ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে যদি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও নারী একনিষ্ঠা থাকে, অনিবার্য প্রয়োজন না-হলে সহসা সে বিশ্বাসঘাতিনী হবে না। অফিসার সেই বাড়িতে অন্য জার্মান অফিসারদেরও ডেকে আনত, এবং ফ্লোরিন্দার জন্য আনত বাছাই করা পুরুষ। বাড়ির গৃহকর্ত্রী তুরিন থেকে তাঁর বোনকেও নিয়ে এল। নতুন প্রভু আর পুরনো গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ফ্লোরিন্দাও তার গুপ্ত প্রণয়ে ভাগীদার হওয়ার জন্য এক বান্ধবীকে এই পথে টেনে আনল....বান্ধবীর নাম মারিয়া আন্তোনিয়েত্তা। এই মেয়েটির কথা অন্য জায়গায় বলব। তারই মাধ্যমে ফ্লোরিন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

মারিয়া আন্তোনিয়েত্তাকে শিল্পীদের মডেল বলেই জানতাম আমি। কিন্তু ফ্লোরিন্দা তাকে আমার কাছ থেকে ফুসলে নিয়ে গেল। তাকে লোভ দেখাল, শুধু মডেল

BanglaBook.org

হয়ে থাকার কোনও মানে নেই এবং তার সঙ্গে গিয়ে আরামে থাকার জন্য তাকে উপদেশ দিল। শুধু রাতটুকুই তার সাথে ঐ বাড়িতে কাটাতে বলল....আর এর অর্থ বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই কুখ্যাত বাড়িতে দরকার তো এইটুকুই। প্রতিদিনকার রাতবাসরের হুল্লোড়ে চারজন নারী এবং দশ অথবা বারোজন পুরুষ বারে-বারে দেহ মিলনের তীব্র কামনায় পরস্পরের সাথে রমণক্রিয়ায় মত্ত হত। কিন্তু ঘন-ঘন রমণ এড়িয়ে চলাই উচিত, কেননা তাতে দুঃখ বাড়ে, দুর্ভাগ্য দেখা দেয়। মেয়েগুলো হিংসায় মত্ত হয়ে বিবাদ শুরু করল....অবশেষে ফ্লোরিন্দা এবং মারিয়া আন্তোনিয়েত্তা ওখান থেকে বিতাড়িত হল। দোষটা ছিল প্রধানত আন্তোনিয়েত্তার কেননা সে ছিল বড় বেশি সুন্দরী। কিন্তু তার পা-দু'টো ছিল বাঁকা। যেসব নারীর মুখ অতি সুন্দর, তাদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ততটা সুন্দর হওয়া খুবই বিরল ঘটনা....বিশেষ করে পা দু'খানা। কিন্তু তার মুখ সত্যই অপরূপ ছিল। মুখটা একটু ছোট দেখায়, ঠিক যেন লোভী নেকড়ের মত....কিন্তু তীক্ষ্ণ রেখাসমৃদ্ধ তার মুখখানা বিশ্বের সব সেরা মুখদের অন্যতম, খাড়া নাক, পাতলা ছোট্ট চিবুক, দীঘল কালো চোখ এবং সোনালি আর বাদামি মাঝামাঝি রঙের আশ্চর্য একমাথা চুল। আমি ঠিকমত তার রূপের বর্ণনা দিতে পারলাম না, কারণ তার দেহ সৌন্দর্যে সত্যিই বর্ণনার অতীত।

ওখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে তারা দু'জনে বিভিন্ন বোর্ডিং-হাউসে শিকারের আশায় ঢুঁড়ে বেড়াতে শুরু করল, তারপর নেমে এল রাস্তায়। দেহ দান করতে হবে বলে অবশ্য তারা যে-কোনও পুরুষের কাছে দেহ দান করত না, যারা তাদের কামনাবিধুর পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে এমন পুরুষকেই বরং দেহ সমর্পণ করত তারা। আর এ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে যে-কাউকেই মূল্য দিতে হতো অনেক, অথবা তাকে হতে হয় অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা বীর্যবান যুবক কিংবা সুন্দর চেহারার কোনও জহরদস্ত ডনযুয়ান সৈনিক অথবা নাবিক। তাদের দুর্বলতা ছিল শক্ত শরীরের নাবিকদের প্রতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, জনৈক নাবিক নিজের জন্য আন্তোনিয়েত্তা-কে একজোড়া জুতো কিনে দিতে বাধ্য করেছিল। আর ফ্লোরিন্দা এক নাবিককে পাওয়ার জন্য গুণাগার দিয়েছিল মূল্যবান একটা ক্যামেরা। তৃতীয় জন পেয়েছিল ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার একখানা পাশ বই.... লোকটা সেই পাশ বই বাঁধা রেখে এক মহাজনের কাছ থেকে আগাম টাকা ধার নিয়েছিল। সেই টাকা আর ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য ফ্লোরিন্দার দেওয়া টাকা সেই নাবিক অবশ্য চমৎকার উপায়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় ঐ সব নাবিকদের নিয়ে আন্তোনিয়েত্তা আর ফ্লোরিন্দা সিনেমা দেখতে যেত, আর নাবিকরা এর সব খরচই বহন করতে তাদের বাধ্য করত।

এই সময়েই ফ্লোরিন্দা আর আন্তোনিয়েত্তা আমার স্টুডিয়োতে মডেল হিসেবে নানা দেহ ভঙ্গিমায় পোজ্ দিতে মাঝে-মাঝে আসতে শুরু করে। আসলে তারা সুবিধেমত মজা লুটতে ও বিশ্রাম করতে আসত। আমি তাদের কখনওই আসতে

BanglaBook.org

বলিনি। যখন তারা কোথাও যাওয়ার আর জায়গা খুঁজে পেত না, অথবা তাদের কোনও কাজ জুটত না, কিংবা বেশ্যাদের যেমন প্রায়ই হয়ে থাকে, তেমনি হাতে যখন টাকাকড়ি বিশেষ থাকত না বা একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় পড়ত, তখন-ই তারা আসত আমার কাছে। ঘণ্টা দুয়েক আমার সামনে মডেল হিসেবে বসে থাকত! তারপর খেয়ে-দেয়ে, আকণ্ঠ মদ গিলে বিশ্রাম করত স্টুডিয়োতে, তারপর চলে যেত!

অবশেষে ঝটিকাবাহিনী এক সৈনিকের প্রেমে মোহিত হয়ে আন্তোনিয়েত্তা জার্মানিতে কাজ করার জন্য নাম লেখাবে বলে ঠিক করল। এর আগে কাজ করবার ইচ্ছে তার কখনও ছিল না, কিন্তু এখন মেকানিকের কাজ করবে ঠিক করল। আমার তো ধারণা ছিল সে মিস্ত্রি হতেই গেছে। সে ক্ষেত্রে আমি অবশ্য তাকে এ-কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। ফ্লোরিন্দা রয়ে গেল রোমে....জার্মানদের সাথে অতি দ্রুত সে সম্পর্ক গড়ে তুলল। বলা বাহুল্য যে তারপর যখন-তখন দেহ-মিলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে। অবশেষে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখল বেশ্যা-বৃত্তি এক ভয়ানক পেশা। তার দেহ-মন দিনে-দিনে হয়ে উঠল কামশীতল, নিঃসাড়, এবং অবশেষে এক উচ্চস্তরের ছলনাময়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করল সে। এখল ফ্লোরিন্দা তার দেহ-ব্যবসা চালাচ্ছে মার্কিন সৈনিকদের সঙ্গে। প্যানিকো সরণীর ধারে-কাছে সে একখানা ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে। চমৎকার একটা চুনকাম-করা বাড়ি, সেখানে সিঁড়ির ধাপগুলো বড় পরিচ্ছন্ন....বাচ্চা-কাচ্চাদের প্রায় দেখাই যায় না। সিঁড়ির দিকে দু'টো দরজার মুখ....একটা প্রবেশ করার, আর-একটা বেরিয়ে আসার। একটা দরজার উপর নামাঙ্কিত ঝকঝকে এ্যালুমিনিয়ামের পাত সাঁটা। বাড়িখানা সত্যিসত্যিই অভিসারের পক্ষে খাসা। এখানে সে রানির মতো রাজত্ব করে আর উপার্জন করে প্রচুর অর্থ। সপ্তাহে প্রায় সত্তর লিরা। হাজার লিরা....তবে ফ্লোরিন্দার নিজের মতে তার রোজগার একশ' হাজার লিরা। খাওয়া-দাওয়ার জন্যে রোজ খরচ হয় এক হাজার লিরা, জুতো ও মোজার জন্য সে রোজ খরচ করে আর-এক হাজার লিরা। মার্কিন সৈনিকরা তাকে সোনার পাত-মোড়া আংটি অথবা সস্তার আতর-ভরা বোতল কিংবা কালোবাজারে চড়া দামে কেনা নানা ধরনের মনোহারী জিনিস উপহার দেয়। উদাসীনভাবে সেসব জিনিস ফ্লোরিন্দা হেলাফেলা করে একটা বাক্সে বা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দেয়। সারাদিন ধরে ঘুমোয় সে। যেন একটা কাঠবিড়ালি....দেহের মলিন রঙ, বেঁটে, মোটাসোটা আর চূড়ান্ত ফাজিল। আঠারো শতকের ভিয়েনার শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্তির মতন অপরূপ তার শুভ্র সুগঠিত স্তনযুগল....যখন আর্কেডিয়ার অধিবাসীদের মত জীবন ছিল গ্রাম্য সরলতার আদর্শে বাঁধা, জীবনধারা ছিল শান্ত স্থির—হাতির দাঁতের মতন শুভ্র স্তনযুগল-এর অধিকারিনী যুবতীরা, ঔষধি মাখানো পরচুলা পরত মাথায়।

কল্পনা করতে পারি কেমনভাবে কামুক যুবক সৈনিকরা ফ্লোরিন্দার নরম বালিশ-

BanglaBook.org

সদৃশ স্তনযুগল নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে....ঠিক আমিও কদিন এইভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াতাম, আমার অবস্থা হত স্তনবৃন্ত ও স্তনে ক্লান্ত কাঁদুনে বাচ্চাদের মতন। এইসব মার্কিনীরা কানাডা অথবা মিসিসিপির সাগরবেলার ঘর ছেড়ে প্রায় চার বছর ধরে বিদেশ-বিভুঁইতে পড়ে আছে, তাই একটা নারী প্রেমের বা শরীরের স্বাদ পাওয়ার জন্য তারা কাতর ও লোভাতুর হয়ে পড়ে। আর যদি কিছু না-ও থাকে তবু, তাদের প্রতি করুণা থাকা প্রয়োজন। রক্তের মূল্যে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে-অর্থ তারা রোজগার করেছে তা যদি তারা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়, তবে তা আরোই জঘন্য হবে! মোটামুটি এই কথাগুলোই বলা যায় তাদের সম্পর্কে। তাদের জীবনের অন্যদিকে হচ্ছে—এমনিতে তারা বেশ খাসা ছেলে, বেশ্যাদের স্বাভাবিক সঙ্গী। আমি নিশ্চিত যে তারা কেউ আদর্শবাদী নয়। কাব্য অথবা চিত্রশিল্পের মর্ম তারা বোঝে না। গানের জলসায় তারা যায়, কিন্তু শিল্পীর মন না-থাকায় তারা তা বুঝতে পারে না....প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃতির ধারাও তারা অনুধাবন করতে পারে না। এত সরল বলে তারা নিচু স্তরের বেশ্যাদের কবলে পড়ে....মেয়েগুলো তাদের রুমাল আর গায়ের জামা পর্যন্ত কেড়ে নেয়....তারাও বাধা দেয় না। এমনকি কাজের বিনিময়ে পাওয়া টাকায় ঠাসা চামড়ার থলিগুলো পর্যন্ত বেশ্যারা হাতিয়ে নেয়। শৈল্পিক চেতনা এবং সৃজন-প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও দরিদ্র, সৎ, কঠোর পরিশ্রমী ইতালির আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা আজ ভাগ্যের দোষে সমাজের নিম্নস্তরে নেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

হ্যাঁ, এখন গিয়ে ফ্লোরিন্দা-কে খুঁজে বার করা ছাড়া আমার হাতে আর কোনও কাজ নেই। রোম বিশাল শহর, তবে কীভাবে খোঁজ করতে হবে তা যদি জানা থাকে তাহলে প্রত্যেককেই খুঁজে বার করা সম্ভব। এরজন্য অবশ্যই কোনও রোমবাসীর কাছে কোনও খবর জানতে না চাওয়াটা আবশ্যিক....যদি সত্যিসত্যি তারা তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়, তবে নির্ঘাৎ মিথ্যে কথা বলবে। অসৎ উদ্দেশ্যে ঠিক একাজ করে না তারা,....অপরের কাছে স্বীকার না-করলেও নিজে সে ভালভাবেই জানে রোম শহরকে নিজেই সে ভালভাবে জানে না, সেটা ঢাকতে গিয়েই প্রায়শ এই বিপর্যয় ঘটে। কাজেই তারা তোমাকে ডান দিকের বদলে বাঁদিকে যেতে বলবে। যে পথটা তুমি খুঁজছ তা হয়তো মোড়ের কাছে, কিন্তু তার বদলে তুমি আসল রাস্তা থেকে কয়েক মাইল দূরে চলে যাবে। যৌবনকালে, রোমের প্রায় কিছুই আমার জানা ছিল না....শুধু জানতাম শহরের বিশাল বাগানবাড়িগুলোর কথা আর অজস্র ছবির প্রদর্শনমালা, বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ সম্বন্ধে কিছু কথা, কেননা এসব নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে....সে-সময় একদিন সন্ত

BanglaBook.org

এ্যাঞ্জেলো প্রাসাদ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল স্টেশনের দিকে....ফেরৎসা সরণি কোথায় আমি সেদিন জানতে চেয়েছিলাম। এখন আর কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। হাতের তালুর মত এখন রোমকে চিনি। এমনকি কোন্ কোন্ রাস্তায় দোকানগুলো আমার পরিচিত আর সেখানে কাদের দেখা পাওয়া যাবে তা-ও জানি....কেউ বিদেশী নয়, বহুদিন ধরে শিকড় গেড়ে সেখানেই তারা বাস করেছে।

একটা চৌরাস্তার মোড় চিনি, সেখানেই ঘর ভাড়া করে ফ্লোরিন্দা তার দেহ-ব্যবসা চালাচ্ছে (এখন থেকে আমি ওকে লিন্দা বলব, কেননা আমার কাছে যখন আসত, তখন ওর নাম বলত লিন্দা)। আগেই বলেছি, কাজটা খুবই কষ্টকর, কিন্তু এর চেয়ে ভাল কাজ সে খুঁজে পায়নি। ইংরেজ নীতিবাগীশরা যখন রোমের সব ক'টা বেশ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন পিয়াৎজা নাভোনার একটা ভাঁটিখানার এক সুপরিচিতা মেয়ে ফ্লোরিন্দাকে কোরালো সরণির একখানা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। দিন-বারো আগে সেও তাকে ছেড়ে চলে গেছে। পুরনো দিনের এক বেশ্যা একবার লিন্দার সাথে বাস করতে এসেছিল। সে আগে থাকত বেঁটেখাটো একটি মেয়ের সঙ্গে....তাকে ঠিক হোটেলের পরিচারিকার মত দেখতে এবং বোধহয় ওখানে সে ছিল জার্মান অধিকারের সময় থেকেই এবং মিত্রশক্তির সৈনিকদের আসার পর সে এক গোপন বেশ্যালয়ের মালিক হয়ে উঠেছিল। সেই বেশ্যালয়ে কেবল পরিচিত লোক অথবা মিত্রশক্তির সৈনিকরাই ঢুকতে পারত। সৈনিকরা দু'তিনজনে একসাথে মহানন্দে ওই বাড়িতে যেত। মেয়েদের সঙ্গে তারা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছিল। কখনও তাদের ভোজনের আসরে নিমন্ত্রণ জানাত তারা, অথবা সৈনিকদের অসংখ্য ক্লাবের কোনও একটাতে নিয়ে যেত। ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিল ক্যানাডিয়ান ক্লাব এবং সেখানে আমার মত ল্যাণ্ডস্কেপ-আঁকিয়ে শিল্পীরা যেত তাদের ছবি, মূর্তি অথবা কাঠ-খোদাই বেচতে। সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত দলে-দলে মেয়েরা এসব ক্লাবে স্রোতের মতন আসা-যাওয়া করে। যে-সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠত তা আর পবিত্র ছিল না এবং এগুলো বিদেশীদের কাছে হয়ে উঠেছে খাসা এবং বিশিষ্ট বেশ্যাদের আস্তানা। সৈনিকদের ক্লাবে পরিণত হবার পর থেকেই ওখানে আমি ঢুকিনি....কিন্তু সাইকেলে চড়ে এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে অবস্থা দেখে বুঝেছি যে, অবিরাম ওখানে চলেছে ভেনাস-দর্শনে আগত তীর্থযাত্রীদের স্রোতোধারা....এ যেন সিথেরার পথে সমুদ্রযাত্রা। সব বয়সের এবং সব রকম চেহারার যুবতিরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে....এমনকি বুড়ি পরিচারিকারাও যাচ্ছে....হেয়ার ড্রেসার ও বিউটিশিয়ানদের কষ্টদায়ক পরিচর্যা সহ্য করে তারা বদলে নিয়েছে রূপ, নতুন করে যৌবনকে ফিরিয়ে এনেছে দেহে। এই যে এখন আমাদের দেশে ভয়ানক খাদ্যাভাব চলছে, এখন সবাই জানে সৈনিকদের কাছে গেলেই খাবার জুটবে। এটাই একমাত্র পথ। জুটবে ভরপেট খাদ্য আর চমৎকার মদ! যেসব মেয়েরা

BanglaBook.org

মাসের পর মাস এক চুমুকও মদ জোগাতে পারে না, তারা স্রেফ এ্যালকোহলের গন্ধেই মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। কিন্তু মাতাল হলেও তারা শুধু ধনী সৈনিকদেরই সঙ্গ দেয় না, শ্যাম্পেনে এক টুকরো রুটি অথবা মাঝে-মাঝে চকোলেট ভিজিয়ে দেয়....আর তাদের ছোট ভাইরা নীতিশাস্ত্রের নতুন অনুশাসনে বিভ্রান্ত হয়ে বাড়িতে শূন্য টেবিলের সামনে অভুক্ত হয়ে বসে থাকে। এই মেয়েদের দলে রয়েছে সব ধরনের সব বয়সের মেয়ে....কারও চেহারা বিশাল, কেউ বা ছোটখাটো....যেমন বালিকারা আছে....রয়েছে বিবাহিত গেরস্ত মেয়েরা, তাদের স্বামীরা ঘরছাড়া....হয় বন্দী আর না-হয় যোগ দিয়েছে প্রজাতন্ত্রী সরকারের সেনাদলে। রয়েছে যুদ্ধ-সীমান্তে। এরা কেউ বিধবা নয়....তার চেয়েও বেশি, কেননা এখন কোনও পুরুষের কঠিন বাহুবন্ধন তাদের গণিকাবৃত্তির অতল কুণ্ড থেকে উদ্ধার করার জন্য নেই....কেউ নেই এখন গণিকাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া থেকে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য।

আমি একটি মেয়েকে জানি, স্পেনের যুদ্ধের সময় থেকে তার স্বামীটির কাজকর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ইথিওপিয়ায় যুদ্ধের সময় মনের বাকি ইচ্ছাটুকুও লোপ পায়। যখন সে ফিরে আসে, তখন সে এক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মানুষ। কাজে অক্ষম....সব কালে সব দেশের সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকের মতই চরম লাম্পট্য ও যৌন কদাচারে অভ্যস্ত সে, তার কর্মবিমুখতা তারই ফল। গণিকাবৃত্তির মাধ্যমে বউয়ের উপার্জিত অর্থে এখন বেঁচে রয়েছে সে। সে-যুদ্ধ এই কপট নিশ্চয়তা দান করেছিল,—যে-যুদ্ধের শেষে পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ আবির্ভাব-কালের মতো স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলো আবার ফিরে আসবে, সেই যুদ্ধই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ী জীবনের জন্য।

দু'দুটো লড়াইয়ের শেষে বেঁচে থাকা মানুষ আবার কাজের সন্ধান করতে লাগল....কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেও পরিবার প্রতিপালন করার মতন যথেষ্ট মজুরি সে পায় না অথবা কী করে চুরি করতে হয় সেই বিদ্যেটা সে লড়াইয়ের ময়দানে শিখে নিতে ভুল করেনি....তাই সে হয়ে ওঠে একটা চোর।

দফতরের বন্ধুরা এরকম একজনকে মজুরি-সংগ্রাহক হিসাবে নির্বাচিত করেছিল, কিন্তু একদিন সব মজুরি হাতিয়ে সে কেটে পড়ল। তারপর কাজ নিল গুপ্তচরের—গুপ্তচরেরা দু'দিনে জলজ আগাছার মতন হু-হু করে বেড়ে ওঠে এবং এমনকি নিপীড়ন পর্বের শেষেও তাদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। নিপীড়ন তাদের সংঘবদ্ধ করে, কেননা পীড়নের সময় তাদের খুবই প্রয়োজন। শেষ বারের মত ফ্যাসিস্ত সরকার যখন লড়াই বাধাল তখনই সে গুপ্ত চরের কাজ নেয়....এবং সেবারই ফ্যাসিস্তরা বড় বিশ্রীভাবে হেরে গেল।

বসন্তকাল পার হয়ে গেল....দুর্দশার আসল রূপ প্রকাশ পেল, যখন দুর্বল, শক্তিহীন হয়ে পড়েছে মুসোলিনী....মিত্রশক্তির মারণাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিশাল স্রোতোধারাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আর তার নেই....ঠিক তখনি আমাদের এই অপদার্থ,

BanglaBook.org

এককালের নিষ্কর্মা, গুপ্তচর ভদ্রলোক তার পরিবার-পরিজন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কথা ভাবতেই পারল না। জার্মানদের সঙ্গে সে পালাল। আশ্রয় নিল শয়তানের বাসা ধর্মযাজকদের ক্ষুদে প্রজাতন্ত্রের রাজ্যে....ওখানে ওরা সংস্কারের জন্য শপথ করেছিল, অথচ তেইশ বছর ধরে শুধু বাক্যাড়ম্বরই করেছে, কোনওরকম পরিবর্তন আনতে পারেনি রাজ্যে।

তার বউ ঘরে এখন একা....সারাদনি সে তার মরদকে গাল পাড়ে আর বেশ্যাবৃত্তি করে। ইতিমধ্যেই সে বেশ্যাবৃত্তি শুরু করে দিয়েছিল....তবে ঘরে আনত বেশ মাথাওয়ালা লোকজনদের। তাদের মাথায় তামার টুপি....আমার ধারণা, সেরিয়াস ও সুল্লার সময় থেকেই এটা হয়ে উঠেছিল রোম-সমাজের প্রথা অথবা সেই সদাশয় রাজা নুমা পম্পিলিয়াস, যে না-কি বনদেবী ঈজরিয়াকে ছেড়ে এক মুহূর্তে থাকতে পারত না, নারীদের সভা এবং বন-জঙ্গল ছেড়ে কখনও থাকত না.... সেই রাজার সময় থেকেই চালু এই প্রথা, তারপর থেকে রোমের মেয়েরা এইরকম আচরণই করে আসছে। তারা শুধু প্রেমের জন্য ছোকরাদের আলিঙ্গনে ধরা দেয় না, সমাজে পদমর্যাদা লাভের জন্যও তারা অর্থের পিছনে ধাওয়া করে, অর্থের হিসাব কষে। মধ্যযুগে রোমের মহারানিরা রোমের প্রবেশপথে শত্রুর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হত এবং অবরুদ্ধ শহরের কিছু-কিছু মানুষ দেবী ভেনাসের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণবলি দিত। মাঝে-মাঝে ওই রানিরা আক্রমণকারীর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গণিকায় রূপান্তরিতা হত। রোমে ঈভের আপেল সব সময় প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হয়েছে কেননা রোমের যুবতিরা আরোগ্যাতীতভাবে লোভী। তাদের মুখের গড়ন ভারী সুন্দর, কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মায় গুরুনিতম্বও বড় বেশি কদাকার। তাদের প্রধান নজর কিন্তু সুখাদ্যের প্রতি....লিডো অথবা অ্যান্‌সিৎও-র সমুদ্রতীরে ফ্রাসকাতি এবং অ্যান্‌সিৎও মদের সাথে টেবিলের উপর ফুলদানি সাজিয়ে নেকড়ে থেকে শুয়োরের ভাজা মাংস যা-ই দাও তাতেই খুশি, তাতেই তৃপ্ত।

BanglaBook.org

স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বউটা দু'খানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল....একখানা ছোট বাড়ি তার সন্তানদের জন্য, অন্যখানা জমকালো....সামরিক ইংরেজ অথবা আমেরিকান বন্ধুদের জন্য। জানতাম প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর সন্তানদের হয় একা, না-হয় কোনও এক অনুরক্ত বুড়ো পড়শীর হেফাজতে রেখে অন্য বাড়িতে সে চলে আসে। নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধন করে, চুল আঁচড়ায়, কেশসজ্জা করে....নানা ধরনের অন্তর্বাস বাছাই করে এবং পোশাক পরে বোতামঘরে জমকালো মখমল ফুল গুঁজে সে বাড়ি থেকে বেরোতে যায়----তখন তার বাচ্চাগুলো কাঁদতে থাকে

ঃ ক্ষিধে পেয়েছে মা গো, ক্ষিধে পেয়েছে!

বার বার বলতে থাকে তারা আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছে! আমাদের জন্যে আমেরিকানদের কাছ থেকে রুটির টুকরো আনতে ভুলো না যেন!

গ্রাচির গর্বিতা জননী তখন জবাবে অনুনয়রত ক্রন্দনরত ঐ সন্তানদের গালে চড় কষিয়ে দেয়----তাদের কচি-কচি হাত থেকে নিজের ভ্রু-আঁকার পেন্সিলটা নির্মনভাবে কেড়ে নেয় অথবা কেড়ে নেয় সুগন্ধি অধর-রঞ্জনীর শিশিটা----তারপর অধররঞ্জনীর স্পর্শে বিবর্ণ অধরে নরকাগ্নির লালিমা ফুটিয়ে তোলে। যায় ক্যানাডিয়ান ক্লাবে অথবা ফ্রান্সের শুঁড়িখানায় এবং এমন কি যায় নিগ্রোদের কাছেও। কত না বাছাই-করা দেহ-পসারিণী ব্যাক্কাস-এর দেবদাসীকে সদ্য পালিয়ে-আসা চাষী-মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে পালাৎসা দেল এসপ্‌সিৎসিওনিতে ঢুকতে দেখেছি। আর এসব চাষী-মেয়ে ঠিক শিকারির গুলি এড়িয়ে পালিয়ে-আসা ভরত-পাখির মতন। তাদের সুখের নীড় থেকে এই শহরের ক্লেদাক্ত পরিবেশে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগেও অন্যান্য শহরের মতন এ-শহরের গণিকাবৃত্তি ছিল সাধারণ ব্যাপার....কিছু সরল পার্থক্য ছিল শুধু, একদিকে পুলিশ যা'হোক একখানা আইনের ওড়না ছড়িয়ে রেখেছিল, আর তা করেছিল গোঁড়া ভ্যাটিকানদের সাহায্যে....অন্য দিকে সব কিছু আড়াল করে রাখা হত ভক্তদের দৃষ্টি থেকে।

আরদিয়াতিন গুহায় যখন উৎপীড়নের জন্য তিন লক্ষ নিরপরাধ লোক শহীদ হয়েছিল তখন ভিনদেশী সৈনিকদের অসঙ্গত আচরণের বিরুদ্ধে কোনওরকম ধিক্কার এবং প্রতিবাদ ওঠেনি, ঐ উত্তম খ্রীষ্টানরা তখন চিৎকার না-করে একেবারে নীরব ছিল।

লিন্দা যেখানে ব্যবসা চালাচ্ছিল সেই জঘন্য ছোট্ট বাড়িখানা এর জন্যই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। একেবারে ঠিক গণিকালয়ের মত একদল সৈনিক ভিতরে ঢুকছে আর অন্য এক দল বেরিয়ে আসছে দেখেই আমি সেটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ইংরেজদের গোঁড়ামি এ-ব্যাপারে ছিল নিরাপদ। অনর্থক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা এড়াবার জন্য আমি দোতলায় ধাক্কা মেরে শুধালাম

লিন্দা নামের কাউকে তোমরা জান কি?

যে-ছোকরাটা বেরিয়ে এল তাকে দেখেই বোঝা গেল, সে এ-কাজের উপযুক্ত। বিপুল ভোজনে সে অভ্যস্ত এবং তা তার জোটে.....রোমের তামাম ছোকরা মাস্তান, গুন্ডা, চোর এবং খুনেদের মধ্যে সে যেন হারকিউলিসের মতন বিশাল শক্তির অধিকারী। সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, ভিখিরির মত এক অমায়িক ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে....কোনও বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকলে আমার মুখেও এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে। ইতিমধ্যে হয়ত সে আমাকে বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে অথবা দেখেছে দেলমন্তে পার্কে কিংবা পোর্তা-পোরতিজে, জানি না এর কোন্‌টা ঠিক। যাই হোক, তখুনি কেবল এটুকু বুঝতে পারলাম না যে,

BanglaBook.org

আমার পরিচয় সে জানে। বোধহয় লিন্দা তাকে কোনও চিত্রকর বা লেখকের কথা বলেছে। আমার সম্পর্কে লিন্দা অতিরিক্ত প্রশংসা করেছে। আসলে পুঁচকে বেশ্যা, যারা বুঝতে পারে না সমাজের কত নিচু স্তরে তারা নেমেছ, তাদেরকে যদি সরাসরি বলা হয় যে 'তারা বেশ্যায় পরিণত হয়েছে' তো অম্‌নি তারা বিস্ময়ে, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তাদের সাম্প্রতিক সততার সেরা স্মৃতি অম্‌নি তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে----মনে পড়ে তাদের হাল আমলের বাবুটির কথা, আর সেই বাবুটি যৌন ক্রিয়ার পারদর্শিতার জন্য তাকে কত খাতির করে সে-সব কথা।

ছোকরা বদমাসটাকে বললাম যে আমি লিন্দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি....সরকারি লোকেরা ভুল করে আমার ঠিকানায় তার খাদ্যবরাদ্দের কাগজপত্রগুলো রেখে গেছে, সেগুলো তাকে ফেরৎ দিতে চাই। তাই শুনে তার দৃষ্টি গেল বদলে.... সে আর আমার দিকে বিষণ্ণ, কিন্তু কঠিন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে না বরং আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আর প্রায় বন্ধুর মত আচরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে স্রেফ অন্তর্বাস-পরা এক ডবকা ছুকরি ছোকরার চৌকো কাঁধ-পিঠের আড়ালে এসে হাজির হল। উত্তম স্বভাবের কোনও যুবতির মত তার দু'টো লজ্জানম্র বড় বড় চোখ এবং এখনও গাছ থেকে খসে পড়েনি এমন পাকা আপেলের মত সতেজ দু'টো গাল। আমার মনে হল, যেন গ্রামের একটা চিলেকুঠরিতে সারি দিয়ে সাজানো পাকা আপেল ভরা তাক---শস্যদানার অ্যামোনিয়াম সালফেটের গন্ধ চাপা পড়েছে পাকা আপেলের তীব্র গন্ধে। অপরিচ্ছন্নতা এবং ঘামের টক একটা গন্ধ বেরোচ্ছে যুবতির গা থেকে----তার সাথে মিশেছে তৈলাক্ত ডিস্‌-ধোয়া জলের গন্ধ। মিত্রশক্তির সৈনিকদের কাছে পাওয়া টিনজাত মাংস আর মটর খাওয়া ডিসগুলো। বুঝতে পারা গেল এখানে কী চলছিল! মেয়েটি যখন দেখল যে আমি তার ঘরে না-ঢুকে তিনতলায় উঠে যাচ্ছি, তখন সে তার ভুরু দু'টো কোঁচকালো। ঠিক যখন ঘণ্টার বোতামটা টিপতে উদ্যত হয়েছি তখনি দরজাটা খুলে গেল, আর এক নিগ্রো সৈনিককে দু'টি বিশাল চেহারার মূর্তিবাজ মেয়ে ঘর থেকে ঠেলে বাইরে বার করে দিল। ওদের কেউ লিন্দা নয়। আমি চারতলার দিকে এগিয়ে গেলাম....ওখানে দোতলার দৃশ্যই আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঁচতলায় আমার সঙ্গে দেখা হল অতি মোলায়েম ছোটখাট চেহারার একটি মেয়ের, এর কথা আমি আগেই বলেছি....মহিমাময়ী মায়ের মত সে হাত ঘষছিল আর আমি কাকে খোঁজ করছি তা এক ফাঁকে জেনে নিল।

আগে লিন্দা আমার কাজ করত, বেশ চেঁচিয়ে বললাম---যদি লিন্দা এখানে থাকে তবে আমার কথা শুনতে পাবে এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু লিন্দা সেখানে ছিল না। ওখানেই সে থাকে তবে তখন হয়ত বাইরে [illegible]য়েছিল। মহিলার ধারণা ভায়া দেল পানিকোর শেষে যে-মদের দোকানটা রয়েছে, ওখানেই গিয়েছে সে। আর বেশি কিছু জানাবার প্রয়োজন ছিল না, সিঁড়ি বিয়ে নিচে নামতে লাগলাম।

BanglaBook.org

ঠিক সেই সময়, হঠাৎ তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় কিছু একটা বলার জন্য সেই মহিলা আমায় থামানোর চেষ্টা করল। আমি আরও বিস্তৃতভাবে বলতে চাইলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যেই সে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। বুঝতে পারলাম যে, আমাকে যুক্তি দেখিয়ে নিজের ভালমানুষি প্রমাণ করতে সে ব্যগ্র। আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছে, যে সে ঘণ্টা হিসাবে ঘর ভাড়া দেয়নি, লিন্দা তার বন্ধু, তাই তাকে অনুগ্রহ করে এ-বাড়িতে এনেছে। সে বলতে লাগল, লিন্দার জন্য তার মনে ভারী দুঃখ এবং সে চায় না লিন্দা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে খাদ্যের জোগাড় করুক, তাই তাকে সে এ-বাড়িতে এনে ঢুকিয়েছে। সে আরও জানাল যে, কালোবাজারে বীন বিক্রি হচ্ছে একশ' কুড়ি লিরায় এক কিলো। চিনির দাম দাঁড়িয়েছে ছ'শ লিরা আর শুয়োরের মাংস চারশ'। ভেড়ার মাংস যদিও সামান্য কম দামে বিকোচ্ছে, কিন্তু এক বোতল তেলের দাম দু'হাজার লিরা। এসব কথা আমারও জানা, তবে এই মেয়েছেলেটি লোকের মুখে-মুখে এসবের দাম শুনে—আর সে নিজে কালোবাজারের পুরনো খরিদ্দার হিসাবেই এসব জেনেছে—আমাদের দু'জনের মধ্যে এটুকুই পার্থক্য।

আমাকে সে নানা কথায় বোঝাতে চাইছিল যে লিন্দা হচ্ছে এক অপব্যয়ী ও অপরিচ্ছন্ন মেয়ে। দিন-তিনেকের মধ্যে সে একখানা চিরুণি হারিয়েছে, যার দাম তিনশ' লিরা এবং একই দামের আর-একখানা চিরুণি ভেঙেছে। দিনের বেশির ভাগ সময় লিন্দা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, তার মানে বুঝতে পারা গেল যে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে....বেশ্যাদের তো এটাই রুটিন....তারা রাতকে দিন এবং দিনকে রাতে পরিণত করে। এছাড়াও লিন্দা স্বভাবে কুঁড়ে, ধূর্ত এবং ঘুমকাতুরে। বিছানা ছাড়া সে আর কিছু চায় না....সারা দিনরাত সে একা-একা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, কিন্তু রাতে কখ্খনো সঙ্গী ছাড়া শোয় না। তার চেহারা পনীরের মতন থলথলে মাংস, কিন্তু পাথরের মত ধবধবে দুধ সাদা। আর তার স্তনদুটো অপূর্ব দেখন-সুন্দর....লেস এবং ফুলকারী ফিতের বাঁধনে বন্দী....অতি মনোরম। মনের ভুলে মাঝে-মাঝে সে এখানে হাতের দস্তানা, এখানে ছাতা ফেলে আসে। এক সন্ধ্যেয় কয়েকজন সৈনিক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়েছিল। যখন তাকে মূল্য দেওয়ার সময় এল, তখন পালিয়ে যাওয়ার চেয়েও জঘন্য কাজ করল তারা—উল্টে তাদেরকেই কিছু মূল্য দেওয়ার কথা তুলল তারা! তর্কাতর্কি পরিণত হল নৃশংস আচরণে। শেষটায় লিন্দার পোশাক-টোশাক খুলে নিয়ে ওরা তাকে অর্ধ-উলঙ্গ করে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। তার শেয়ালের লোমের কোট, পশমের কুর্তা, এমনকি জুতোজোড়াও তারা খুলে নিয়েছিল। তখন গভীর রাত, হতভাগিনী লিন্দাকে সারা রাস্তা হেঁটে হেঁটে ফিরতে হয়েছিল....খালি পা এবং প্রায়-উলঙ্গ দেহ, গ্রামের পাথুরে-গলিপথ ধরে সে হাঁটছে, হয়ত তখন চাঁদের আলো আকাশে উপহাসের হাসি হাসছিল অথবা তখন বোবা অন্ধকার রাত আড়াল করে রেখেছিল তাকে। অনেকক্ষণ হাঁটার পরে পিয়াৎজেল ফ্লামিনোতে

BanglaBook.org

আর-একদল সৈনিকের মুখোমুখি হল লিন্দা, তারা যতটা সম্ভব তাকে কম্বলে মুড়ে তার ঘরে পৌঁছে দিল। ওদের একজন (এমনকি সৈনিকদের মধ্যেও কত পার্থক্য থাকতে পারে) নিজের সদাশয়তা প্রমাণ করার জন্য কিংবা ভদ্রতা দেখাবার জন্য নিজের একজোড়া জুতো দিতে চাইল তাকে....কেননা তার নিজের দু'তিন জোড়া বাড়তি জুতো রয়েছে। কিন্তু লিন্দার পা দু-খানাও তার মস্তিষ্কের মতই ছোট....আর শুধু তার পা বা মস্তিষ্ক নয়, বাস্তবে তার শরীরের অন্যান্য প্রত্যেকটা জিনিসই সঙ্কীর্ণ আর ছোট....এমনকি তার হৃদয়ও। বোধহয় সৈনিকটি ইতালীয় বুলি জানত না, প্রশংসা-টশংসার চেয়ে সে বেশি আগ্রহী ছিল চুম্বনে আর সঙ্গমে....সেজন্যেই সেদিন রাতে সে ফ্লোরিন্দার ত্রাণকর্তা সেজেছিল। এবং প্রথমে সে দিনে-দিনে হয়ে উঠেছিল লিন্দার এক দারুণ হিংসুক নাগর, যাচ্ছেতাইভাবে সে ফ্লোরিন্দাকে পেটাত, তার ফরসা জানুতে বুটের আঘাত হেনে কাঁটার দাগ এঁকে দিত, আবার সেই সঙ্গে বাড়িওয়ালির কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল তার থাকার জন্যে....এটা স্পষ্ট যে লিন্দা সেখানে বসে ঈশ্বরের ভজনা করত না।

মহিলা আন্দাজ করতে পারেনি ফ্লোরিন্দার হিংসুক নাগর সম্বন্ধে তার কাহিনীর প্রতি আমার কান নেই। একটা ব্যাপারেই কেবল আমার আগ্রহ ছিল, কিন্তু লিন্দা আপাতত সেখানে নেই। যাই হোক, আরও জনা-চারেক ছেনাল বেশ্যা মেয়ে ছিল ওই বাড়িতে....একজন মহিলার মেয়ে আর অন্য একজন তার ছেলের বউ। ছেলেটি নিখোঁজ বলে সহকারীভাবে ঘোষিত এবং সে-কারণে ওদের কাছে সে পরিত্যক্ত....কারণ মনে করা হয়েছিল যে হয় সে বন্দী, আর না-হয় প্রজাতন্ত্র কর্তৃক নির্বাসিত আসামী হয়ে কোথাও বাস করছে। বউটার চুলগুলো সোনালি, নাকটা টিকালো আর স্ফটিকের মত উজ্জ্বল দু'টো চোখ। তার স্তনদু'টো মনে হচ্ছিল যেন দুধে ঠাসা, আসলে ও-দুটো পনীরের মত কঠিন, সম-ব্যবধানে বসানো, উদ্ধত, খুবই যৌন উত্তেজক এবং প্রায় অশ্লীল মোহময়। ছেলেটা কিন্তু সুপুরুষ বয়সে যুবক....কিন্তু ওর চোখ দু'টো দেখে মনে-মনে বিচার করে নিলাম যে ফাঁসির আসামী হওয়ার উপযুক্ত ও। তবে যুবতীটি কোমলস্বভাবা, আমুদে, বাচাল আর ফূর্তিবাজ। মেয়েগুলোকে নিরীক্ষণ করলাম....এবং তখনই আমার মনের ভাবান্তর ঘটল এবং বুঝতে পারলাম কেন বহুগামিতা যুক্তিবহ। দ্বিপাক্ষিক বহুগামিতা....হ্যাঁ, কিন্তু সেটা এমন ধরনের নয় যে একজন দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে, আর তার বউ ঢুকবে অন্যের সাথে পাশের ঘরে, এবং কোনও আমেরিকান সৈনিকের সাথে কাটাবে দু'তিন ঘণ্টা। আর তখন ঘড়ির কাঁটার মতন বিছানায় দুলুনি ও ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ বাইরে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পারে না, তার পক্ষে শোনা সম্ভবই নয়। এই বিরক্তিকর এবং বমন-উদ্রেককারী অনুভব অন্যান্য প্রাণীদের জীবনেও আছে। এমনকি মনোরম ও সুন্দর ময়ূরদের মধ্যেও এই ধরনের কামুকতার অস্তিত্ব রয়েছে। একটা ময়ূরের উপস্থিতি আর একটা ময়ূর একদম

BanglaBook.org

সহ্য করতে পারে না। এমনকি পারস্পরিক পরিবর্তনের জন্যেও সহ্য করে না----নিয়ম-অনুযায়ী একটা ময়ূরের অন্তত তিন-চারটে ময়ুরীর প্রয়োজন এবং ময়ূরটি যদি অসাধারণ সুন্দর হয় তবে তার অন্তত এক ডজন ময়ূরী-সঙ্গিনী থাকে। ছোকরাটি তাই উদাসীনভাবে বউকে রেখে দিয়েছিল মিত্রশক্তির সৈনিকদের হেফাজতে।

ওরা আমাকে যা বলেছিল সেই মত গেলাম ভাটিখানায়। খুব সহজেই পেয়ে গেলাম লিন্দাকে। লিন্দা স্বীকার করল যে এসব কথা যথার্থ। জনা সাত-আট চোরের সাথে লিন্দা বসেছিল ওখানে। ওদের সাথে ছিল বছর-ষোল বয়সের এক বিবাহিতা কিশোরী---সে এর মধ্যেই মা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, তার বাচ্চা একটা অনাথ আশ্রমে রয়েছে। ওকে একটু তোষামোদ করার জন্যে বললুম যে ওর যা রূপ তাতে ও খুব ভাল মডেল হতে পারে, বিয়াত্রিচে সেনসির মত কোনও মাস্টারপিসে মডেল হওয়ার উপযুক্ত সে, অথবা বিখ্যাত সব চিত্রতারকাদের জায়গা দখল করার মতন সৌন্দর্যের অধিকারী সে----আর অমনি সে তার কথা অবিশ্বাস্যভাবে গড়গড় করে আমার কাছে বলে গেল। নিজেকে দেখাবার জন্য সে নিজের কপালের উপর লুটিয়ে-পড়া কোঁকড়া চুলগুলো ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিল, নিজের গোলাকার কাঁধ আর ক্ষীণ কটিদেশ দেখাবার জন্য নাচতে-নাচতে দু'পাক ঘুরে নিল। কিন্তু কিশোরীর কটিদেশ তত ক্ষীণ নয়, কেননা আমি আগেই বলেছি যে রোমান মেয়েদের মুখের মত দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ তত সুন্দর নয়। তারপর বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চওড়া নিতম্বে আর বিশাল উদরে জড়ানো ইলাস্টিক ব্যান্ডের বাঁধন। এবং কেন যে তার নিতম্ব ও উদরের এমন বিকৃতি ঘটেছে তা বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা করে সে বলল যদিও তার বয়স মাত্র ষোল, তবুও এর মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং সে মা হয়েছে। তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই সে এখন জীবনটাকে ভোগ করতে চায়----বাচ্চাটাকে একটা পরিত্যক্ত শিশুদের হাসপাতালে দান করে দিয়েছে।

আর লিন্দা....বাস্তবিক আমাকে দেখে বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল এবং এতক্ষণ পরে এমন একটা পরিবেশে তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি বলে লজ্জা পেল। ওয়েটার আমাদের তিন গ্লাস কফি-রঙের নোংরা জল দিয়েছিল, তাকে বখশিশ্ হিসাবে আমাকে মাত্র দশ লিরা দিতে দেখে সে হয়ে উঠল আরও উদ্ধত এবং কুপিত। সামনের দাঁত দিয়ে পনীরের কেকে কামড় দিচ্ছিল লিন্দা। তাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি যে এই সব কেকের দাম আমি কিন্তু দেব না। তখন সে হয় হিংসায় অথবা তার যে অর্থের অভাব নেই আমাকে দেখাবার জন্য, একই সঙ্গে

BanglaBook.org

দুটো কেকে কামড় বসাতে লাগল। এক-এক হাতে এক-একখানা তুলে সে প্রায় ডজনখানেক খেয়ে ফেলল। খাওয়ার বিল আনল পরিচারক....সে বিল মেটাল দু'শ লিরার নোট দিয়ে....ব্যাপারটার ইতি ঘটল ওখানেই। ও যখন ওর টাকার থলিটা খুলছিল তখনই নজরে পড়ল তাতে অজস্র নানা রঙের নোট ঠাসা রয়েছে, অন্য সময়ে যখন আমি আমার একখানা ছবি দশ হাজার লিরায় বেচতাম এবং আমার একখানা পেন্সিল স্কেচের দাম ছিল পাঁচ শ' লিরা, তখনও আমি এত অর্থ রোজগার করতে পারতাম না। ওর থলিতে ছিল সব রকম রঙের, মাপের আর দামের নোট। ছিল আফ্রিকায় গোলাপী পাঁচ'শ লিরা এবং ইতালির পাঁচ'শ আর হাজার লিরার একগাদা নোট। প্রায় শ'খানেক নোটই ছিল ওর থলিতে....কতকগুলো আচারের প্যাকেটের মতন জড়ানো আর বাকিগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত তাল-গোল পাকানো। আমি এখন কী করব? এই যে নবীনা মহারানি, আমার বাড়ির প্রাক্তন ঝি, আমি সাধারণ একটা হোটেলে ঝোল খাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম বলে সে বিরক্ত হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাতে কি অভিনন্দন জানাব? অভিনন্দন জানানোর কোনও কারণ নেই, আর আমি সেজন্যে আসিও নি এখানে। এই ভাটিখানা আমাকে অন্য আর একদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল....সেদিন ঠিক এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই চোরগুলো আমাকে শাসিয়েছিল, আর আমার নাকের সামনে ঘুষি উঁচিয়ে আমার নাক ভেঙে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। প্রথমটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম, কেননা এখানে এই ভাটিখানায় যারা হাজির রয়েছে, তারাই হয়ত একদিন আমায় মারধোর করেছিল বলে মনে হয়েছিল। সৌভাগ্য তারা আজ কেউ ছিল না। পাপা আর তার স্যাঙাৎরাও ছিল না ওখানে। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে আমি যদি লিন্দার মূল্য দিই তাহলে আমার সাইকেলখানার হদিশ পাওয়ার জন্য ওকে ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

লিন্দার সদিচ্ছা লাভ করার প্রশ্নটা জড়িয়ে রয়েছে আমার সু-আচরণের ওপর। আমার মা, দিদিমা, আমার বোন মারিয়া এবং আমার জীবনের আশীর্বাদ অনিতা ছাড়া এদের মত যে-সব ইতর মেয়ের সংস্পর্শে আমি এসেছি, দেখেছি এদের মধ্যেও রয়েছে একটা বদ মতলবি-উদ্দেশ্য। এমনকি অভিজাত মেয়েদের মধ্যেও রয়েছে এই একই মনোবৃত্তি। মৌমাছি যেমন ফুলের দিকে, দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক যেমন আঙুরের দিকে এগিয়ে যায়, ওরাও তেমনিভাবে পুরুষের দিকে এগিয়ে যায়। মালিক যেমন টিপে-টিপে দেখে আঙুরটা তৈরি হয়েছে কিনা, মেয়েগুলোও তেমনি পরখ করে দেখে পুরুষটাকে ছিন্নভিন্ন করে লুঠ করা যাবে কি-না। এ কাজ করার অজস্র পথ রয়েছে....তার মস্তিষ্কটা খেয়ে মাথার ফোঁপড়া খুলিটা

BanglaBook.org

ফেলে দেওয়া যায়....দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও চিবিয়ে খাওয়া যায়....কিন্তু যদি তার অন্তঃকরণ না-থাকে না-থাকে রেস্ত, মস্তিষ্ক অথবা অন্য কিছুই যদি আর পড়ে না থাকে.....তাহলে সেই পুরুষে মেয়েদের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়েছি, যেখানে যুবতিরা আমার মস্তিষ্ক চিবোনোর চেষ্টা করে অসফল হয়েছে....তারা আমাকে পছন্দ করেছে, কিন্তু আমি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। অন্যরা চেষ্টা করেছে আমার টাকার থলে ধ্বংস করতে, আমাকে ব্ল্যাকমেল করে কিছুটা হলেও কখনও সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি.....কেননা বেশ্যাদের জীবনপথে আমি কমই হেঁটেছি। বিরক্তিকর, লোলুপ, ঠগবাজ মনোরমা ওটেরোও কখনও আমার কাছ থেকে গিনির মালা অথবা পনেরটা লিরা আদায় করতে পারেনি....অবশ্য কোনও বেশ্যাকে যে অর্থ আমি দিয়েছি, তা কোনওদিনই পনেরো লিরার বেশি নয়।

আর আমার নিজের হৃদয়, তা সম্পূর্ণ চিবিয়ে খেয়েছে আনা স্টিকলার....কারণ সে একটা শয়তানী....অথচ এক রাতে সে যেমনভাবে আমার বাড়ি থেকে দোতলার জানলা দিয়ে গলে পালিয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর শিবিরে (আনা কিন্তু অনিতা নয় এবং বাস্তবিক অনিতা ছাড়া আমি কোনওদিন কোনও যুবতিকে ভালবাসিনি।) আমার বইতে সে কথা লিখে আমি তাকে বিখ্যাত করে তুলিনি। মেয়েটার কাজকর্ম দেখে প্রথমটায় খুব বিচ্ছিরি লেগেছিল আমার....কিন্তু শেষে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। আমার বউ আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছিল....আমি যে নির্বাসিত প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করি সে-কথা আমার বউ-ই ফ্যাসিস্তদের জানিয়েছিল, তার ফলে আমাকে যেতে হয়েছিল কারাগারে। আর এই কারণেই আমি আইন মোতাবেক বউয়ের কাছ থেকে আলাদা থাকার অনুমতি পেয়েছিলাম।

আমার আর্শীবাদ, আমাতে অনুরক্তা অনিতা তাই এখন আমার সঙ্গিনী। প্রতিভাধর পুরুষকে সহ্য করা এবং তাকে শ্রদ্ধা করা মেয়েদের পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। সাধারণ মেয়েরা প্রতিভাবান পুরুষকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে অক্ষম....সাধারণ পুরুষদের অবস্থাও ঠিক একই রকম। আমাদের মত শিল্পী এবং লেখকরা কষ্টকর জীবন কাটাবার পর বুঝতে পারি যে সংসারে সব কিছুই শূন্য। আমাদের কাজের পুরস্কার কী? অনুরক্তা অনিতার চেয়ে যাজকিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঢের ভাল! আরকাডিয়ার অস্তিত্ব এই কারণেই। সত্যিকারের আরকাডিয়ান তারাই যৌবনে আমার মত আচরণ করে....যারা পুরুষত্বহীন, যারা শৃঙ্খলিত, যারা তকমাভূষিত, যারা বিদ্বৎসমাজের সভ্য, যারা বৃদ্ধ, যারা আতঙ্কগ্রস্ত, যারা পরাসিও জঙ্গলের বাসিন্দা, তারা নয়....অথচ যারা আমার মত, তারা জানে না যে তারাই সত্যিকারের আরকাডিয়ান....আর সেজন্যই ভার্জিল এবং হোরেসকে এত পছন্দ করি আমি।

উপযুক্ত আচরণে লিন্দার কাছে আবেদন জানানো আমার পক্ষে এখন আরও

BanglaBook.org

বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, যখন সে সৈনিকদের কাছে যেতে শুরু করেছিল আর আমি তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলাম, সেই কারণে নয়....আসলে, যে-সব পুরুষ মেয়েদের পীড়ন করে তারা প্রায়ই মেয়েদের প্রিয় হয়ে ওঠে....কারণটা হচ্ছে লিন্দা তো আর রক্ষিতা নয়। সে হচ্ছে কামকেলিতে পারদর্শী একজন বেশ্যা। সে খুব সহজেই যাচ্ছেতাই অপমান করতে পারে। যারা পয়সা দিতে পারে না তেমন নাগরের সঙ্গে সময় নষ্ট করে না....যারা দিতে পারে তাদের সঙ্গে থাকাটাই তার পচ্ছন্দ। প্রাত্যহিক কতকগুলো প্রয়োজন তার আছে এবং তার জন্য প্রতি দিন তাকে কিছু-না-কিছু রোজগার করতেই হবে। এই জন্যই এ-জাতীয় মেয়েরা পুরুষদের মত কেবল নিজের স্বার্থে কাজ করে এবং তাই তাদের নীচুতলার সাংঘাতিক কিছু-কিছু বন্ধু রয়েছে, আবার এমন কিছু বন্ধু আছে যারা তেমন খারাপ নয়।

বন্ধুত্বের কোনও অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আর নেই। আমি বন্ধুত্ব পাতাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে জেদ ধরত তার সব কিছুর জন্য আমি যেন তার প্রশংসা করি----অন্তত দিনে তিনবার। শুধু তাই নয়, সে চাইত আমি তার কথা প্রত্যেককে বলে বেড়াই। সবচেয়ে আগে সে আমার কাছেই আসতো তার টুপি হাতে নিয়ে। তখন তার আচরণে যথেষ্ট ভদ্রতা প্রকাশ পেত। সে আমার দুর্বলতা নিরীক্ষণ করতো, আমার বিশ্বাস যে তার ধ্যান করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমার বইতে সে তোমার ধ্যানধারণার কথা পড়েছে এবং সেগুলোই সে বকবক করে আমার কাছে উগরে দেবে। কাজে-কাজেই, একেবারে শুরু থেকে সে আমার বিরক্তি উৎপাদন করে আসছে (এই রোম শহরেই আমার কিন্তু জনা-দশেক বুদ্ধিমান বন্ধু আছে যারা এসব নিয়মের ব্যতিক্রম)। তারপর যদি সে দেখে যে তুমি সংসারের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ, তুমিই সেই লোক যাকে সবাই ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে....তুমি সেই ধরনের লোক যে মনে করে অপ্রিয় সত্য কথা বলা তার প্রাথমিক কর্তব্য, যে অন্যের আগেই সব কিছু দেখতে ও বুঝতে পায়....তুমি এমন একজন মানুষ যে তরী ডুববার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধু বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেই তরী ভাসায়, পাল তুলে দেয়, তাহলে অচিরে সেই বন্ধু, সেই নকল বন্ধু তোমার সাহচর্য পরিত্যাগ করবে। একবার একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে তার পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য আমাকে বিরক্ত করত। অহরহ লেগে থাকত আমার সঙ্গে। যেখানেই যেতাম, দেখতে পেতাম তাকে। আমার নিজস্ব কোনও সময় তালিকা ছিল না.....কোথায় এবং কখন বসে লিখব তারও ঠিকঠিকানা ছিল না, কিন্তু তার ছিল। সে বুঝতে পারত। সেটা উনিশ' আঠাশ সাল.....আমার শত্রুরা সেদিন আমাকে প্রথম মারধোর করে। একা আমি আর আমার বিপরীতে মারকুটে শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি....সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে সেন্ট পিটারের ভূমিকা নিল। সে সেদিন এমন একটা ভান করল যেন আমাকে চেনেই না। ক্ষতবিক্ষত দেহে সাতাশ দিন ধরে আমাকে

BanglaBook.org

হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। রাত্রির তৃতীয়প্রহরকে সে বেছে নিয়েছিল আমাকে চলচ্চিত্রের জন্য লেখা তার গল্পের শেষাংশটুকু পড়ে শোনাবার জন্য....এবং ওই পাণ্ডুলিপিটি পড়ে সংশোধন করে দেবার জন্য আর দৃশ্যপটের বাড়াবাড়িগুলোকে শুধরে দেওয়ার জন্য। অবিরাম অনুরোধ জানাত কোনও নামকরা চিত্র-প্রযোজকের দরবারে তার পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের জন্য। সে আমাকে ধরেছিল এবং বলেছিল যাতে পাণ্ডুলিপিটা গৃহীত হয় তার ব্যবস্থা করতে। সে নিজে সশরীরে আসত না, পাঠাত একজন দূতকে।

পরে, সবাই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তাকে জানালাম যে তার সাহায্য আমার প্রয়োজন, কারণ কপর্দকশূণ্য অবস্থা তখন আমার। নিজের অবস্থা স্পষ্টভাবে বললাম তাকে, আমি কখনও কোনও বন্ধুর কাছে অর্থসাহায্য চাইনি। আমার প্রাধিকার অর্পণ-পত্র নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আমার মজুরিটা তুলে আনতে বলেছিলাম তাকে। শুধু এই কাজটাই তাকে করতে হত। কিন্তু সে এল না, এমনকি তার দূতকেও পাঠাল না। তখন আমি তার সেই পাণ্ডুলিপির পাতায় পাছা মুছে সেই গন্ধমাখা কাগজগুলো তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করিনি এবং যারা আমার সুদিনে ফিরে আসতে চেয়েছে তদের ভাগিয়ে দিয়েছি। কেননা আমার অবস্থা ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজের মত....কোনও রকমে ঝড় সহ্য করে এখন একটা ভাল বন্দরে নোঙর করতে সক্ষম হয়েছি আমি।

অতীতে লিন্দার কাছে যখন যেতুম তাকে আদর সোহাগ আর খুনসুটি করা ছাড়া আর বেশি কিছু করি নি। সোহাগের স্মৃতি এখন বিস্মৃত....আর খুনসুটির সঙ্গে মিশে রয়েছে স্বাদহীন তিক্ততার স্মৃতি, জানি তার কাছে আমি মূল্যহীন, আমার জীবনকে সে ঘৃণায় ভরে দিয়েছে। যাই হোক, এখন সবচেয়ে মানানসই কাজটাই করলাম----তাকে জানালাম, আমি বর্তমানে বেশ ভালো আছি, আমার কাজকর্ম জনমনে উত্তম সাড়া তুলেছে....নিজের আঁকা একখানা ছবি বেচে আমি একটা চমৎকার সোনার আংটি কিনেছি। কথাটা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়, কারণ আমেরিকানরা ছবি কেনে না।

ঃ ওহো, কত দাম পড়ল? দেখি ওটা। ওটা আমাকে দাও তো। তোমার আঙুল থেকে খোল।

কিন্তু আমি আঙুল থেকে আংটিটা খুললাম না....আমি তাকে দেব না বলে খুলিনি তা নয়। এইজন্য খুলিনি যে তাহলে সে ধরে ফেলবে যে আংটিটা খাঁটি সোনার নয়। আমি দূর থেকে তাকে দেখালাম।

দেখ্‌ছ তো, কী সুন্দর পলকাটা আংটি? পুরো একখানা ছবির দাম লেগেছে।

BanglaBook.org

খাসা ছবিখানা বেচেছি এক ব্যাটা আমেরিকানের কাছে।

ঃ ওহো, তোমার দেখছি এখন খুব সুনাম হয়েছে! তুমি তাহলে আমেরিকানদের সাথে ব্যবসা করেছ!

ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার বুদ্ধি মেধা দিয়ে তৈরি জিনিসটা বেচছি! ঠাট্টা করে বললাম----কিন্তু তোমার হাতেও তো আংটি রয়েছে। দেখি তোমার আংটিটা!

ঃ আমারটা? দারুণ দামী আমার আংটিটা। কানাডার এক পাঁড়-মাতাল সৈনিক কাল রাতে বিছানায় আমাকে এটা দিয়েছে।

ঃ দূর বাজি ফেলে বলছি, ওটা সোনার নয়।

ঃ কী, খাঁটি নয়? লিন্দা সজোরে মাথা নাড়ল, আমি যেন একখানা ছোরা বার করেছি এমনিভাবে সে দু'পা পিছিয়ে গেল এবং অনিচ্ছার সঙ্গে হাত দিয়ে আংটিটা ঢাকল। তারপর ভুরু কুঁচকে সে আত্মরক্ষা করল....তার চোখ-দুটো বিপদের সময় দু'খণ্ড উজ্জ্বল হীরের মত জ্বলতে থাকে, এখন তেমনি জ্বলন্ত চোখে সে আংটিটার দিকে তাকিয়ে রইল। কানাডার সৈনিকটা তাকে বোকা বানিয়েছে বাস্তবিক এই সন্দেহ এখন তার মনে জুড়ে বসেছে।

শেষে লিন্দা নরম গলায় বলল অবাক হয়ে ভাবচি সে কি ইচ্ছে করে ঠকিয়েছে আমাকে? অবশ্য সে তখন বেহেড মাতাল অবস্থায় ছিল!

যেন সে বলতে চাইছে হতে পারে, কেননা মাতালরা মিথ্যে বলে। কিন্তু বুদ্ধুরা তো বলে ভিন্ন কথা....মদ মাতালকে এমন অবস্থায় বদলে দেয় যে সে আর মিথ্যে কথাও বলতে পারে না। মদ মানুষের মগজ সাফ করে না....তার মধ্যেকার সদয় সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে না....সাধারণ মানুষের মধ্যে যে-সব প্রবৃত্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে যা বিপজ্জনক সেই বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছে সৃষ্টি করে মনে....সে যা চিন্তা করে তাই তাকে বলতে বাধ্য করে....এসবের অর্থ তবে কি সাধারণ প্রবৃত্তির বিরোধী নয়?

কিন্তু মানবচিন্তার ধারা অনুসন্ধান করার জন্য প্রয়োজন খালি কয়েক গ্লাস মদ? সবচেয়ে জঘন্য অবস্থা হয় তখন, যখন বুদ্ধিশূন্য মস্তিষ্ক মদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়.....আরও মদ, কু-আচরণ বা সু-আচরণ, কিংবা জ্ঞানাঞ্জন শলাকা কোনও কিছুই আর সত্যকে আবরণমুক্ত করতে পারে না। যেহেতু সব মানবমস্তিষ্কই শূন্য (যদিও মস্তিষ্কে ভরা থাকে স্মৃতি এবং তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা)....তাই মানুষের আত্মায়, তার হৃদয়ে অথবা তার মগজে সত্য কথার অস্তিত্ব নেই, কেননা মানুষ পরিপূর্ণ চিন্তাভাবনা করে না, করে অর্ধ-চিন্তা, বলে অর্ধ-কথা, তাই সে-কথা প্রকাশ করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়! কারণ তাদের মূর্খতার জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারক বলে।

কানাডার সৈনিকটার এক ধরনের চালাকি ছিল, তাতে ঠিক বুদ্ধি বলা চলে না। বুদ্ধি হচ্ছে সহৃদয়তা, ভদ্রতা....বুদ্ধি হল এক ধরনের আলো, যে-আলোর ঝলক মাঝে-মাঝে চেতনার অন্ধকার রাতকে দ্যুতিময় করে তোলে। আর চালাকি হচ্ছে

BanglaBook.org

শুয়োরের চর্বি জাতীয় এক ধরনের তেল যা জনন-অঙ্গকে তৈলাক্ত করে তোলে....এ হল সেই ধরনের কুট আহাম্মক, যা চরম অবস্থায় গেলে মনে হয় স্ববিরোধী....তার আসল চেহারা ঢাকা থাকে। কানাডার সেই সৈনিকটা ছিল ধূর্ত, সে যতটা মাতাল হয়েছিল তার চেয়েও বেশি মাতাল হওয়ার ভান করে লিন্দার দেহ-ভোগের পর যথার্থ মূল্য দেওয়ার বদলে তাকে দিয়ে গিয়েছিল এই মূল্যহীন আংটিটা....আংটিটা খাঁটি সোনার নয়, গিল্‌টি-করা, একেবারে বাজে জালি মাল। আংটিটার ওজন অনুমান করে এবং তাতে লাগানো সাদা স্ফটিকের মতন একখানা পাথর দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ওটা নকল। জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা হুইস্কি ফেললে যেমন রঙ হয় আসল স্ফটিকের রঙ হচ্ছে তেমনি! নকল স্ফটিকের রঙ কৃত্রিমভাবে বানানো হয়! খাঁটি সোনা আর নকল সোনা চেনবার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তার ওপর একটা আঁচড় কাটা। তাছাড়া প্রথামাফিক দোকানীর ছাপ থাকে তার ওপর।

সাদা অথবা লাল কিংবা অন্য কোনও রঙের দাগ দেওয়া কালো স্ফটিকের গুণ সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা লিন্দাকে অভিভূত করল। আমার মনের ইচ্ছেও ছিল তাই, কেননা এই পনেরো বছরের বালকও জানে যে সোনা-দানার প্রতি সাংঘাতিক লোভ যে-কোনও বেশ্যার থাকবেই....তা খাঁটি বা নকল যাই হোক না কেন। সাধারণ নিয়মে গণিকারা তাদের নেত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে....সুন্দরী ওতেরো যখন নাচত তখন তার অঙ্গে থাকত নকল হীরে-জহরতের গয়না। আঙুলে পরত জাল গিল্টির আংটি, বাড়িতে রেখে আসত আসল হীরে-জহরতগুলো....তার মধ্যে ছিল সম্রাজ্ঞী ইউজেনির কণ্ঠহার....অন্তত দু'জন রানি এই সুন্দরী বুদ্ধিমতী গণিকার জন্য তাদের সম্পূর্ণ রানিত্ব হারিয়েছিল! দু'জন পাহারাওয়ালা তার বাড়িতে সব সময় হীরে-জহরত পাহারা দিত।

লিন্দা বলছিল এটা কি সম্ভব? দেখ, তুমি এসে সব সময় আমাকে এলোমেলো করে দাও! তুমি একটা শয়তান! সব জায়গায় তুমি যাও, থাক। কেন তুমি আমার এখানে আস? তুমি কেন আমাকে সন্দেহগ্রস্ত করে তোল? গতকাল রাতে একজন কানাডীয়, না----না, এক সিসিলীয় সৈনিকের কাছ থেকে সুন্দর একটা আংটি পেয়েছি। না দু'জন সৈনিক ছিল, জানি না ওদের মধ্যে কার কাছ থেকে আমি আংটিটা নেওয়ার জন্য আমার পাশে তাকে শুতে দিয়েছিলাম।

দেখ? এখুনি আমি তোমায় সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি, জবাব দিলাম----আংটিটা খোল! আমাকে পরখ করতে দাও ওটা সোনার কি-না। দেওয়ালের গায়ে ঘসে দেখি। বন্ধুর সামনে লিন্দা যদি আমাকে চুপ করে থাকতে অনুরোধ না-করত

BanglaBook.org

তাহলে আমি হয়ত মূল্যবান পাথর এবং খাঁটি সোনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েই যেতাম।

ঃ চল, ভাঁটিখানার বাইরে গিয়ে এটা আমরা পরখ করি, লিন্দা আমার কানে-কানে বলল।

ঠিক এইটাই আমি চাইছিলাম, চাইছিলাম একাকী ওর সঙ্গে কথা বলতে। বন্ধুকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলে সে আমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন যেমন আমেরিকানরা বলে এবং আগে জার্মানরা বলত—ঠিক তেমনি ঢঙে লিন্দা-ও 'মুহূর্ত' শব্দটা একটা শৌখিন শব্দ করে তুলেছিল, ঠিক সেই একই সুরে, একই রকম ক্ষুধিত অবস্থায় আমেরিকানরা ওই শব্দটা আওড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো ইতালির হতভাগ্য নরনারীগণ, কাঁদবার মত অশ্রু তোমাদের চোখে আর থাকবে না।

এই কণ্ডুয়নের বিষয় ছেড়ে আবার ফিরে যাওয়া যাক লিন্দার ব্যাপারে। তাকে একপাশ সরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললাম যে সে ঐ চোরেদের সাথে আমার দেখা করিয়ে দিক, যাতে পুরো দাম দিয়ে কেনা এ্যালুমিনিয়ামের সাইকেলটা আমি উদ্ধার করতে পারি। লিন্দার কাছে আমার বলতে লজ্জা করছিল, যে তারই স্যাঙাৎ, যারা এই ভাঁটিখানায় প্রায়ই আসে, সেই সব চোরেরা আমার সাইকেলখানা ছিনতাই করেছে। এতদিন পর্যন্ত আমার ঘটে যে কিছু বুদ্ধি আছে তা সে বিশ্বাস করত। তার ধারণা ছিল, আমি তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, অথচ একই সময়ে বিপদ-আপদ এড়াবার জন্য কেমন সরল মন ও শান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে পারি!

আমার ধারণা মানুষ হিসাবে তো বটেই, এমনকি কবি হিসাবেও আমাকে পছন্দ করার সম্ভাবনা একেবারে সীমিত। কমবেশি প্রত্যেকেই আমাদের ধাক্কা মারছে.... কেবল ধাক্কা মারছে বা ফাঁসিমঞ্চের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে একেবারে ধ্বংসের দিকে, বিনাশের পথে....এমনকি বাস্তবে অস্তিত্ব থাকলেও সেণ্ট লরেন্সের মত এই দেহ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে....জানি না, তার ঘাতকরা সবাই শিক্ষিত, শিল্পী বা নকলনবিস ছিল কিনা....নাকি ছিল সেই আট হাজার লোকের মত যারা অর্থ সম্পদ, আইনের রক্ষাকবচ, অভাবিত মূল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ইত্যাদি লাভ করেছিল....আর এসব তাদের দিয়েছিল পাভোলিনি কিংবা বোতাই....অথবা তারা ছিল আমার বিরুদ্ধাচারীদের মত, যারা সবাই রাজনীতির লোক বা বদমাশ, যাদের মনে ভয় আমি তাদের স্থান দখল করে নেব; তাদের ভয় আমি জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলব। শিক্ষিত লোকেদের কথা বলতে গেলে বলতে পারি দু'টো কারণে তারা আমাকে ভয় করে প্রথমত,

BanglaBook.org

আমি তাদের ছোট-ছোট কপটতাগুলো প্রকাশ করে দিই, বিফল করে দিই তাদের যাজক-সুলভ ষড়যন্ত্র। দ্বিতীয়ত আমার প্রতিভা—প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাও স্বীকার করেছে যে, আমার স্কেচের হাত খুবই ভাল।

আসলে এটা আমার কাছে খুব অর্থবহ, কেননা দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্তোনিও পোল্লাওলোর ছবির চেয়ে তার ভাস্কর্যের দিকে আমার বেশি আগ্রহ....গোইয়ার ছবির চেয়ে তার রেখাচিত্র-অথবা খোদাই-এর কাজ বেশি পচ্ছন্দ করি। যেমন রেমব্রান্টের জলরঙের চেয়ে বেশি পচ্ছন্দ করি তার তেলরঙের ছবি। আর শিল্পী মিলের ছবির চেয়ে দশগুণ বেশি ভালবাসি তার রেখাচিত্র। অজস্র শিল্পী, বিশেষ করে র‍্যাফায়েল সম্বন্ধে একথা সত্য। কিন্তু এমন ধরনের চিন্তাধারার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল বোদলেয়র আর আমার মনে....আর কেউ এর অংশীদার নয়। বেশির ভাগ মানুষ চায় বিশাল-বিশাল ছবি। শিল্পীরা সব সময় প্রশংসা করেছে আমার স্কেচের, কিন্তু কখনও আমার ছবির প্রশংসা করেনি....এর কারণ বড় হাস্যকর, তারা নিজেরা রেখাচিত্র আঁকে না, তাই এক্ষেত্রে আমার সাফল্যকে তারা একটুও ভয় করে না....কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসাবে আমাকে, যে ব্যক্তিগত কালেক্টরদের কাছে খুবই প্রিয়, বিপজ্জনক বলে ভয় করে। এসব কথা মন থেকে সরিয়ে রাখি, সংসারে এসব স্বাভাবিক ঘটনা, বহু শিবিরে আমার মত মানুষের অজস্র শত্রু রয়েছে....এইসব শত্রুরা যদি একজোট হয়, সেই ভার আমার কাঁধে যন্ত্রণাদায়ক বোঝা হয়ে চেপে বসে। তাই কারাভাজ্জি ও বেনভেনিতো সেলিনি যেমন করেছিলেন, তেমনিভাবে বিরোধীদের আঘাত হেনে অথবা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই পথ আমাকে পছন্দ করতে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে ওদের ঘুষির আঘাত এড়িয়ে যতগুলো পারা যায় ওদেরকেই ঘুষি মারা, ওদের রীতিমত বিরক্ত করে তোলা। আমার লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় বিতাড়নকে কার্যকর করে তোলা....ইতালির বিভিন্ন ছোট-ছোট পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার কিছু আহাম্মক সম্পাদককে বিতাড়ন করা এখনই প্রয়োজন।

কিন্তু ইতিমধ্যে এটা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, কেননা এসব বিষয়ে আমার লেখা এদের সকলকে এত বিরক্ত করে তুলেছে যে লেখকরা আমাকে এড়াবার জন্য বেশ উদ্বিগ্ন এবং কোনও-কোনও সম্পাদকের কাছ থেকেও তারা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে, আবার কিছু শিল্পী আমাকে ফ্যাসিবাদী শিল্প সংগ্রাহকগের কাছ থেকে সরিয়ে রাখছে, যারা ইহুদীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে এবং সমাজবিরোধী বলে তাদের শুষে খেয়েছে। আজ যাতে অধিকাংশের সমর্থন লাভ করতে পারে তাই এইসব সংগ্রাহকরা কম্যুনিস্ট সেজেছে এবং ছবি সংগ্রহ করার উপায় উল্লেখ না-করে, বা এগুলোর বিনিময়ে আমেরিকার কফি আমদানির কথা না-বলে তারা কায়দা করে নিম্নমানের মূল্য-তালিকা ছাপিয়ে বাড়তি দাম আদায়ের ফিকিরে আছে।

কিন্তু আমরা বলতে শুরু করেছিলাম লিন্দার কথা। সে প্রায়ই তখন আমার

BanglaBook.org

স্টুডিওতে যাওয়া-আসা করত----বাঁচার সংগ্রাম এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমার উদ্বিগ্নতা সম্পর্কে সে সচেতন ছিল। টেলিফোনেই আমার আলাপ শুনে সে বুঝেছিল, আমি এমন একজন মানুষ যার অনেক শত্রু আছে! সহজাত বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে শুরু করলেও সেই লোকই হচ্ছে সত্যিকারের ক্ষমতাবান যার অজস্র শত্রু আছে। আমার সরল জীবনযাপন প্রণালী ও তৈলমর্দনের প্রতি অনীহা দেখে তার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে নীতিকাহিনীর ঘুঘু আর সাপের মত আমি দিলখোলা ও ধূর্ত....এটাই হচ্ছে আমার জীবনের বিশিষ্ট পরিচয়।

এক সময় আমার সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল যে আমি খুব চতুর এবং তৎপর....তাই আমার কুকুর লিব যখন অপহৃত হয়েছিল অথবা আমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাইকেলটা ছিনতাই হয়েছিল, তখনও রোমের চোরেরা আমাকে হারাতে পারেনি। কিন্তু হায়, আজ আমার সম্বন্ধে তার ধারণা বদলাবার প্রয়োজন হচ্ছে কারণ অবস্থা-বিপাকে সে আজ আমাকে নেহাৎ সাধারণ মনে করছে। নিজেকে এই মুহূর্তে আমি সেই শ্রেণীর লোকেদের সমগোত্রীয় বলে মনে করছি যারা নিজেদের সাইকেল চুরি করার সুযোগ দেয় এবং জানেও না কোথায় গেলে সেই সাইকেলটার হদিশ পাওয়া যাবে। যাই হোক সাহসে বুক বাঁধলাম। তাকে বেশ নরম করে বললাম যে সে আমায় ছেড়ে চলে আসার এবং লুসিয়ানেল্লার জন্মের পর থেকে আমি স্রেফ একজন ভৃত্যে পরিণত হয়েছি। কেননা শিশুটাকে খাইয়ে-দাইয়ে, কাচাকুচির সব কাজ করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে এবং রাস্তার সাধারণ রান্নাঘরে ঝোলের প্রত্যাশায় লাইন দিয়ে অনীতা এর মধ্যেই সাধ্যাতীত শ্রমে জড়িয়ে পড়েছে।

ঃ কী বলছ? লিন্দা বাধা দিয়ে বলল---তোমরা এখনও রাস্তায় ঝোল কিনতে যাও? কেন, একটু আগে তুমি বললে যে সব কিছু বদলে গেছে এবং তোমার এখনকার জীবন দিব্যি কেটে যাচ্ছে।

তোমার প্রাক্তন মনিবের অবস্থা যে দিন-দিন জঘন্য থেকে জঘন্যতর হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি সে-কথা তোমার বন্ধুদের সামনে তখন উচ্চারণ করতে পারছিলাম না।

ঃ বুঝেছি, জবাব দিল লিন্দা---এবার বল, আমাকে দিয়ে কী করাতে চাও?

BanglaBook.org

এমনি করে কোনও মেয়ের দরবারে হাজির হতে পারলে সেই মেয়েটি উদার হয়ে ওঠে। এমনকি এক সময়ে যারা প্রত্যেকের সাথে নীচ ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে তাদের প্রেমিকদের সঙ্গে, সেই তারাও যখন প্রাক্তন বাবুকে অনুগ্রহ দেখাবার একটা সুযোগ লাভ করে অথবা তাদের মন-পসন্দ মানুষজনকে ফিরে

পায় তখন তাদের সঙ্গে সদয় ও সুমধুর আচরণ করে। প্রাত্যহিক সাধারণ আচরণকে তখন তারা শিকেয় তুলে রাখে। নিজেদের সব দোষ-গুণের বেসাতিকে তার দু'ভাগ করে ফেলে....একটা ভাগকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে তাদের ব্যবহার তখন বেশ উদার হয়। অথবা বোধহয় তাদের দুর্ভাগ্যকে মনে রেখে অনুকম্পা দেখায়, সাহায্য করে, কারণ সৌভাগ্যবান ধনীদেরই তারা সত্যিকারের ঘৃণা করে। সম্পদশালী হওয়ার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় এটা ঠিক। প্রেমের বিনিময়ে নয়, ধনীরা অর্থের বিনিময়েই সব কিছু লাভ করে। ভালবাসা প্রেমের বিনিময়ে তারা কিছুই পায় না, এমন কি পবিত্র প্রদীপের তেলটুকু-ও না। এটা হচ্ছে তাদের প্রাপ্য শাস্তি।

এক সময় যেসব মেয়ে আমাকে অনুগ্রহ দেখিয়েছিল তাদের মধ্যে মৌরিনার কথা আমার মনে পড়ছে। আমাদের সময় যখন প্রতিকূল যাচ্ছিল তখন সে আমাদের দু'টুকরো রুটি দিত। জার্মানদের সঙ্গে সে ঘুরত, কিন্তু ফিরে আসত কয়েক টুকরো রুটি হাতে নিয়ে। নিজের জন্য বলতে গেলে সে প্রায় কিছুই রাখত না। মনে পড়ছে, একবার রোম ছেড়ে জার্মানরা যখন চলে গেছে, তখন আমি একবার ম্যাডোলা দেল রিপোসোর দিকে গিয়েছিলাম....বিখ্যাত গীর্জা সেন্ট ওনোফ্রিও থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়....এখানেই রয়েছে আমার প্রিয় তাসোর সমাধি। জার্মানদের বোমায় ক্ষতবিক্ষত রেলপথের দু'পাশে ফুলে ভরা কাঠবাদাম গাছের সারির নিচে প্রদোষের আলোয় ভ্রমণ বড় আনন্দের! বিশাল সেতু বরাবর উন্মুক্ত প্রান্তর এবং ভ্যালি দ্য ইনফার্নোর জলাভূমি বড় রমণীয়। পরিত্যক্ত শিবিরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের গোপন ভাণ্ডারে সে এক বাক্স শুকনো আলু পেয়েছিল....কেউ সেই বাক্সে হাতও দেয়নি। মহানন্দে আমরা নিজেদের জন্য সেই আলুর কিছুটা দিয়ে এসেছিলাম। বাড়ি ফিরে আসার পর মৌরিনা আলুর সবটাই আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল।

সুতরাং বেশ্যাদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে একাধিকবার চিন্তা করতে হবে। তারাও তো ঈশ্বরসৃষ্ট জীব। বাস্তবে আমি আজও মৌরিনার চেয়ে মধুর স্বভাবের কোনও যুবতি দেখিনি। সব সময় তার খুশি-খুশি ভাব, এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় দুর্ভাগ্যের দিনগুলোতে অথবা যুদ্ধের বিপদের মাঝে বুভুক্ষার তাড়নাতেও তাঁর মনে নিরানন্দ স্পর্শ করেনি। এমনকি খারাপ মেজাজের জন্য বিখ্যাত লিন্দাও এখন আমার প্রতি সদয় ব্যবহার এবং ভালো মেজাজ দেখাল। আমার সাইকেলখানা সম্বন্ধে ওকে বললাম।

ও হেসে বলল দেখ, তুমি কী ভীষণ চতুর ছেলে! কত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তুমি আমাকে বকাঝকা করতে! তুমি তো তখন আমাকে কত গালমন্দই

BanglaBook.org

না করেছ! কিন্তু দেখ, আমাকে এখনও তোমার প্রয়োজন রয়েছে। তোমার জন্য আমিও ভাল কিছু করতে পারি।

অবস্থাটা খতিয়ে দেখার জন্য সে থামতেই আমি বললাম কিন্তু এখন আমি কি করব? একমাত্র তুমিই আমাকে একটা পথ বাৎলে দিতে পার।

সে বলল দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার সঙ্গিনীর সাথে একবারটি কথা বলে নিই। প্যানিকো সরণীর সব চোরকেই ও চেনে জানে।

লিন্দা চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ষোল-বছরের মা, সেই স্বামী-পরিত্যক্তা-কে সাথে নিয়ে সে খোশমেজাজে ফিরে এল।

এই মেয়েটি প্যানিকো সরণীতে-ই জন্মেছে এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছে। তবু সে লুক্রেশিয়া বর্জিয়ার ষোল বছরের বন্ধু গিউলিয়া ফারনেসিকে চেনে না। লা মন্তি জিওরদানো সম্বন্ধেও সে কিছু জানে না....এখানেই লুক্রেশিয়ার বুড়ো বাপ তার ভাইয়ের সঙ্গে যেত মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে একটু আদর-সোহাগ জানাতে....আর আমার মনে হয়, দলিল-লেখক এবং ভ্যাটিকান লাইব্রেরীর কর্মচারীর ওই কুটনী বউটা ফারনেসি মেয়েটার সাথে সঙ্গমে রত হতে বুড়োকে সাহায্য করত।

ঃ হায় ঈশ্বর, ও কি তবে আলবার্তো? শুধাল মেয়েটা।

অবশেষে আমি আমার কাহিনী বললাম। বললাম আমার সাইকেলখানা চুরি যাওয়ার ঘটনা। চোরদের উপর যতটা সম্ভব কম দোষারোপ করার চেষ্টা করলাম, দোষ দিলাম বর্তমান পরিস্থিতিকে। মেয়েটা যখন উচ্চারণ করল, 'আলবার্তো', খুশিতে যেন একদম স্বর্গের দরজায় পৌঁছে গেছি, অনুভব করলাম তখন। যা-হোক, আমাকে এখন-ও জানতে হবে যে আলবার্তোর নামই পাপা কিনা! ওর কাছে জানতে চাইলাম আলবার্তোর ডাকনামটা কী। কিন্তু মেয়েটার মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং বুঝতে পারল, আসল নামটা বলে ফেলে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তাই নিজেকে ধাতস্থ করে সে বলল—

ঃ ওহো, না না। ও আলবার্তো হতে পারে না। যা'হোক, কথাটা শোন।

স্ট্র্যাসির সময়কালে 'শোন' শব্দটা যেমন ভদ্রভাবে বলা হত, তেমনি সুরে মেয়েটি এখন শব্দটা আওড়াল।

ঃ শোন! সে আবার বলল—মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু তোমাকে কিছু পয়সা খরচ করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে এই ষোল বছর বয়সেই যে সব রকমের নষ্টামি শিখে ফেলেছে। এমনকি ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করার কায়দাও সে শিখে গেছে....আসলে এই পয়সা চাইছে চুরির কাজটাকে চাপা দেওয়ার জন্য।

আবার সে বলল প্যানিকো সরণীতে বহু লোককেই তো আমি চিনি, আমি এ-বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি। কিন্তু তোমাকে কি বিশ্বাস করা চলে? অবশ্য দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে যাবে।

BanglaBook.org

মেয়েটির এই শান্তভাব, চৌখস কথাবার্তা বন্ধুভাবাপন্ন হাসি ও ভদ্র আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সে যেন অভিজাত কোনও ধনী রমণী, নিজের বসবার ঘরের চেয়ারে আসীনা। লিন্দার দিকে ঘুরে সে বলল এই কি তোমার পুরনো মনিব, তুমি যা খুশি বলে একে ডাক না কেন, একে কি বিশ্বাস করা যেতে পারে? অধর-যুগল একটা রেখায় নিবদ্ধ, চিবুক সামান্য উত্তোলিত....লিন্দা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল হ্যাঁ নিশ্চয়ই! তারপর জোরালো গলায় বলল----ওর জামিন রইলাম আমি।

ঃ তাহলে, ঐ ছুকরি মেয়েটি চোখ নাচিয়ে বলল, যে তোমার সাইকেলখানা ফিরিয়ে দেবে তাকে কত দেবে তুমি?

তোমাকে দেব একটা মধুর চুম্বন।

সুন্দর চোখদু'টোকে আধো বুজিয়ে বুক উঁচিয়ে মাটিতে পা ঠুকে মেয়েটা সোল্লাসে তার পাছা নাচাল....তারপর জবাব দিল, এই মুহূর্তে তোমার কাছ থেকে চুম্বিত হওয়ার কোনও আগ্রহ নেই আমার।

তবে আমার মনে হয় এই পথের মাঝখানে যদি সে দাঁড়িয়ে না-থাকত তবে আমাকে একবার সে নিশ্চয়ই সোহাগভরে চুম্বন করত এবং তার জন্য আমাকে পয়সা গুণতে হত না।

কিন্তু আসলে ঘটনাটা হচ্ছে, প্যানিকো সরণীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা যুবকদের দেখিয়ে সে বলল----দেখ, চুম্বন-টুম্বন নিয়ে ওরা অত মাথা ঘামায় না। সে বলতেই লাগল---আমিও ঘামাই না এবং তোমার এই সাইকেলখানা তল্লাস করার জন্য আমাকে একবার আমার মায়ের কাছে যেতে হবে। মা নিজে বুড়ি হয়েছে এবং এই রাস্তার আরও অনেক বুড়িকে মা চেনে। আমার মা কিন্তু দারুণ চালাকচতুর! তারপর আসল বিষয়ে এসে বললো সে----তা কত টাকা দেওয়ার জন্য তৈরি তুমি? ভুলো না, আজকালকার দিনে একখানা সাইরেল হচ্ছে বিশাল মূলধনের সামিল! সাইকেলখানা কেনার জন্য কত দাম দিয়েছিলে?

দামটা বলতে দ্বিধা করছিলাম আমি, কেননা যখন সাইকেলটা কিনি, তখন সাইকেলের দাম ছিল খুবই কম। মেয়েটি কেনা দাম জিজ্ঞাসা করেছিল আমার প্রস্তাবিত অর্থ আন্দাজ করার জন্য।

ঃ আচ্ছা, তুমি হাজার-দশেক লিরাই দিয়ো? এর কমে তোমাকে ওরা সাইকেলটা ফিরিয়ে দেবে না।

এই মেয়েটির সঙ্গে মাত্র কয়েক মুহূর্ত হল পরিচয় হয়েছে, বলতে পারছিলাম না যে আমি গরীব, এই যুদ্ধের কারণে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। কেননা যুদ্ধ সব সময় যা করার তাই করে....সাধারণভাবে যারা গরীব ছিল তাদের কয়েকজনকে বড়লোক করেছে, আর যারা ছিল মোটামুটি সম্পন্ন, তাদের অর্থনাশ ঘটিয়েছে....আর যারা বাঁচার জন্য ঝুঁকি নিতে পারেনি, তারা হয়েছে একেবারে রাস্তার ভিখারি। প্রথমে উচিত মানুষ নামক পশুদের একাকী মুক্ত রাখা এবং বিশ্বকে যুদ্ধ করতে বারণ করা!....এই মতবাদটি প্রাথমিকভাবে প্রচার করতে

BanglaBook.org

হবে। সব সময় আমার মনে হয়, মানব-জাতিকে একথা বলা প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোকের কর্তব্য। যেহেতু আমরা প্রায় সবাই আমাদের কর্তব্য করতে অপারগ হয়েছি, তাই এখন শুধু বুক চাপড়ানো ছাড়া আমাদের আর কিছুই করা নেই। এ সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে বারে-বারে যদি এভাবে যুদ্ধ বাধে, তবে সেই যুদ্ধের দোষ, দুঃখকষ্ট প্রত্যেকবারই বর্তাবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের ওপর, কিছুতেই তাদের ওপর নয়, যারা অন্যদের থেকে অনেক আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকে। কিন্তু আসল দোষ তাদের যারা ইতিহাস নামে বিখ্যাত ঘড়িটাকে দেখতে সক্ষম হয়েও যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে না। ইতিহাস একটা ঘড়ির থেকে বেশি বা কম কিছু নয়। লোকে নিশ্চিত জানে ঘড়িতে পাঁচটা বাজার পর ছ'টা বাজবেই, কিছুতেই চারটে বাজাবে না।

অন্য দিকে কোনও-কোনও কবি, লেখক বা দার্শনিক, যাদের সঠিক পথ নির্দেশ করার সহজ ও সুবিধাজনক ক্ষমতা আছে এবং তা থাকা সত্ত্বেও তারা ভবিষ্যতকে শূন্য, অসার বলে নিরূপণ করার চেষ্টা করছে, কারণ তারা মনে করছে এটা ইতিহাসের কাছে নেহাতই একটা মার্জনীয় অপরাধ। তারা মেঘের রাজ্যে বিচরণ করছে, চোখ মেলে দেখছে না বা হয়ত দেখতেও চায়-ও না যে নিচে প্রস্ফুটিত পার্থিব ফুলের বুকে কীট আর পতঙ্গের দল ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ইতিহাস-ঘড়ির বুকে প্রতি ঘণ্টায় লোভার্ত নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তির জন্ম হচ্ছে।

যুদ্ধের এই অশুভ শক্তির কখনই মূলোৎপাটন-করা যাবে না, যদি না মানুষ যুদ্ধের কার্যকারণকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখে এবং যতদূর সম্ভব যুদ্ধকে প্রতিরোধের ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্তত আমার এই বিশ্বাস।

আমার ধারণা, আমি আমার প্রতিবেশীদের সত্যিকারের মঙ্গল করতে পারি যদি আমি তাদের যুদ্ধবিরোধী করে তুলতে পারি, তাদের শেখাতে পারি যে, যুদ্ধের সমস্ত অশুভ মূলসমূহ উৎপাটনের কাজে তাদেরও যাবতীয় সামর্থ নিয়ে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। অন্যের সর্বনাশ ঘটিয়ে নিজের উন্নতি সাধনের আহাম্মকি ইচ্ছে আর দুরন্ত লোভই হচ্ছে যুদ্ধের একমাত্র কারণ....এর মধ্যে আপন সৌভাগ্যের জন্য প্রতিবেশীকে সাহায্য করার চেয়ে ক্ষতি করার প্রবণতাই প্রবলতর। যাই হোক, সবাই যদি ভালভাবে মিলেমিশে থাকে এবং সম্ভবপর সহযোগিতা করে, তবে সেটাই হচ্ছে সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। যেসব স্বদেশ প্রেমিক বলে থাকে যে তারা নিজেদের জন্য লড়াই করছে না, লড়াই করছে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম, তাদের সন্তানরা যাতে সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য, তাদের আমি বলছি বরং তোমরা নিজেরাও আরও বেশি

BanglaBook.org

পরিশ্রমী হও। তাহলেই তোমাদের সন্তানদের পক্ষে আরও উন্নত জীবনযাপন করা সম্ভব হবে। তোমার ছোটখাটো বাড়িতে বা সামান্য চাষের জমিটুকুতে শাকসব্জীর বাগান গড়ে তোল। নিজের হাতে মাটি কোপাও, শাকসব্জী, ফুল, ফল লাগাও তাহলে তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তান আর তার বাড়ি-ঘর বোমায় ধ্বংস হতে, সৈনিকদের হাতে বিধ্বস্ত হতে অথবা চোরেদের হাতে লুণ্ঠিত হতে দেখবে না। যুদ্ধ তো এই কাজই করে---শান্তি এবং সুস্থির অবস্থার চেয়ে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সমাজে খুনী, জোচ্চর, গুন্ডা এবং চোরের জন্ম হয় অনেক বেশি সংখ্যায়।

এর জন্য দোষী আমরা....আমরা কবিরা। যদি যুদ্ধ বাধে, চোর ও খুনীদের সংখ্যা বহু গুণ বর্ধিত হতে থাকে, তবে নিরর্থক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না-থেকে কেমন করে এই যুদ্ধ রোধ করা যাবে---তা জানাবার চেষ্টা করা ও প্রয়োগ করা উচিত.... প্রয়োজন সামাজিক বিকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চোর ও খুনীদের নিরুৎসাহ করা। কবি হিসাবে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই আজ আমাকে দ্বিতীয়বার আমার নিজের সাইকেলখানার মূল্য গুণতে হচ্ছে। মেয়েটা যে-পরিমাণ অর্থের কথা বলেছিল আমি তার অর্ধেক পাঁচ হাজার লিরা দেব বলে প্রস্তাব করলাম। তারপরেও অবশ্য সাইকেলখানা খুঁজে বার করার প্রশ্ন আছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে অনুরোধ জানানোর অথবা চোরগুলোর সাথে দীর্ঘকাল ধরে যোগাযোগ রাখার কথাই ওঠে না, এই দু'টো কাজের জন্যই মেয়েটা চোরগুলোর কাছে বিশ্রী উপহাসের পাত্র হয়ে হয়ে উঠবে এবং আমার ইচ্ছা নিয়ে মেয়েটার মনেও সন্দেহ দেখা দেবে....আমার মনোগত ইচ্ছা হল চোরের হদিশ লাভ করে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নিজেকে গুটিয়ে নিলাম এবং সংক্ষেপে মেয়েটাকে বললাম যে-বদমাইশ ছোকরা আমার সাইকেলখানা চুরি করেছে, আমি তার নাম জানি।

ঃ কী করে জানলে? কৌতূহলী হওয়ার চেয়ে বরং বেশি সন্দেহগ্রস্ত হয়ে শুধাল সে।

বললাম একটা লোক আমাকে জানিয়েছে আমার এ্যালুমিনিয়ামের সাইকেলটায় চড়ে পাপাকে সে প্যানিকো সরণীতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। আরও বললাম,—পাপার ইচ্ছা ছিল সাইকেলখানা বেচার, সেটা যে এক চোরাই সাইকেলের দোকানদারের কাছে নিয়েও গিয়েছিল।

পাপা? মেয়েটা বলল—ঠিক জানি না আলবার্তোর শেষ নাম পাপা কি-না। জানি যে, এ-কাজ সে করে থাকতে পারে। তাকে আমি চিনি।

মেয়েটা বলেছে, আমি তাকে জানি,....কিন্তু এই প্যানিকো সরণীর অধিবাসীদের মধ্যে সাধারণ একটা সমঝোতা আছে, সেজন্যই মেয়েটা আমার কাছে এমন কোনও কথা বলেনি যার থেকে চুরি ও ডাকাতির অপরাধে এর মধ্যে বেশ কয়েকবার শাস্তিপ্রাপ্ত পাপা-কে সরাসরি বুঝতে পারা যায়। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ভাবে

BanglaBook.org

বোঝা যায় এমন কথাই শুধু বলেছে সে। আসলে, পাপার আসল নামটা বার-কয়েক আওড়াবার সময় তার চোখমুখের ভাষা এবং লিন্দার দিকে তাকিয়ে তার চোখ টেপার বহর দেখেই আমি এসব বুঝতে পারলাম।

ঃ ঠিক আছে, বলল মেয়েটা---শোন, আমার মা-কে আমি সব কথা বলব, আর মা আলবার্তো-কে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করবে।....এভাবে সে 'আলবার্তো-ই যে পাপা' এটা আমাকে জানিয়ে দিল। তারপর শুধাল—কিন্তু পাঁচ হাজার লিরার কী হবে? তোমাকে তো আমি পাঁচ হাজার লিরা ধার দিতে পারব না!

ঃ তুই বড় প্যাঁচালো! সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বাধা দিয়ে বলল লিন্দা। এমনভাবে সে কথা বলছে যেন কোনও শিক্ষিকা,....ধমকাচ্ছে যেন তার ছাত্রীকে। লিন্দা ভুলে গেছে, সে-ও একসময় ছিল অন্যের রক্ষিতা। অথবা এমন-ও হতে পারে, আমেরিকানদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে ভাল রোজগার করে লোভ দেখিয়ে লিন্দা-ই নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে এই পথে। ষোল বছরের মেয়েটা এখনও প্রেম করছে, কিন্তু লিন্দা আর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে না। লিন্দা শুধু পয়সা পকেটে ঢোকায়, আদর-সোহাগের ধার ধারে না।

ঃ ব্যাপারটার আমরা ফয়সালা করি, আমাকে দেখিয়ে বলতে লাগল লিন্দা---একে আমি চিনি। এ-একজন কবি। আগে তো তোকে বলেছি যে, এর কাছে আমি এক সময় কাজ করতাম। একটা সুন্দর স্টুডিও আর চমৎকার একখানা বাড়ি আছে ওর। ও বলছে বটে, ও গরীব, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। আমি সহজেই ওকে পাঁচ হাজার লিরা ধার দিতে পারি। ব্যাপারটা আমরা এভাবে করি, আয়। যদি তোর মায়ের মাধ্যমে সাইকেলখানা ফেরৎ পাস, তবে তোকে পাঁচ হাজার লিরা ধার দেব। কেননা আমি জানি, ওর কাছে আমি এ টাকা ফেরৎ পাব! বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলল সে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল আসলে, তুমি আমাকে ফেরৎ দেবে ছ'হাজার লিরা। কিন্তু সাবধান, যদি দু'সপ্তাহের মধ্যে ছ'হাজার লিরা আমাকে না-দাও, তবে হয় আমি সাইকেলখানা পাঠাব না আর না-হয় ওটার জন্য সাত হাজার লিরা চাইব!

লিন্দা ঠাট্টা করছিল। নিখুঁতভাবে সব কিছু করার যোগ্যতা তার আছে....বিশেষ করে এই টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারটা, কেননা তার ছোট্ট মগজে ধনী হওয়ার একটা প্রবৃত্তি সব সময় রয়েছে, কিন্তু আমার সঙ্গে মহাজনী কারবার করার ইচ্ছে তার ছিল না। ক্যালাব্রিয়ার এক কসাইয়ের মেয়ে সে---পথের বেশ্যা হয়ে ঘোরার একেবারেই কোনও প্রয়োজন ছিল না তার। জার্মানরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সে বাড়ি ফিরে যেতে পারত। ক্যালাব্রিয়াতে ফিরে যাওয়ার বদলে সে স্থির করল ধনসম্পদ অর্জন করবে এবং....কে জানে? হয়ত বিয়ে করবে। স্থাপন করবে বিশাল এক কসাইয়ের দোকান এবং বাকি জীবনটুকু আরও ধনী

BanglaBook.org

হয়ে ওঠার চেষ্টায় মুরগীছানাগুলোর গলা টিপে টিপে মারবে। ভয়ংকর এবং জঘন্য অন্যায় সব কাজ করে মানুষ বড়লোক হতে পারে, কিন্তু ছবি এঁকে আর কবিতা রচনা করে কখনওই সে ধনী হতে পারে না! লিন্দার বাস্তব সক্ষমতার পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে আমি কোনওদিন পারিনি। অত্যধিক উচ্ছ্বাসযুক্ত আদিরসাত্মক প্রবৃত্তি যা তার দেহে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল, কিন্তু কাম-প্রবৃত্তির সেই প্রবল তাড়না তার মনকে কোনওভাবেই গ্রাস করেনি, বরং আরও বেশি বার, বেশিক্ষণ ধরে দেহদান করে অজস্র অর্থ রোজগারের ইচ্ছে তার মনে জুড়ে বসেছিল। মৌরিনা কিন্তু ওর মত যুবতি নয়। মৌরিনা হচ্ছে লেলিহান আগুনের শিখা----প্রতিবার নিজের মনের আনন্দে সে দেহদান করতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখ লাভের তাড়নায় সে অপরের আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করে---কিন্তু লিন্দা বড় হিসেবী। প্রেমের কোনও অর্থ সে বোঝে না, তার মনে ওসব সাড়া জাগায় না। সৈনিকদের হাতে খেলনা হওয়ার জন্য সে তার পনীর-শুভ্র মাংসল দেহ বিক্রয় করে। এই কামক্রীড়ার মাধ্যমে যে-আনন্দ সে লাভ করে তা আপেক্ষিক ও তাৎক্ষণিক, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিগত পরগাছা হওয়ার ইচ্ছে তার একেবারে সন্দেহাতীত। প্রজাতি হিসাবে সে একটা জোঁক----সে রক্ত এবং অর্থ শোষণ করে। তার উন্নতির পথে অন্তরায় হবে না এমন কিছু-কিছু ভাল কাজ করে সে—তার উচ্চাশার পথে অন্তরায় না-হয়ে লোকে তাকে চতুর এবং ভাল মেয়ে মনে করুক এমন উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব সেবামূলক কাজ করে তাতে যদি অন্যের ভাল হয় তো হোক—তাতে কিছু আসে যায় না।

ঃ ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন কী করব? আমি বললাম।

ভেব না, আমি তোমায় ফোন করব, এমনভাবে সে জবাব দিল যে সাইকেলখানা আমার কাছে নির্ঘাৎ হাজির হবে এবং আমিও ছ'হাজার লিরা শোধ করে দেব----তার মধ্যে সে নিজে পাবে এক হাজার লিরা।

দুপুরের দিকে যুবতির মেয়েদের আসে-যাওয়ার ভিড়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে গোটা প্যানিকো সরণী—তারা আসে সাধারণ রান্নাঘর থেকে ঝোল কিনতে, আরও আসা-যাওয়া করছে সেইসব মেয়েরা যারা ভিয়া দেল ত্রিতোন এলাকার গণিকাবস্তিগুলোতে যা-কিছু ঘটে, তার জন্য গর্ব অনুভব করে। লোমের পোশাক পরা মেয়েগুলো—ত'দের স্বাভাবিক কোঁকড়াচুল পাট-পাট করে সাজিয়ে দেয় হেয়ার ড্রেসাররা—প্যানিকো সরণীর বুকে এদের দেখা মেলে না (কেননা এখানে একজন-ও হেয়ার ড্রেসার নেই)—অথচ ভিয়া তোমাসেলি, ভিয়া ভেনেতো আর ভিয়া দেলত্রিতোনে এদের দেখা মেলে----শোচনীয় সব ঘরের ছোট-ছোট দরজা দিয়ে এসব মেয়েরা পিলপিল করে বেরিয়ে আসে। ভিয়া তেল ত্রিতোনের এই সব মেয়েরাই দুপুরের দিকে ভেঙে-পড়া খাড়াই-ইঁটের সিঁড়ি বেয়ে নিজেদের ছোট-ছোট আস্তানা থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরিয়ে আসে নিজেদের তৎপরতা এবং সুন্দর মোজা-ঢাকা পা দেখাতে। পোশাকের আড়ালে আমেরিকান সৈন্যদের দেওয়া

BanglaBook.org

উপহার এবং যা তাদের কাছ থেকে তারা চুরি করতে পারে, সেসব জিনিস নিয়ে আসে। একটা মেয়ে তো তার বুড়ি মায়ের জন্য খাসা একখণ্ড বিলিতি গায়ে-মাখা সাবান এনেছে। শিশুর মতই মহানন্দে বুড়ি প্রথমে সাবানের খণ্ডটা হাওয়ায় নাড়তে থাকে----তারপর প্রাচীন রোমের অভিজাত রোমান মহিলাদের মত অথবা হোরেসের কাব্য বা স্যুতোনিয়াসের বিদ্রুপাত্মক কাব্যের রক্ষিতাদের মত তার মুখের ভাব করুণ হয়ে ওঠে। রাস্তার ছোকরারা ছুটতে-ছুটতে আসা, এইসব সৌভাগ্যবতীদের পথ ছেড়ে দেয়---এরাই ছিল ওই ছোকরাদের শৈশব-জীবনের প্রথম সঙ্গিনী, এই ছোকরাদের প্রথম হাতসাফাই-এর বা চুরির ফসল ভোগ করেছে এই মেয়েগুলো। প্রথম কারাদণ্ড, প্রথম হাসপাতালে যাওয়া, প্রথম আদালতে বিচার সবই গভীর স্মৃতিবিজড়িত। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ পাকা চোরেরা, যারা অত্যধিক দুর্বলতার জন্য আর চুরি করতে পারে না—তারা বাদাম ভাজা হচ্ছে যে-জ্বলন্ত কয়লার উনুনে---সেই আগুনের চারপাশ ঘিরে নিজেদের হাতগুলো তাতিয়ে নিচ্ছিল। অন্যরা টার্কি মোরগের পালক সংগ্রহ করেছে পাখা বানানোর জন্য, এই পালক বাজারে এখন দুর্লভ। প্যানিকো সরণীর বুকে এখন কালোবাজার খোলাখুলি জাঁকিয়ে বসেছে। যাই হোক, গরীবদের তো খেতে হবে! আরও খাবার পাওয়ার জন্য তাদের ধূর্ততা ও ছলেরও কোনও শেষ নেই। প্যানিকো সরণীর শেষ দিকে পস্তি দেল এ্যাঞ্জিলোর মুখে মাটির নিচে নর্দমা, সেখানে মানুষের ত্যক্ত জল এসে জমে। আর এখানেই আছে একটা সেতু—শিষ্যদের ব্যবস্থাপনায় ভাস্কর বারনিনির তৈরি স্বর্গীয় এক দেবতার পাথরের মূর্তি সেতুর মুখে বসানো হয়েছে। যখন নিচের নর্দমার ভিতর মলের স্তর ওপরে উঠতে থাকে। (রেজিনা জেলখানার সহকারী পরিচালককে যখন টাইবার নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তখন যেমন ঘটেছিল)----মলের স্তর এভাবে যখন সেতু স্পর্শ করে, তখন রোমের সব সাধু লোক আর প্রভাবশালী ধনীদের জন্য পুনরায় সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, ক্রমপরিবর্তন ঘটবে। রোমের সুসংস্কৃত লোকেদের হিতার্থেই সব-কিছু-হবে----প্যানিকো সরণীর মানুষদের পক্ষে কুট তর্কাতর্কিতে আর কোনও কাজ হবে না।

BanglaBook.org

লিন্দার কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়ার জন্য কয়েকটি দিন উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। আমার মনে হয় একটা জিনিস হারিয়ে যাওয়ার আগে নিজের দখলে রাখার যে-আনন্দ তার চেয়ে সেই জিনিসটা হারিয়ে যাওয়ার পর খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আরও বেশি। এ ক'দিন ছবি আঁকিয়েরা, বিরক্তিকর কিছু লোক আর যাদের হাতে ভুল নম্বর ছিল তারাই শুধু টেলিফোন করেছে। এর মধ্যে অন্য কথাও আমার মাথায় ঘুরছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আশার একটা ঝিলিকও দেখা দিচ্ছে,

হারানো সাইকেলখানা হয়তো আবার আমি ফিরে পাব। শহরের আরও অনেক অধিবাসীর মত আমার-ও অনেক ঝঞ্ঝাট রয়েছে---সেগুলোই এখন একে-একে আবার সামনে এসে হাজির হচ্ছে। সবেমাত্র একটা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে চলেছি, ইতিমধ্যে আগুয়ান আরও দু'টো ঝঞ্ঝাটের রূপরেখা আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। দিনের পর দিন বুভুক্ষা বাড়ছে। এখনও বিশ্বাস করি যে আমার কাউন্ট উগেলিনোর দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে পারব! কিন্তু বুভুক্ষার রূপ অতি ভয়ংকর। উঁচু দুই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ধীরে-ধীরে হিমজমাট এক উপত্যকার মত চেহারা বুভুক্ষার। আর সেই পাহাড় দু'টোর মাথায় মেঘ জমার আশঙ্কা। কালো-কালো দুর্ভেদ্য মেঘ-ফুঁড়ে ভয়ংকর, ভৌতিক বরফের সব চাঙড় গড়িয়ে আসছে। মাঝে-মাঝে বিষণ্ণ রৌদ্রের ঝলক ছড়িয়ে পড়ছে খণ্ডগুলোর ওপর (আমার কাছে আমার মেয়ে লুসিয়ানেল্লার চোখ-দু'টো রৌদ্রঝলকেরই মত)---এর মধ্যেই রাতের অন্ধকার নামছে উপত্যকার বুকে। যুদ্ধের আওতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার আশা দিন-দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। মৃত্যু, দুর্দশা এবং বুভুক্ষার অশুভ উপস্থিতির ভাবী প্রতিরোধ বাড়াতে পারত, কিন্তু তা বাড়েনি, কারণ বুভুক্ষা হচ্ছে ধীরগামী হিম মৃত্যুর মতন। আমরা খুব অল্পই শুনতে পাই হয়তো একেবারেই কিছু শুনি না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপস্থিতি খুব অল্পই অনুভব করি। এখন আমরা অসাড়, আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে এখন স্তিমিত হয়ে আসছে, এখন মনে করাও কঠিন কাজ যে এক সময় আমরা ঝলসানো ময়ুর খেতাম, পুরুষ্ট ওমলেটের স্বাদ পেতাম অথবা খাওয়ার শেষে পিঠে বা সর খেয়ে পুরাকালের বীরদের মত টকটকে লাল আঙুরের মদ গলাধঃকরণ করতাম। যে-ই খুব ক্ষুধার্ত হোক না কেন সে এখন আর ক্ষুধার্ত বোধ করে না, ক্ষুধা অনুভব করে না। বুভুক্ষা নিজেই নিজেকে নাশ করেছে। আমরা এখন-ও সে-অবস্থায় উপনীত হইনি---কিন্তু শীত আসন্ন---এবং বুভুক্ষা, আরও বুভুক্ষা---উপবাস, বার-বার উপবাস---মাসের পর মাস---এসব এমন ঘন-ঘন আমাদের জীবনে ঘটছে যে আমাদের খাওয়ার চেতনা-শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বলছি ঝলসানো ময়ূর, সিমুই দিয়ে রান্না করা ঝিনুকের মাংসের উপর টাটকা লাল টমাটোর আচার ছড়ানো, খাসা সিমুইয়ের পায়েস---এসবের কথা বলছি---কিন্তু এসব যে ঠিক কী ধরনের বস্তু তা আর আমি এখন মনে করতে পারছি না। আমাদের মত লোকেরা এমনকি স্বাদেরও স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

যাই হোক, এসব সত্ত্বেও, তৃতীয় দিনে আমার টেলিফোনটা বেজে উঠল, শুনতে পেলাম লিন্দার কণ্ঠস্বর, অনুভব করলাম আমার দেহে আবার যেন জীবন ফিরে

আসছে, যেন অভাবিতভাবে বিষণ্ণ এক জগৎ থেকে আমি বেরিয়ে আসছি। লিন্দা বলার জন্য টেলিফোন করেছিল, চুক্তি-অনুযায়ী পাপা পাঁচ হাজার লিরা গ্রহণ করেছ এবং ফিরিয়ে দিয়েছে সাইকেলখানা। অল্প পরেই লিন্দার বান্ধবী এসে আমার স্টুডিও-র দরজায় কড়া নাড়ল, মেয়েটি আমার সাইকেলখানা এনেছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো একটা ছোট্ট রক্তগোলাপের তোড়া। তৎক্ষণাৎ ছ'হাজার লিরা শোধ না-করার একটা তীব্র ইচ্ছে জাগল আমার মনে। বাস্তবে আমি দিলাম পাঁচ হাজার লিরা এবং তার সঙ্গে উপহারস্বরূপ লিন্দার জন্য রূপোর একটা ছোট্ট আংটি।

আমি জানতে চাইনি, পাপা বিরোধিতা করেছিল কিনা অথবা ক্ষতিপূরণের বা ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের এই প্রস্তাবে সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়েছিল কি-না। সাইকেলখানা পুনরুদ্ধারের প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছিলাম বলে এখন আমার নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আবার বলছি, হারানো বা চুরি যাওয়া জিনিস পুনরুদ্ধারের পর মনে গোপনে যে-আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। এই কাহিনী থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে স্বাভাবিক সময়েও আনন্দের বস্তু অন্বেষণ করতে হলে এটাই বেশি আনন্দের বলে প্রমাণিত হবে, তাহলে ভুল হবে না।—কাউকে কারও কোনও মূল্যবান বস্তু চুরি করতে দাও, ঠাট্টা হিসাবে হলেও চুরি করুক, কিন্তু যার জিনিস ছিনতাই হয়েছে, সে আমি যেভাবে আমার সাইকেলখানার খোঁজ করেছি, তেমনি করে তার জিনিসটা খুঁজুক। স্বাভাবিক সময়ে খোঁজার এই আনন্দ তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একেবারে অন্যরকম কিছু হবে না।

যা হারিয়ে গেছে তা অন্বেষণের মধ্যেই জীবন বিধৃত। একবার, দু'বার, তিনবারও এই আনন্দের স্বাদ লাভ করা যায়—আমি যেমন দু'বার সাইকেল অন্বেষণে সফল হয়েছি। কিন্তু তৃতীয়বার আমি আর কিছুই খুঁজে পাব না। অস্তিত্বের সঙ্গেই এই ঘটনার বাস্তবতা জড়িয়ে রয়েছে, এ যেন বাধার ভিতর দিয়ে, বাধা টপকে ছোটার প্রতিযোগিতা—পরিণাম শুধু নিখোঁজ হওয়া। ছোটার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যে-মুহূর্তে শিশুটি মাতৃজঠর ছেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, যে-আশ্রয়ে ছিল তা হারিয়ে যখন সে কাঁদতে শুরু করেছে, সেই তখন থেকে প্রতিযোগিতা চলছে। স্তন্যদুগ্ধপুষ্ট, মুদ্রিতনয়ন শিশুটি মায়ের বুকে তার নাক ঘসে সুমধুর, ঋজুকঠিন স্তনবৃন্তের সন্ধান করে। তারপর যখন তার স্তন্যপানের কাল শেষ হয়, তখন বাপের হাত ধরে সে প্রথম পদক্ষেপ করে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বড় বেশি জিনিসের সন্ধান করতে হয়, কিন্তু আমি মৃত্যুর আগে একটি সদয় মুখের

BanglaBook.org

অনুসন্ধান করব। যদি আমি তা অবশেষে খুঁজে পাই, তবে নিশ্চয়ই তা হবে লুসিয়ানার মুখ----এবং আমার শেষ বিষণ্ণ দিনগুলোতে তা হবে এক আলোকশিখার মত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG